সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
পদেতে আমার	৭৩	২	পদে মিনকম্ব
হোরমুজের প্রতি কুমারার উক্তি	১৪৬	১৭	কুমারার প্রতি হোরমুজের উক্তি

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

গোলবানুর মানভঙ্গ ও হোরমুজের সহিত কথোপকথন।

নাথেরে কাতর দেখি ত্যজি অভিমান।
উঠিয়ে বসিল ধনী প্রকাশি বয়ান॥
বিনয়ে কান্তের কর ধরি কহে ধনী।
এমন কঠিন প্রাণ তব গুণমণি॥
দারুণ সংগ্রামে তুমি করিলে গমন।
আমারে সংবাদ নাহি দিলে কি কারণ॥
ক্ষণকাল না পাইলে তব সমাচার।
এ জীবন দেহ হতে যাইত আমার॥
শুনিয়ে হোর্মুজ কহে কি করিব ধনী।
কেমনে সংবাদ দিব ও বিধুবদনী॥
বহুকষ্টে ইরানেরে করিলাম জয়।
এত দিনে পিতা তব হলেন নির্ভয়॥
অতএব বিনোদিনী ত্যজি অভিমান।
প্রেমরস দানে মোর জুড়াও পরাণ॥
দেখ না ললনা এই সুখের সর্ব্বরী।
বিফলেতে নষ্ট হয় আহা মরি মরি॥
ওই দেখ কুহুস্বরে কুহরে কোকিল।
তীক্ষ্ণ শেল [illegible] ॥

ধনু ধরি দর্প করি ভ্রমিছে মদন।
সুধামুখি শীঘ্র করি কর নিবারণ॥
এত বলি উন্মত্ত হইয়ে যুবরাজ।
ধরিলেন রমণীরে পরিহরি লাজ॥
অমনি রমণী গেল রসেতে গলিয়ে।
সাঙ্গ সখীগণ সব যায় পলাইয়ে॥

গোলনাম্নুর ও হোম্‌ক্রেণ বিহার।

প্রসারিয়ে কর, ধরি পয়োধর,
সরোজ প্রিয়ার বদনে রায়।
করিতে চুম্বন রমণী তখন,
মনমথ রসে গলিয়ে যায়॥
কটিতে কসন, আছিল বসন,
গুণমণি তাহা তুলিতে চায়।
ধরি প্রিয় কর, লাজেতে অধর,
হয়ে বিনোদিনী লুকায় কায়।
মনমথ রসে, যার প্রাণ রসে,
নিষেধ কি মানে তাহার মনে।
পরিহরি লাজ, উঠি রসরাজ,
রমণীরে ধরি মাতে মদনে॥
করে করে বাঁধি, পদে পদে ছাঁদি,
[illegible]

মাতি পঞ্চশরে, পালঙ্ক উপরে,
সুখেতে দুজনে বিহার করে ॥
সাঙ্গ হল রাত, সুবদন সুবতী,
বসিল পালঙ্কে হরিষ মন
রসরঙ্গ কর, লয়ে পঞ্চশর,
প্রেমানন্দে গৃহে করে গমন ॥

রুমাধিপতির পত্র পাইয়া খুতানাধিপতির
কর প্রেরণের উদ্যোগ।

এই রূপে নিত্য নিত্য নাগরী নাগরে।
নানা সাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে ॥
এই রূপে গত হয় কতেক অয়ন।
দৈবে দোঁহাকার হল বিচ্ছেদ ঘটন ॥
এক দিন মহারাজ খুতানাধিপতি
সভায় আছেন বসি আনন্দিত মতি।
আমাত্যের সহবায় বসি একাসনে।
হরণ করিছে কাল সত্ আলাপনে ॥
হেন কালে এক দূত পত্র লয়ে করে।
উপনীত রুম হতে ভূপতি গোচরে ॥
রুমের পতির পত্র পাইয়ে রাজন।
মর্ম্ম বুঝি হইলেন বিষাদিত মন ॥

মন্ত্রিগণ প্রতি ভূপ কহেন তখন।
কি হইবে মন্ত্রিগণ করি কি এখন ॥
লিখিয়াছে নরপতি কর পাঠাইবে।
নতুবা তোমার ভূপ বিপদ ঘটিবে ॥
চারি বৎসরের কর বাঁকি হল তার।
কেমনে নিস্তার পাই দিলে না এবার ॥
শুনিয়ে মন্ত্রিগণ সবে বিরস বদনে।
করজোড়ে কহে সবে ভূপতি সদনে ॥
ভাণ্ডারে আছিল ধন [illegible]।
[illegible] বিতরণ ॥
ভাণ্ডারে নাহিক ধন কি হবে উপায়।
তবে যদি আজ্ঞা কর আমা সবাকায়।
আমাদের গৃহে ভূপ আছে যত ধন।
তাই দিয়ে তুষ্ট করি ভূপতির মন ॥
এতেক শুনিয়া তবে খুজানাধিপতি।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে শেষে দিল অনুমতি ॥
পেয়ে ভূপ অনুমতি সকলে তখন।
সকলে আনিল ছিল যার যত ধন ॥
তবু চারি বৎসরের কর না হইল।
হেরি নরপতি অতি ভাবিতে লাগিল ॥
কি করি উপায় কিছু ভাবিয়ে নাপাই।
তুসনের কর আমি কেমনে পাঠাই ॥

কে হেন সুহৃদ আছে কে তথা যাইবে।
নির্ব্বিঘ্নে এদায়ে মম উদ্ধারি আসিবে ॥
হোরমুজ ভূপতিরে ভাবিত দেখিয়ে।
সবিনয়ে কহে তারে ভাব কি লাগিয়ে ॥
আমি যাব রুমদেশে লয়ে রাজকর।
বচনে করিব তুষ্ট তাহার অন্তর ॥
তাহা না শুনিয়ে ভূপ যদি রণ চায়।
করিব সমর ঘোর ভাবনা কি তায় ॥
শুনি কুমারের বাণী হরিষ রাজন।
স্নেহাবেশে কহে তারে করিয়ে চুম্বন ॥
কি আর কহিব বাপু যে গুণ তোমার।
শত যুগে শুধিতে নারিব ঋণ তার ॥
এই রূপে দুইজনে কথোপকথন।
হেন কালে দিবাগত নিশা আগমন ॥
গগনেতে পূর্ণ শশী হেরি রসময়।
প্রেয়সীর ভবনেতে হলেন উদয় ॥

হোরমুজের গোলবানুর নিকটে বিদায় প্রার্থনা।

ধরি প্রিয়াকর, কহে গুণাকর,
সুধামুখী মোরে বিদায় কর।
কাল নৃপাদেশে, যাব রুম দেশে,
রুমাধিপতিকে দিতে হে কর ॥

বিদায় বচন, করিয়ে শ্রবণ,
বিধুমুখী ধনী কহেন দুখে।
কি কহিলে প্রাণ, বজ্রের সমান,
তীক্ষ্ণ বাক্য বাণ হানিলে বুকে॥
করিয়ে কেমন, এহেন বচন,
ওহে প্রাণ ধন কহিলে মোরে।
ওহে গুণরাশি, তব এই দাসী,
বাঁধা চিরদিন আত্মার ডোরে॥
শরের সমান, পুরুষের প্রাণ,
জানি জানি আমি সুখনিধান।
কার্য্যের লাগিয়ে, ধনুকে বসিয়ে,
কার্য্য উদ্ধারিয়ে করে প্রস্থান॥
ধিক নারীগণে, এ পুরুষ সনে,
মজিয়ে ভজিয়ে বিকায় প্রাণ।
নাহি ভাবে আগে, প্রেম অনুরাগে,
শেষে কি হবে হে গুণ নিধান॥
কি দোষ তোমার, সকলি আমার,
কপালের দোষ হে গুণরাশি।
জানিলে আগেতে, তোমার প্রেমেতে,
কি জন্যে মজিবে বল এ দাসী॥
পুরাণ বচন, করেছি শ্রবণ,
ব্রজের অবলা রমণী গণে।

বিচ্ছেদ বিকারে, বধি গোপীকারে,
হরি গিয়ে রৈল মধুভুবনে ॥
বিরহ বিকার, ব্রজগোপিকার,
দেখি কৃষ্ণ মধুপুরেতে যায়।
শ্রীচরণ ধরি, সাধেন সুন্দরী,
তবু নাহি এল সে শ্যাম রায় ॥

হোরমুজের রুমদেশে গমন।

অতএব গুণমণি কি আর কহিব।
যেওনা এ কথা আর বলিতে নারিব ॥
যাত্রা কালে অমঙ্গল করা শাস্ত্র নয়।
থাক বা কেমনে বলি ওহে রসময় ॥
থাক বাণী বলিলে প্রভুতা মোর হয়।
অতএব কি আর বলিব গুণময় ॥
ভিক্ষামাত্র তব পদে এই নিবেদন।
ফিরে এস প্রাণনাথ থাকিতে যৌবন ॥
দেখ যেন দুঃখিনীরে মনে থাকে প্রাণ।
তোমার আশার আশে রহিল এ প্রাণ ॥
এতবলি বিনোদিনী সজল নয়নে।
বিদায় করিল ধনী প্রাণের রতনে ॥
প্রেয়সীর নিকটে বিদায় হয় রায়।
হেন কালে শশধর অস্তাচলে যায় ॥

নৃপতির সন্নিধানে করিল গমন।
হোমুজে হেরিয়ে ভূপ প্রফুল্ল বদন॥
বহুবিধ লোক জন সঙ্গে দিয়ে রায়।
কর সহ হোমুজেরে রুমেতে পাঠায়॥
চলিলেন বীরবর লয়ে রাজকর।
কত দেশ নদনদী এড়ায় বিস্তর॥
অবশেষে রুম নগরেতে উত্তরিল।
সুলতানের কর এল ভূপতি শুনিল॥
দুই দণ্ড বেলা আছে এমন সময়।
হোরমুজ রাজপুরে হইল উদয়॥
রাজদরবারে নতি করি গুণাকর।
সম্মুখে রাজার রাখে সুলতানের কর॥
হোমুজের রূপ দেখি সভাসদগণ।
এক দৃষ্টে সকলেতে করে নিরীক্ষণ॥
সবে কয় হেন রূপ কে কোথা দেখেছে।
বুঝি মার পুনর্ব্বার জনম লয়েছে॥
হোমুজের রূপ ভূপ দেখিয়া চক্ষেতে।
হৃদয় হইল পূর্ণ বাৎসল্য রসেতে॥
স্নেহ রসে পরিপূর্ণ হয়ে নরপতি।
মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসেন হোমুজের প্রতি॥

হোরমুজের সহিত রুমাধিপতির প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধ।

মহারাজ। কোন্ দেশ হতে তব হল আগমন।
হোরমুজ। এলাম খুজান হতে শুন গো রাজন॥
মহারাজ। শীঘ্র করি বল দেখি তোমার কি নাম।
হোরমুজ। হোরমুজ মম নাম শুন গুণধাম॥
মহারাজ। তুসনের কর আনিয়াছ মহামতি।
হোরমুজ। তুসনের কর আনিয়াছি নরপতি।
মহারাজ। কি হেতু আনিলে তাহে মনুষ্য কত।
হোরমুজ। কি করিব বাদ্ধা বাধ্য হইল দিতে॥
মহারাজ। কার সহ হল রণ কহ না আমাতে।
হোরমুজ। মহারাজ ঈরানের ভূপতি সহিতে॥
মহারাজ। কি হেতু তাহার সহ হল ঘোর রণ।
হোরমুজ। খুজানের ভূপতির তনয়া কারণ॥
মহারাজ। কভু না লইব নাম তুসনের কর।
হোরমুজ। কিছু দিন পরে পুন পাবে গুণধর॥

হোরমুজের রুমদেশে অবস্থিতি।

হোরমুজের বাণী শুনি কৌছর রাজন।
মৃদুস্বরে কহে বাণী পীযুষ যেমন॥

শুন শুন যুবরাজ বচন আমার।
সমুদয় কর বিনা নাহি পাবে পার।
কিন্তু তব মুখশশী করি নিরীক্ষণ।
অন্তরে অপত্য স্নেহ হল উদ্দীপন॥
অতএব যুবরাজ থাক মম বাসে।
যদবধি সমুদয় কর নাহি আসে॥
এত বলি ভৃত্যবর্গে আদেশিলা রায়।
সমাদরে যুববরে লইতে বাসায়॥
রাজআজ্ঞা ভৃত্যগণ পাইয়া তখন।
যুবরাজে লয়ে তারা করিল গমন॥
মনোহর বাস দিল করিতে বিশ্রাম।
খাদ্য দ্রব্য বিবিধমত কত কব নাম॥
ভোজন করিয়া ধীর হরিষ অন্তরে।
সুখে নিদ্রা যায় রায় পালঙ্ক উপরে॥
এই রূপে রুমদেশে রহিল কুমার।
প্রত্যহ প্রত্যুষে যায় নিকটে রাজার॥
মহাসুখে বঞ্চে কাল দুঃখ নাহি পায়।
নরপতি পুত্রসম স্নেহ করে তায়॥
সর্ব্বদা নিকটে রাখে করিয়ে যতন।
নিরন্তর হেরে রায় সে চন্দ্র বদন॥
নিরন্তর সে সুরূপ করে নিরীক্ষণ।
পলাকে পলক হয় ---

রজনী বর্ণন ও স্বপ্নে হোরমুজের গোলবান্নু দর্শন।

আইল যামিনী মধু, উদয় যামিনী বঁধু,
সঙ্গে লয়ে দ্বিজগণ সুখদ গগনে।
তাহে হিরা যত তারা, কিবা শোভা করে তারা,
হেরি শোভা হয় সারা বিরহিনীগণে ॥
চন্দ্রাতপ মাঝে তার, মরি কিবা চমৎকার
আহামরি সে শোভার কি দিব উপমা।
এসুখ যামিনী যোগে, আছে তারা সুখভোগে,
যার কোলে আছে প্রাণপ্রিয়া মনোরমা।
কোন নারী পতি আশে, এই আসে এই আসে,
এই ভেবে আছে অভিসারিকা হইয়ে।
কোন নারী বাস সজ্জা, করি নিজ বাস সজ্জা,
প্রাণপতি আশে আছে ভূমেতে বসিয়ে ॥
প্রোষিৎ-ভর্ত্তৃকা নারী, দুখ নিবারিতে নারি,
কান্দে প্রাণ পরবাসি পতির বিরহে।
আঁখিভাষে বারিধারে, শশী যেন আসি ধারে,
দেহে মারে তবু ধনী ফুকুরে না কহে ॥
কোন উৎকণ্ঠিতা রামা, পতি ব্যাজে হয়ে কামা
লুটায় ধরায় ধনী হয়ে স্থূলে ভুল।
ডাকে পিক অলিকুল, হৃদে যেন ফোটে শুল,
অনুকূল তাঁর পক্ষে হয় প্রতিকূল ॥

জাগে রাতি কোন সতী, ভোরে ঘরে এল পতি,
অন্য সম্ভোগের রতি চিহ্ন দরশিয়ে।
কলহান্তরিতা ভাবে, নাথে ভাবে নাথাভাবে,
সুধামুখী বিরহের প্রভাব ভাবিয়ে॥
যুবরাজ নিশাযোগে, নিদ্রাযোগে সুখভোগে,
যেন যাগে কুতুহলে মনোজের যাগে।
হৃদয় নিকুঞ্জবনে, অভিসার যেন মনে,
প্রিয়া ধনে গোপনে সে নিদ্রাপথ ভাগে॥
এমতি সে মহামতি, স্বপ্নদুতি আসি তথি,
নিদ্রাযোগে নায়কের নায়িকা দেখায়।
মহিনীর প্রেমমোহে, মোহনের মনমহে,
মনমথে মনমথ গলে যেন যায়॥
সিওরে দাড়ায়ে সতী, কহে ওহে প্রাণপতি,
কি কঠিন প্রাণ ধন তোমার জীবন।
কি ভাব ভাবিয়ে মনে, তেজিলে অধিনীজনে,
বল বল বল ওহে রমণী রমন॥
তব প্রেমে গুণাধার, সঁপেছিনু প্রাণামার,
গুণমণি তব প্রাণ জানিয়ে সরল।
এখন জানিনু ইহা, মোরে তব নাহি ঈহা,
শুদ্ধ তব মনে নাথ ছলনা গরল॥
এইরূপে গুণবতী, কহে সকাতরে অতি,
নিশাযোগে [illegible]

শুনি তাহা রসরায়, করি মুখে হায় হায়,
নিদ্রা তেজি উঠে বসে ঘূর্ণিত লোচনে ॥

হোরমুজের বিলাপ।

শয্যপরি বসি রায় ভাবিনীর ভাবে।
অধোমুখে ভাবে কত বিরহ প্রভাবে ॥
ভাবিতে ভাবিতে আসি বিরহ অনল।
প্রজ্বলিত হইল দ্বিগুণ করি বল ॥
শয্যাপরিহরি রায় উঠিয়ে তখন।
চারিদিগে প্রেয়সীরে করে অন্বেষণ ॥
প্রিয়ারে না পেয়ে তবে নবীনরাজন।
হায় হায় করি শেষে করেন রোদন ॥
বলে কোথা গেলে প্রিয়ে দরশন দিয়ে।
বিচ্ছেদের শেল মম হৃদয়ে হানিয়ে ॥
আহা প্রাণ বিধুমুখি গেলেছে কোথায়।
দগ্ধ হল প্রাণ মন বিরহ জ্বালায় ॥
শশিসম মুখশশী না হেরি নয়ন।
যে অসুখে আছে তাহা না হয় বর্ণন ॥
এইরূপে গুণাকর প্রেয়সী অভাবে।
বিরহ প্রলাপে রায় কত মত ভাবে ॥
সুস্থির না হয় প্রাণ জ্বলিছে সর্ব্বদা।
ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথা রহিলে প্রমোদা ॥

ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন।
ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান পেয়ে করেন রোদন।
ক্ষণে ক্ষণে কহে কোথা গেলে প্রাণ প্রিয়ে।
চপলার ন্যায় মোরে দরশন দিয়ে॥
এই হেরিলাম তব সুধাংশু বদন।
আঁখি মেলি নাহি হেরি এ আর কেমন।
এই যে সিওরে মম ছিলে রসবতি।
ইতিমধ্যে কোথা গেলে কহনা যুবতি।
কি দোষ পাইয়া মম সুধামুখি প্রাণ।
আমার নিকট হতে করিলে প্রস্থান॥
হায় হায় প্রাণ যায় তোমার বিরহে।
জর জর হল তনু যাতনা না সহে॥
এইরূপে গুণাকর ভাবিতেছে বসি।
হেনকালে নিশাসহ অস্তগেল শশী॥
প্রকাশি প্রখর কর দেব দিবাকর।
সুউদিত কর জালে ব্যাপি চরাচর॥
হেনকালে গুণময় হোমুজ সুধীর।
প্রিয়া শোকে দুনয়নে বহে শোকনীর॥
পাগলের প্রায় রায় করি গাত্রোত্থান।
উপনীত হইলেন নৃপ সন্নিধান॥
বিনয়ে ভুপেরে কহে হোমুর্জ সুমতি।

খজানে মাইব

বহুদিন আসিয়াছি ওগো মহাশয় ।
হইয়াছে মন প্রাণ চঞ্চলাতিশয় ॥
আমি না যাইলে তথা না আসিবে কর ।
নিবেদন করিলাম ওহে দণ্ডধর ॥
হোমুজের বচন শুনিয়ে নররায় ।
সুমধুর স্বরে ভূপ কহেন তাহায় ॥
শুন শুন যুবরাজ আমার বচন ।
করে আর আমার নাহিক প্রয়োজন ।
যাইতে না দিব আর খুজাস্তান নগর ।
এইদেশে মন সুখে থাক গুণাকর ॥
তব মুখশশী হেরি অন্তরে আমার ।
অপত্যের স্নেহ রস হয়েছে সঞ্চার ॥
অতএব বাপধন কি কহিব আর ।
এসুখ সম্পদ বাপু সকলি তোমার ॥
গৃহে নাহি পুত্রধন ভাবি চিরকাল ।
অদ্যহোতে যুবরাজ হও মহিপাল ॥
সংসারের সার ধন নাহি পুত্রধন ।
জনক বলিয়া ডাক যুড়াক জীবন ॥
ভূপতির বাণী শুনি ভাবেন কুমার ।
কি সুখে রহিব পেয়ে ভুচ্ছরাজ্য ভার ॥
কোথায় রহিল সেই প্রেয়সী আমার ।
সে ধন বিহনে মম সকলি অসার ॥

ইরান নগরে গোলবানুর সখীর প্রতি উক্তি।

এখানে কামিনী, দিবস যামিনী,
নাথ বিনে তার সমান জ্ঞান।
সদা মনে মনে, ভাবে প্রিয়ধনে,
সহিতে নাপারি বিরহবাণ॥
কহে ওহে নাথ, পিরীতে ব্যাঘাত
করিয়া কোথায় গেলে হে চলে।
তোমার বিহনে, বিরহ দহনে,
এতরুণী সদা জ্বলে হে জ্বলে॥
জ্বালা নিবারিতে, নাপারে বারিতে,
মলয়জ রসে জ্বলে দ্বিগুণ।
তাহে পিককুল, করে প্রাণাকুল,
মলয়া অনিল যেন আগুণ॥
দারুণ মদন, জ্বালায় জীবন,
বাঁচিবে বালার প্রাণ কেমনে।
ওহে প্রাণ পতি, তেজিলে যুবতী,
কি ভাবেতে বঁধু করি কি মনে॥
ও সখি ও সখি, প্রাণে হল একি,
প্রিয়ের দারুণ বিরহবাণে।
ওগো সুলোচনা, করি কি বলনা,
কেমনে ললনা বাঁচিবে প্রাণে॥

যদি প্রাণ যায়, প্রেমের জ্বালায়,
তবু আর প্রাণ নাদিব পরে ।
পরত আপন, না হয় কখন,
তবে কেন মন চাহেলো পরে ॥
এনব যৌবন, সুঁপিনু যখন,
সঙ্গিনী সরল ভাবিয়ে তায় ।
এবে সে সরল, হইল গরল,
কপালের দোষে হায়রে হায় ॥
শুনি সখীগণ, কহেন তখন,
আধ আধ মৃদুমধু বচনে ।
শুন লো মহিলে, বিরহ না হিলে,
জানিবে প্রেমের গুণ কেমনে ॥
তোমার প্রাণেশ, গিয়েছে বিদেশ,
সময় হইলে ফিরে আসিবে ।
করিয়ে মিলন, তুষিবে লো মন,
মনের বেদন সব নাশিবে ॥

হোরমুজের বিরহে গোলবানুর অবস্থা বর্ণন

সঙ্গিনীর বাণী শুনি কহেন সুন্দরী ।
যা কহিলে সব সত্য বটে সহচরি ॥
কিন্তু এবিরহ বিষে পরান বাঁচেনা ।
জর জর হল তনু যাতনা সহেনা ॥

হায় হায় প্রাণনাথ কঠিন কেমন।
ছল করি অবলার দহিলে জীবন॥
কে জানে কঠিন এত পুরুষের মন।
তা হলে কি সঁপি তারে জীবন যৌবন॥
ভাবিতে ভাবিতে ধনী ভাবিয়ে আকাশ।
ধরাতলে পড়িলেন ঘনবহে শ্বাস॥
কতক্ষণে জ্ঞান পেয়ে উঠি রসবতী।
বলে সখি কোথা মম প্রাণ প্রিয় পতি।
কোথায় সে গুণমণি রূপের সাগর।
কোথায় সে প্রিয়তম প্রাণের ঈশ্বর॥
বলিতে বলিতে আসি বিরহ অনল।
প্রজ্জ্বলিত হইল দ্বিগুণ করি বল॥
শ্রীমুখ মণ্ডল ক্রমে বিরস হইল।
মন বন অবিলম্বে দহিতে লাগিল॥
যে মুখের শোভা ছিল জিনি পদ্মফুল।
মধু ভ্রমে যাহাতে আসিত অলিকুল॥
সে মুখ হইল শুষ্ক বিরহ প্রভাবে।
কাতরে সুমুখী কত ভাবে নাথাভাবে॥
নিরাধারা কমল নয়নে বহে জল।
নাথের বিরহ বিষে পরান বিকল॥
হেনকালে অস্তাচলে গেল দিনমণি।
তিমির বসনপরি আইল রজনী॥

সুউদয় সুধাকর সুধার আধার।
বেষ্টিত তারকাদল কি শোভা তাহার॥
হেরি ধনী পূর্ণ শশী সুখদ গগণে।
সঙ্গিনীর প্রতি কহে সজল নয়নে॥

গোলবানু চন্দ্রমণ্ডল দেখিয়া বিরহ বিভ্রমে সখীর প্রতি কহিতেছে সখীও প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে উভয়ের প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধে এই কবিতা।

গোলবানু। একি দেখি নিশিযোগে দেব দিবাকর
সহচরী। সে কি ধনী ও যে রজনীর প্রিয়বর॥
গোল। তবে কেন সহচরী দেহ মম দহে।
সহ। কি কহিব ভ্রম তব হয়েছে বিরহে॥
গোল। ওগো সখী অঙ্গে একি করিলে লেপন।
সহ। জাননা কি বিনোদিনি সুগন্ধ চন্দন॥
গোল। তবে কেন সহচরি দেহ মম দহে।
সহ। কি কহিব ভ্রম তব হয়েছে বিরহে॥
গোল। কণ্টক সদৃশ অঙ্গে কি ফোটে আমার।
সহ। জাননা কি সুবদনি স্বর্ণ অলঙ্কার॥
গোল। তবে কেন সহচরি দেহ মম দহে।
সহ। কি কহিব ভ্রম তব হয়েছে বিরহে॥

গোলবানু। কাহার বিরহে মম দেহ দহিতেছে।
সহচরী। পতির বিরহ তব প্রবল হয়েছে॥
গোল। কোথায় সে প্রাণ পতি বলনা এখন।
সহ। কর লয়ে রুমদেশে করেছে গমন॥

গোলবানুর বিরহ।

সঙ্গিনীর মুখে শুনি এতেক বচন।
অন্তর হইল তার বিরহ বেদন॥
বলে সই কই মোর প্রাণের রতন।
সে বিনে কেমনে প্রাণ করিগো ধারণ॥
জ্বলিতেছে বিরহ অনলে সর্ব্বকায়।
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিষম জ্বালায়॥
হায় হায় যায় প্রাণ তাহার বিরহে।
জর জর হল তনু যাতনা না সহে॥
প্রাণ স্থির নহে মম বিরহ বিকারে।
জনমের মত আমি হারায়েছি তাঁরে॥
আর কি পাইব আমি সে প্রাণ রতন।
আর কি বিরহ জ্বালা হবে নিবারণ॥
আর কি এমন ভাগ্য হইবে আমার।
প্রাণ প্রিয় পতি সহ করিব বিহার॥
এইরূপে রাজবালা পতির বিরহে।
ধরিতে নাপারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে॥

বিষম বিরহ বিষে দেহ জালাতন।
ভাবি ভাবি কালি হল সোনার বরণ ॥
এরূপে কামিনী বিষাদিনী সর্ব্বক্ষণ।
এখানে হোমুর্জে লয়ে শুন বিবরণ ॥

রুমদেশে হোরমুজের রাজ্যাভিষেক।

ভূপতির প্রিয় অতি হইল কুমার ॥
উভয়ে একত্রে করে শয়ন আহার।
তিল অর্দ্ধ নরপতি না ছাড়েন তায় ॥
পুত্রসম সর্ব্বদা নিকটে রাখে রায়।
এক দিন যুবরাজ হোমুর্জ সুজন।
প্রমানন্দে রাজ পথে করিছে ভ্রমণ ॥
হেনকালে রুমাধিপতির নারীগণ।
অট্টালিকা পরে সবে করিল গমন ॥
ভূপের কনিষ্ঠ রাণী হোমুর্জ জননী।
রাজপথে হোমুর্জেরে দেখিল সে ধনী ॥
নিরক্ষি সে চন্দ্রমুখ অন্তরে তাহার।
অমনি অপত্য স্নেহ হইল সঞ্চার ॥
পয়োধর পয় আর ধরিতে নারিল।
পুত্র স্নেহে উথলিয়ে পড়িতে লাগিল ॥
এক দৃষ্টে হোমুর্জেরে করি নিরীক্ষণ।
বুঝিলেন নিশ্চয় এ আমার নন্দন ॥

আমার নন্দন যদি না হয় এ জন।
তা হলে কি পুত্র স্নেহ হয় উদ্দীপন॥
চন্দ্র মুখ হেরে হল শীতল জীবন।
পর পুত্র দেখি কেন হইবে এমন॥
অপত্যের স্নেহ রস প্রবল হইল।
সপত্নীগণের প্রতি কহিতে লাগিল॥
ওই দেখ ভগ্নীগণ তনয় আমার।
রাজপথে অপরূপ করিছে বিহার॥
এত শুনি যত রাণী কহেন তখন।
হেন অপরূপ কথা কহ কি কারণ॥
জ্ঞান হারাইলে দেখি পরের নন্দনে।
তনয় বলহ পরে বলনা কেমনে॥
এত শুনি বিনোদিনী কহেন তখন।
যা বল তা বল কিন্তু আমার নন্দন॥
এত বলি রাজ-রাণী ত্বরিত গমনে।
উপনীত হইলেন ভূপতি সদনে॥

রাজ্ঞীর প্রতি রাজার প্রশ্ন।

এস এস গুণবতি, কি হেতু ত্বরিত গতি,
কোন প্রয়োজন হেতু আইলে হেথায় হে।

সমাচার বল বল, কেন আঁখি ছল ছল,
মনোগত ভাব তব বুঝা নাহি যায় হে॥
নয়নে বহিছে ধারা, এ আর কেমন ধারা,
প্রকাশিয়ে সুধামুখি বলনা আমায় হে॥

রাজ্ঞীর উত্তর প্রদান ও হোরমুজের রাজ্যাভিষেক।

বিনয়ে কহেন রাণী শুনহ রাজন।
পেয়েছ আনন্দ যারে বলিয়ে নন্দন॥
সেতো অন্য পর নহে আমার তনয়।
মিথ্যা নাহি কহি নাথ জানিহ নিশ্চয়॥
শুনিয়ে ভূপতি কহে একি কথা প্রিয়ে।
কহ কহ ইহার বৃত্তান্ত বিস্তারিয়ে॥
শুনিয়ে মহিষী কহে আহা কি আজ।
সমুদয় ভুলিয়াছ ওহে মহারাজ॥
গৃহে নাহি পুত্র-ধন সদা দহে মন।
তাই গিয়াছিলে নাথ তাপস সদন॥
দয়া করি মুনিবর পুত্র বর দিল।
সেই বরে অধীনীর গর্ভ সঞ্চারিল॥
গর্ভবতী আমারে করিয়ে নিরীক্ষণ।
ঈর্ষায় সপত্নীগণ দহে অনুক্ষণ॥

কত চেষ্টা করিল করিতে গর্ভপাত।
কিন্তু মোরে সদয় ছিলেন জগন্নাথ॥
নির্বিঘ্নে প্রসব আমি করিনু নন্দন।
দেখিয়ে সপত্নীগণ বিষাদিত মন॥
হোর্মুজ রাখিয়ে নাম ধাত্রীসহ শেষ।
সপত্নীর দ্বেষ ভয়ে পাঠাই বিদেশ॥
কোথায় পালন হল না জানি কারণ।
চিরদিন পরে আজি পেলাম নন্দন॥
শুনি নরপতি অতি সুখেতে মজিল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব মনেতে পড়িল॥
তখন ভূপতি অতি হয়ে হরষিত।
হোর্মুজেরে ডাকাইয়ে আনিল ত্বরিত॥
রাজা-রাণী হোর্মুজের দেখিয়ে বদন।
স্নেহাবেশে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন॥
ক্রোড়ে করি নরপতি চুম্বিয়ে বদন।
জানাইল সমুদয় পূর্ব্ব বিবরণ॥
নন্দনে পাইয়ে ভূপ আনন্দে মজিল।
শুভক্ষণে সিংহাসন প্রদান করিল॥
যুবরাজে যৌবরাজ্য করি সমর্পণ।
অবসর হইলেন কৌছর রাজন॥
দেশে দেশে মহারাজ করেন প্রচার।
ক্রমেতে হইল রাজা হোর্মুজ কুমার॥

ভুপতির আনন্দের সীমা নাহি আর।
পুত্রের কল্যাণে ধন বিলায় অপার॥
সিংহাসন পেয়ে তবে হোর্মুজ কুমার।
প্রজার পালন করে করি সুবিচার॥
সত্য ধর্ম্মে রাজ্য সদা করেন পালন।
কিন্তু প্রেয়সীর লাগি মন উচাটন॥
সর্ব্বদা বিরস মন পরাণ অস্থির।
ভাবিনীর ভাব ভাবি চক্ষে বহে নীর॥
রাজ্য সুখ তুচ্ছ ভাবে প্রেয়সী অভাবে।
কেবল বিরলে বসি সেই রূপ ভাবে॥
বিরহেতে ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন।
সহিতে না পারে আর বিরহ বেদন॥
প্রিয়া বিনে স্থির হবে পরাণ কেমনে।
প্রেয়সীর ভাব সদা ভাবে মনে মনে॥
এইরূপে গত হয় কতেক অয়ন।
প্রিয়ার বিরহানলে দহে অনুক্ষণ॥
এক দিন যুবরাজ সহিত স্বগণ।
করিছেন ইষ্টালাপে দিবস যাপন॥
হেন কালে পত্র লয়ে দূত এক জন।
ইরান হইতে আসি দিল দরশন॥
রাজ ব্যবহারে নতি করি নরবরে।
পত্র সমর্পণ করে অতি সমাদরে॥

পত্র পেয়ে অমনি খুলিল রসময়।
কবি কহে শীঘ্র পাঠ কর মহাশয়॥

হোরমুজের গোলবানুর পত্র পাঠ।

ওহে রসময়, উচিত এ নয়,
অবলা বালায় দিতে হে দুখ।
বিরহে বিরহে, জীবন কি রহে,
বিদরিয়ে যায় আমার বুক॥
কি কহিব প্রাণ, এ পাপ পরাণ,
রাখা দায় মোর হল হে অতি।
তব প্রেমানল, হইয়ে প্রবল,
সদা দহে কত সহে যুবতী॥
তুমিত সুজন, নহ কদাচন,
কি কঠিন প্রাণ তোমার প্রাণ।
দুঃখ পারাবারে, ফেলিয়ে বালারে,
হানিলে দারুণ বিরহ বাণ।
যদি প্রাণ যায়, খেদ নাহি তায়,
এই দুঃখ মনে হয় হে নাথ।
না পূরিতে সাধ, ঘটিল বিষাদ,
সুখের পিরীতে হল ব্যাঘাত॥
ওহে গুণাধার, পেয়ে রাজ্য ভার,
অধীনীরে আর না কর মনে।

এখানে সর্ব্বদা, জ্বলে হে প্রমদা,
ওহে প্রাণনাথ তোমা বিহনে ॥
ওহে রসরায়, ত্যজিয়ে আমায়,
সে রূম দেশেতে করিলে গতি।
কিছু দিন পরে, খুজান নগরে,
রণবেশে এল ইরান পতি ॥
করিয়ে সমর, লুটিল নগর,
পিতা মম কোথা পলায়ে গেল।
ধরিয়ে আমায়, সে ইরান রায়,
আপনার দেশে লইয়ে এল ॥
ওহে চিতগামি, তদবধি আমি,
ইরান নগরে করি হে বাস।
কোথা গেল মাতা, কোথা গেল ভ্রাতা,
কোথা গেল পিতা ভাবি নৈরাশ ॥
সদা প্রাণ মন, করিছে দহন,
বুঝিবা ত্বরায় হয় নিধন।
কি কব তোমায়, বাঁচাও ত্বরায়,
আসিয়ে বালায় ও প্রাণ ধন ॥
যদি হে এবার, ওহে গুণাধার,
বাঁচাও বিরহ বিষেতে মোরে।
অধিক কি কব, চিরদিন তব,
বদ্ধ রব নাথ আজ্ঞার ডোরে ॥

গোলবাঙ্গুর পত্র পাঠে হোরমুজের আক্ষেপ।

প্রেমময় পত্র রায় পড়িয়ে তখন।
জ্বলিয়ে উঠিল আরো বিরহ দহন॥
বলে আহা প্রাণপ্রিয়ে তোমারে ত্যজিয়ে।
কি সুখে হয়েছি রাজা এদেশে আসিয়ে॥
আর কি হইব সুখী সে রূপ হেরিয়ে।
আর কি শীতল হব মিলন করিয়ে॥
আর কি প্রণয় রসে যাব রে গলিয়ে।
আজি প্রাণ যায় তার এদশা শুনিয়ে॥
এই রূপে রসরায় পাগলের প্রায়।
ভাবিনীর ভাবে আঁখিনীরে ভেসে যায়।
ভাবিতে ভাবিতে হল ক্রোধের উদয়।
ক্রোধভরে মন্ত্রি প্রতি কহে রসময়॥
এখনি করিব যাত্রা ইরান নগরে।
দেখিব ইরান পতি কত বল ধরে॥
নির্লজ্জ তাহার সম নাহি ত্রিভুবনে।
একবার মম সহ হেরেছিল রণে॥
পলাইয়ে রাখিয়াছে আপন জীবন।
এবার নিশ্চয় তার ঘটিল মরণ॥
বলিতে বলিতে মহা ক্রোধে মহীপাল।
দুই চক্ষু ঘোরে যেন কালান্তের কাল॥

করে ধরি শরাসন দম্ভ করি অতি।
মহাক্রোধে গর্জ্জিয়ে উঠিল মহীপতি॥
সৈন্যগণে সাজিবারে করিল আদেশ।
আইল বিস্তর সৈন্য করি রণবেশ॥
নিজবেশ ভূষা রায় করিয়ে যতনে।
চলিলেন মহাবীর অশ্ব আরোহণে॥
নানা মত বাদ্য বাজে কে করে গণন।
সৈন্যগণ পদরজে ঢাকিল গগণ॥
মহারথি যায় সব রথ আরোহণে।
যার রণে পায় ত্রাস সুরাসুর গণে॥
চলিল বিস্তর সৈন্য কে করে গণন।
ভারত সমরে যেন কুরু সেনাগণ॥
দিক দশ সৈন্য কোলাহলেতে পুরিল।
কত দিনে ইরান নগরে উত্তরিল॥
হেন কালে অস্তাচলে চলে দিনকর।
সমুদিত সুধাকর সুধার আকর॥
পথ শ্রান্তে ক্লান্ত ছিল সবার শরীর।
শয়ন করিল তথা যত মহাবীর॥

—— ——

হোরমুজের মৃগয়ার্থ বনগমন ও গোল-
বাম্নর বিরহে আক্ষেপ।

পরদিন প্রাতে উঠি হোর্মুজ রাজন।
নিত্য নিয়মিত ক্রিয়া কৈল সমাপন॥
নিকটে দেখিয়ে রায় সুরম্য কানন।
মৃগয়া করিতে তাঁর হইল মনন॥
কতগুলি সৈন্য সঙ্গে লইয়ে কুমার।
নিবিড় অরণ্যে করিলেন অভিসার॥
অতি ভয়ানক সেই নিবিড় কানন।
বৃক্ষের ছায়ায় ঢাকে রবির কিরণ॥
বন্যপশু পালে পালে চরিছে সে বনে।
দেখিলে কাহার নাহি ভয় হয় মনে॥
সেই বনে যুবরাজ সহ সৈন্যগণ।
মৃগ অন্বেষণ করি করেন ভ্রমণ॥
হেনকালে এক মৃগ দেখি নরপতি।
বায়ুবেগে ধেয়ে চলিলেন তার প্রতি॥
প্রাণ ভয়ে সে কুরঙ্গ করে পলায়ন।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধায় নৃপতি নন্দন॥
বহু কষ্টে কুরঙ্গেরে ধরিতে নারিল।
ক্রমে ক্রমে দূর বনে আসি উত্তরিল॥
অদৃষ্ট ক্রমেতে মৃগ হল অদর্শন।
তৃষ্ণায় কাতর অতি হইল রাজন॥

প্রখর রবির কর তাহে দ্বিপ্রহর।
তৃষ্ণায় মলিন মুখ কম্পে কলেবর॥
জীবন কারণ হল কাতর জীবন।
জীবন রাখিতে তত্ত্ব করেন জীবন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা নবীন রাজন।
অপূর্ব্ব ভূধর এক করিল দর্শন॥
নানা পক্ষী কলরব করিছে তথায়।
এই স্থানে জল আছে ভাবিলেন রায়॥
ধীরে ধীরে গিরিপরে উঠি রসরায়।
সুরম্য উদ্যান এক দেখেন তথায়॥
মনোহর সে উদ্যান অতি শোভাকর।
চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পবন মধ্যে সরোবর॥
নিরমল নীর তাহে করে ঢল ঢল।
ফুটিয়ে রয়েছে কত অমল কমল॥
বুঝি কোন নায়িকার প্রেমেতে মজিয়ে।
সলিল হয়েছে স্মর ভাবেতে গলিয়ে॥
নীর দেখি যুবরাজ সরোবরে যান।
জীবন করিয়ে পান দেহে প্রাণ পান॥
নীরে নিরীক্ষণ করি কমলের শোভা।
জাগিয়ে উঠিল মনে প্রিয়া মনোলোভা॥
বিরহ অনল ছিল হইয়ে প্রবল।
দহিতে লাগিল আরো প্রকাশিয়ে বল॥

অধৈর্য্য হইয়ে ধীর না পারি সহিতে।
অচেতন হইয়ে পড়িল অবনিতে॥
কতক্ষণে রসরাজ পাইয়ে চেতন।
হায় হায় করি শেষে করেন রোদন॥
কহে ওহে প্রাণপ্রিয়ে রহিলে কোথায়।
বিরহ অনলে মম দহে সদা কায়॥
একবার দরশন দেহ রসবতি।
দহিছে জীবন মে দারুণ রতিপতি॥
কে বলে হয়েছে ভস্ম সেই রতিপতি।
একথা কথার কথা অসঙ্গত অতি॥
কি আর কহিব প্রাণ বিরহে তোমার।
জর জর হল তনু নাহি সহে আর॥
এইরূপে গুণাধার প্রিয়ার অভাবে।
ধরিতে না পারে প্রাণ অস্থির বিভাবে॥
শশীর সমান মুখ হইল মলিন।
বিরহ প্রভাবে ক্রমে তনু হল ক্ষীণ॥
নিরাধারা নীরজ নয়নে বহে জল।
প্রিয়ার বিরহ বিষে পরাণ বিকল॥
হেন কালে উদয় হইল সুধাকর।
সুধার সমান যার সুশীতল কর॥
সুধাকরে নিরীক্ষণ করিয়ে কুমার।
অন্তরে প্রবল হল বিরহ বিকার॥

শিরে কর দিয়ে রায় বসিয়ে ভূমিতে।
প্রিয়ার মোহন মূর্ত্তি লাগিল ভাবিতে ॥
পথ শ্রান্তে ক্লান্ত অতি ছিলেন রাজন।
নিদ্রা আসি নেত্র সহ করিল মিলন ॥
অমনি ঢলিয়ে পড়িলেন রসরায়।
অকাতরে তরু তলে সুখে নিদ্রা যায় ॥

উদ্যান হইতে দৈত্য কর্ত্তৃক হোর-মুজকে হরণ।

গগণে হইল যবে অর্দ্ধেক রজনী।
নিদ্রায় অবশ উপবনে গুণমণি ॥
হেনকালে এক দৈত্য আইল তথায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার দেখে ভয় পায় ॥
অঙ্গার পর্ব্বত যিনি অঙ্গের বরণ।
দুই চক্ষু রাঙ্গা যেন উষার তপন ॥
দেখিল যুবক এক পরম সুন্দর।
ভূমিতলে পড়ে আছে নিদ্রায় কাতর ॥
ধীরে ধীরে তার কাছে করিয়ে গমন।
দৃঢ় করি হস্ত পদ করিল বন্ধন ॥
যাতনায় চেতন পাইয়ে রসময়।

মনে মনে ভাবে ধীর করি কি এখন
অস্ত্র শস্ত্র হীন তাতে হয়েছি বন্ধন ॥
দেখি দুষ্ট কিবা করে লইয়ে আমায়।
এত ভাবি নিঃশব্দেতে রহিলেন রায় ॥
পরে দুষ্ট দৈত্য কোলে লইয়ে কুমারে।
উপনীত হল শীঘ্র আপন আগারে ॥
আলয়ের এক দিকে ছিল কারাগার।
তথায় কুমারে লয়ে রাখে দুরাচার ॥
আর দুই জন বন্দি আছিল তথায়।
হেরি তাহাদের জিজ্ঞাসেন নররায় ॥
ওহে পুরুষ দ্বয় হেথা কি কারণ।
বোধ করি মম সম তোমরা দুজন ॥
কিবা নাম কোথা ধাম কাহার তনয়।
বিশেষিয়ে আমারে বলহ পরিচয় ॥

হুরমুজের নিকট চীন-দেশের দুই চিত্র-
করের পরিচয় প্রদান।

আমাদের পরিচয় শুন মহামতি।
চীন-দেশে ফিরোজ নামেতে নরপতি ॥
রূপ শুনি খুজান পতির তনয়ার।
অন্তরে জন্মিল তাঁর বিরহ বিকার ॥

লোক মুখে রূপ শুনি হলেন পাগল।
সে মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করেন কেবল॥
রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়ে রাজন।
সুন্দরীর রূপ ভাবে হয়ে এক মন॥
দর্শন করিতে তারে চাহেন ভূপতি।
কি রূপে দেখাই তারে সে যে কুলবতী॥
তিন মত দরশন আছে পৃথ্বীপরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র করে॥
সে ধনীর রূপ চিত্র করিবার তরে।
এলাম আমরা দোঁহে খুজান নগরে॥
খুজান নগরে আসি করি নিরীক্ষণ।
হয়েছে খুজান যেন নিবিড় কানন॥
লোক জন নাহি তথা নাহি রাজ বাস।
বন্য জন্তু আসি সব করিয়াছে বাস॥
নাহিক নগর তথা সব বন ময়।
হেরিয়ে হইল মনে ভয়ের উদয়॥
হেন কালে এক জন কৃষকে দেখিয়ে।
জিজ্ঞাসা করিনু তারে বিনয় করিয়ে॥
সে কহিল কি আর কহিব মহাশয়।
ইরান ভূপতি দেশ করেছেন জয়॥
ইরান ভূপের রণে খুজান রাজন।
প্রাণ ভয়ে কোথা গেল করি পলায়ন॥

ভূপতি পলালো যদি কে রাখিবে আর।
সাহস বাড়িল অতি ইরান রাজার॥
লুটিল সকল দেশ প্রকাশিয়ে বল।
প্রবেশিল অবশেষে অন্দর মহল॥
খুজান পতির এক আছিল নন্দিনী।
ত্রিলোক জিনিয়ে রূপ কামের কামিনী॥
মোহিত হইল দেখি তাহার সুরূপ।
তারে লয়ে নিজ দেশে চলিলেন ভূপ॥
তদবধি খুজান হয়েছে বনময়।
কি আর কহিব দুঃখে বিদরে হৃদয়॥
শুনি কৃষকের মুখে এরূপ বচন।
করিলাম মনোদুঃখে ইরানে গমন॥
সে খানে যাইয়ে শুনিলাম সমাচার।
সে ধনীর জন্মিয়াছে বিরহ বিকার॥
রুমের পতির পুত্র হোমুজ সুমতি।
তার প্রেমে ব্রতী হইয়াছে সে যুবতী॥
ইরান পতিরে তার নাহি কিছু মন।
পীড়িতা হয়েছে রাণী জানেন রাজন॥
চিকিৎসক গণে করেছেন নিয়োজন।
তথাপি তাহার পীড়া নহে নিবারণ॥
বিরহ প্রাভাবে ধনী হয়েছে মলিন।
ভাবিছে প্রিয়ের রূপ বসি নিশি দিন॥

ঝর ঝর ঝরিতেছে কমলা নয়ন
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা ভাবে আছে অনুক্ষণ॥
শশীর সমান মুখ হয়েছে বিবর্ণ।
বিষম বিরহ বিষে শরীর অবর্ণ॥
তথাপি সে রূপ কত কব একাননে।
ইরান করেছে আলো রূপের কিরণে॥
সে মোহন মূর্ত্তি চিত্র করিয়ে যতনে।
স্বদেশে এলাম দোঁহে সত্বর গমনে॥
আনিতে আসিতে পথে রজনী হইল।
পথ শ্রান্তে নিদ্রা আসি নেত্রে আকর্ষিল
না জানি কখন এই দৈত্য দুরাচার।
হরিয়ে লইয়ে এল আপন আগার॥
তদবধি বন্দি হেথা আছি দুই জনে।
পরে বিধি মিলাইল তোমা হেন ধনে॥

হোরমুজের গোলবানুর দুর্দ্দশা শ্রবণে
আক্ষেপ।

শুনিয়ে প্রিয়ার দশা কুমার সুধীর।
ঝর ঝর দুনয়নে বহে শোক নীর॥
বলে ওরে দারুণ নিদয় পিতামহ।
বালার পরাণে দিলি যাতনা দুঃসহ॥

রূপবতী রাজকন্যা ধন্যা ত্রিভুবনে।
দহিছে তাহার প্রাণ বিরহ দহনে॥
ওরে বিধি হইতো ঘটালি এ বিষাদ।
নতুবা হইবে কেন প্রমোদে প্রমাদ॥
সে ধনী ললিত অতি নবনী নিন্দিত।
তারে হেন দুঃখ দিলি কি দোষ পাইয়ে।
পল হারা আমা বিনে সে প্রাণ রতন।
কত কাল অসুখে কাল করিছে যাপন।
তিল আধ না দেখিলে যেই হয় সারা।
আহা বহু দিন মোরে হয়েছে সে হারা॥
আমা বই নাহি জানে সে নব ললনা।
আহা আমি সে জনেরে করেছি ছলনা॥
কি কাজ হইল মম খুজালাদিপতি।
তাই হারালাম প্রাণপ্রিয়া গুণবতী॥
কি আর কহিব আমি দারুণ বিধিরে।
আগে দিয়ে সুখ দুঃখ দেয় রে অচিরে॥
দিন কত দিয়ে সুখ অবশেষ পুন।
একেবারে জ্বেলে দিল কপালে আগুন॥
এই কি দারুণ বিধি বিধিরে তোমার।
বিষম যন্ত্রণা দিলি প্রিয়ারে আমার॥
সে দেহ কোমল অতি যাতনা কি সয়।
তার দুঃখে প্রাণ কাঁদে বিদরে হৃদয়॥

আহা প্রাণ বিধুমুখি রহিলে কোথায়।
তব অদর্শনে প্রাণ বুঝি ত্যজে কায়॥
হায় হায় প্রাণ যায় তোমার বিরহে।
দুঃসহ বিরহানল আর নাহি সহে॥
আসি দ্বিজরাজ মুখি দেখ একবার।
কি দশা হইল প্রাণপতির তোমার॥
কি ক্ষণে এলাম আমি মৃগ অন্বেষণে।
আসি রহিলাম বন্দি দৈত্যের ভবনে॥
কবে বা এ দুঃখ হতে হইব মোচন।
কবে যাব তব পাশে যুড়াতে জীবন॥
কবে তব বিধুমুখ দেখিবে নয়ন।
কবে এ বিরহ জ্বালা হবে নিবারণ॥
কবে বা মিলন সুধা করিব হে পান।
কবে সুশীতল হবে তাপিত পরাণ॥
কবে তব প্রেম ঋণে হইব উদ্ধার।
কবে একত্রেতে পুন করিব বিহার॥
বলিতে বলিতে ধীর ভাবিয়ে আকাশ।
ধরাতলে পড়িলেন ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস॥
ক্ষণ পরে যুবরাজ পাইয়ে চেতন।
প্রেয়সীর ভাব ভাবি করেন রোদন॥
হেরি হোর্ম্মুজের ভাব কহে চিত্রকর।
কেন যুবরাজ এত হইলে কাতর॥

সে ধনীর বার্ত্তা শুনি করিছ রোদন।
সত্য করি কহ তুমি কাহার নন্দন॥
শুনি চিত্রকর বাণী কহে গুণাকর।
আমার দুঃখের কথা কহিতে বিস্তর॥
হোর্মুজ আমার নাম রুমেতে বসতি
আমার বিরহে সকাতর সে যুবতী॥
কোথা চিত্রপট মোরে করহ অর্পণ।
সে মোহন মূর্ত্তি হেরি যুড়াই জীবন
জ্বলিতেছে বিরহ অনলে সর্ব্বকায়।
শান্ত কর চিত্রপট দেখায়ে আমায়॥
শুনি কুমারের বাণী চিত্রকর কয়।
তুমি যদি সে রুমাধি-পতির তনয়॥
এই লহ যুবরাজ চিত্রপট তার।
হেরিয়ে শীতল কর জীবন তোমার॥

গোলবানুর চিত্রপট দর্শনে
হোরমুজের খেদ।

প্রিয়ার মোহন মূর্ত্তি পাইয়ে তখন।
বক্ষঃস্থলে রাখিলেন যুড়াতে জীবন॥
হাত বাড়াইয়ে যেন পেলেন আকাশ।
কিছু দুঃখ ভার তাঁর হইল বিনাশ॥

কভু প্রেমা বশে মুখে করেন চুম্বন ।
কভু স্থির নেত্রে রূপ করে দরশন ॥
অনন্তর বিরহ প্রভাবে বলময় ।
চিত্রপট লক্ষ করি বিনয়েতে কয় ॥
কি করিব প্রেয়সি হে বিরহে তোমার ।
বুঝি প্রাণ অবসান হয় হে আমার ॥
প্রতিকূল পিককুল না মানে বারণ ।
কুহুরবে সদা মম জ্বালায় জীবন ॥
নিদয় সে পঞ্চশর শরে প্রাণ দয় ।
ভ্রমরের গুণ গুণ প্রাণে নাহি সয় ॥
এইরূপে গুণমণি বিরহে প্রিয়ার ।
ধরিতে না পারে প্রাণ কাঁদে অনিবার ॥
মলিন হইল ক্রমে সুধাংশু বদন ।
বুঝ লোক বিরহের প্রভাব কেমন ॥

ইরান নগরে গোলবানুর খেদ ।

যুবতী এখানে, থাকিয়ে ইরানে,
সদা সহে প্রাণে, বিরহ জ্বালা ।
দহে স্মরশর, সর্ব্বদা অধর,
বিনে প্রাণেশ্বর, মরে বা বালা ॥
কহেন সুন্দরী, ওগো সহচরি,
উপায় কি করি, বলনা সবে ।

পোড়া প্রেমদায়, বিষম জ্বালায়,
বল অবলায়, কতই সবে ॥
নিদারুণ পিক, জ্বালায় অধিক,
ধিক ধিক ধিক, ধিক লোকান্‌।
মলয় পবন, সলিল চন্দন,
কণ্টক যেমন, ফোটে গো গায় ॥
ও প্রাণ সজনি, বিনে গুণমণি,
কেমনে রমণী, বাঁচিবে বল।
সেই প্রাণকান্ত, অথবা কৃতান্ত,
লইলে একান্ত, হই শীতল ॥
আহা মরি মরি, এরূপে সুন্দরী,
দিবা বিভাবরী, দুঃখেতে দহে।
বিরস বদন, ঝরে দুনয়ন,
বিনে প্রিয়জন, কতই সহে ॥

গোলবানুর বিরহ।

এই রূপে বিধুমুখী বিরহে দহিয়ে।
কপালে কঙ্কণ হানে রোদন করিয়ে ॥
বলে সখি পাপ প্রাণ আর নাহি রহে।
দুঃসহ বিরহানল কত প্রাণে সহে ॥
হায় হায় প্রাণনাথ কোথায় রহিলে।
বিচ্ছেদ অনলে মোরে দহিলে দহিলে ॥

কোথা গেল মাতা পিতা ভ্রাতাদি স্বজন
কোথায় রহিল মম প্রাণের রতন॥
রহিলাম বন্দি হয়ে ইরান নগরে।
ওগো সখি কেমনেতে পাব প্রাণেশ্বরে
আর প্রাণে কাজ নাই ওগো সহচরি।
বিষ এনে দাও তাই পান করে মরি॥
জ্বলিতেছে বিচ্ছেদ অনলে সর্ব্বকায়।
হল প্রাণ ওষ্ঠাগত বিষম জ্বালায়॥
যখন তোমার সহ ছিল হে মিলন।
সে সময় অনুগত আছিল মদন॥
করে করে সঁপিতাম রস রঙ্গ কর।
পেয়ে কর রতিপতি হরিষ অন্তর॥
বিরহিণী অনাথিনী পাইয়ে এখন।
সদা দহে প্রাণ মন না মানে বারণ॥
মদনের অনুচর সে কাল বিহঙ্গ।
কুহুস্বরে জর জর করে মম অঙ্গ॥
আরে রে মদন তুই অতি দুরাচার।
নিকটে নাহিক পতি কি কহিব আর॥
যেমন আমারে তুমি করিছ দহন।
জন্মান্তরে আমি তোর দহিব জীবন॥
তীব্র তপ করি হরলোচন হইয়ে।
নিবারিব মনোদুঃখ তোমারে বধিয়ে॥

ব্যাধ হয়ে কোকিলেরে করিব বন্ধন
তবে মম মনোদুঃখ হবে নিবারণ॥

গোলবান্থর খেদ।

এই রূপে বিনোদিনী করেন রোদন।
নদীর সমান হল যুগল নয়ন॥
বলে আহা প্রাণনাথ দেহ দরশন।
তোমার বিহনে নারি ধরিতে জীবন॥
তোমার প্রেয়সী আমি ওহে প্রাণপতি।
বলেছে লইতে চাহে ইরান ভূপতি॥
শীঘ্র এস প্রাণনাথ রাখিতে বালায়।
নতুবা এ পাপ প্রাণ রাখা নাহি যায়॥
হায় হায় গুণমণি এ অধীনী জনে।
ছলনা করিয়ে গেলে বলনা কেমনে॥
জীবন যৌবন মন লয়ে গুণাকর।
একেবারে অধীনীরে করিলে অন্তর॥
হায় হায় কি কঠিন জীবন আমার।
এখনো রয়েছে দেহে বিরহে তোমার॥
পূর্ব্বে তুমি তিল আধ হলে অদর্শন।
শত যুগ জ্ঞান হত আমার তখন॥
এখন সহিল প্রাণে বিরহ বেদন।
অধীনীরে এক বার দেহ দরশন॥

হায় হায় গুণমণি কি কহিব আর।
আর না সহিতে পারি বিরহ তোমার॥
বলেছিলে প্রাণনাথ প্রণয় বচনে।
কখন বিচ্ছেদ নাহি হবে তব সনে॥
তোমার কি দোষ নাথ মম কর্ম্ম ফলে।
দহিতেছে মনঃপ্রাণ বিরহ অনলে॥
বিধাতা নিদয় অতি সাধিলেন বাদ।
হইল প্রমোদে মম বিষম প্রমাদ॥
আর যদি না পাই সে প্রাণের রতনে।
তবে আর কিবা কাজ এ পাপ জীবনে॥
হায় হায় প্রাণনাথ রহিলে কোথায়।
একবার দেখা দেও অবলা বালায়॥
দংশিতেছে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গে সর্ব্বকায়।
বোধ হয় আজি মোর প্রাণ বুঝি যায়॥
যারে না হেরিলে হয় পলকে প্রলয়।
তার অদর্শন বাণ কেমনেতে সয়॥
হায় হায় প্রিয়তম গুণের সাগর।
কেমনে করিলে প্রেমাধীনীরে অন্তর॥
আর কি সে চন্দ্রমুখ না দেখিব আমি।
হায় হায় কোথায় রহিলে চিত্তগামি॥
হারে বিধি এই কিরে ছিল তব মনে।
বিচ্ছেদ করালি প্রাণ প্রিয়তম সনে॥

গোল-হুরমুজ

সে মোহন মূর্ত্তি বুঝি ওহে প্রাণনাথ।
আহা মরি এ অধীনী না হেরিবে আর।
কি আর কহিব আমি দারুণ বিধিরে।
সম্পদ ঘটায়ে দুঃখ দেয় ধীরে ধীরে॥

কাননে হোরমুজের সহিত গোলবান্নর বিহার।

এইরূপে প্রেমময়ী রাজার নন্দিনী।
প্রেমের বিরহে কাঁদে দিবস যামিনী॥
যেই রূপ নিরখিয়ে লাজে সৌদামিনী।
লুকায় মেঘের কোলে হইয়ে মানিনী॥
সে রূপ বিরূপ হল বিরহ প্রভাবে।
কাতরে সুমুখী কত ভাবে নাথাভাবে॥
যে মুখের শোভা ছিল জিনি পদ্মফুল।
মধু লোভে যাহাতে বসিত অলিকুল॥
বিরহে সে মুখ শশী হইল মলিন।
ভ্রমে মুখ পানে আর না চাহে অলিন॥
কমল নয়নে নীর বহে নিরন্তর।
মসী ময় হল প্রেমময় কলেবর॥

প্রেমাবেশে বিনোদিনী মুদিয়ে নয়ন।
ভাবেন প্রিয়েরে সঙ্গে হয়ে এক মন॥
বসাইয়ে প্রাণনাথে হৃদি পদ্মাসনে।
সে মোহন মূর্ত্তি ধনী দেখেন যতনে।
হৃদয়ের ধনে ধনী করি নিরীক্ষণ।
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগন॥
ঘুচে গেল অন্তরের যত দুঃখ ভার।
মানসে প্রিয়ের সঙ্গে করেন বিহার॥
হায় হায় বিধাতার বিধি চমৎকার।
ভেঙ্গে দিল অন্তরে তা প্রেম পুনর্বার॥
অকস্মাৎ সে রমণী মেলিলে নয়ন।
উদ্ভ্রান্ত চারি দিক করে অন্বেষণ॥
পুনর্ব্বার রসবতী মুদিয়ে নয়ন।
হৃদয়ের ধনে চান করিতে দর্শন॥
না হেরিয়ে প্রাণনাথে রূপসী তখন।
হাহাকার ধ্বনি করি হারান চেতন॥
অমনি লইয়ে কোলে সঙ্গিনী সকলে।
সুগন্ধি সলিল দেয় বদন কমলে॥
কতক্ষণ পরে ধনী পাইয়ে চেতন।
বলে সই কই মোর প্রাণের রতন॥
পরাণ ধরিতে নারি বিরহে তাহার।
বলনা সজনী দশা কি হবে আমার॥

গোল-হরস্ক।

গোলেবকাওলির বিলাপ।

ও রূপ কামিনী, বিরস বদনী,
করিছে রোদন হারায়ে পতি।
তাকে অনুক্ষণ, দহিছে জীবন,
উদ্দীপন বাণে সে রতিপতি।
বিধুর সমান, তাহার বয়ান
করি নিরীক্ষণ, চাতক গণ
সুধাকর জ্ঞানে, ভ্রমে তাহার পাশে
করিতে নয়ন সুধা সেবন॥
হেন মুখ শশী, ক্রমে হল মসী,
নাথের দারুণ বিরহ দায়।
চকোরী চকোর, দুঃখিত অন্তর,
মুখ পানে আর ফিরে না চায়॥
কাতর যুবতী, কহে সখী প্রতি,
বাঁধা নাহি যায় এপাপ প্রাণ।
ও প্রাণ সজনি, দিবস রজনী,
প্রাণনাথ বিনে সমান জ্ঞান॥
নয়নে জীবন, বহে অনুক্ষণ,
না মানে বারণ অন্তরে আর।
হায় হায় হায়, করি কি উপায়,
কেমনে নিবারি দারুণ মার॥

ত্যজিয়ে ছলনা, বলনা বলনা,
কেমনে ললনা বাঁচিবে প্রাণে।
গেল গেল প্রাণ, নাহি দেখি ত্রাণ,
কালকূট সম কামের বাণে॥
সেই রতিপতি, নিদারুণ অতি,
অবলারে দেয় দুঃখ অপার।
কেমন করিয়ে, ধৈরয ধরিয়ে,
এ নব যৌবনে রহিব আর॥

এইরূপে বিনোদিনী করেন রোদন।
প্রাণেশের প্রেম রসে হইয়ে মগন॥
বলে হায় আমার ঘটিল এ কি দায়।
প্রাণপ্রিয় পতি মম রহিল কোথায়॥
যাঁরে না হেরিলে হয় পলকে প্রলয়।
তাঁহার বিরহ জ্বালা প্রাণেতে কি সয়॥
হায় হায় প্রিয়তম গুণের সাগর।
কেমনে করিলে প্রেমাধীনীরে অন্তর॥
তোমা বই নাহি জানে এ নব ললনা।
তবে কেন এ দাসীরে করিলে ছলনা॥
আর কি সে বিধুমুখ না দেখিব আমি।
হায় হায় কোথায় রহিলে চিতগামি॥
শরদিন্দু বিনিন্দিত যে বিধু বদন।

গোলে-হরমুজ।

কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন।
ঈষদ গোঁপের রেখা কিবা চমৎকার।
হায় হায় এ অধীনী না হেরিবে আর॥
জিনিয়ে হরিদ্রা চাঁপা যে অঙ্গের শোভা।
বিদ্যুত সমান হাসি মম মনোলোভা॥
অমৃত সমান মধু বচন যাঁহার।
হায় হায় এ অধীনী শুনিবে কি আর॥

— —

হোরমুজের বিরহ।

এ খানে হোরমুজ থাকি দৈত্যের ভবনে।
দারুণ বিরহ সহ্য করেন জীবনে॥
কাতরে কহেন রায় রোদন করিয়ে।
আর কি তোমার দেখা পাব না হে প্রিয়ে॥
বিধুর সমান তব সুচারু বদন।
কমল সদৃশ তব যুগল নয়ন॥
চাচর চিকুর তব জিনি নব ঘন।
আর না হেরিবে তাহা আমার নয়ন॥
লাবণ্য ললিত অতি প্রেয়সি তোমার।
রতিপতি মনোলোভা অতি চমৎকার॥
কমল সমান তব সুকোমল কর।
বিদ্যুত সমান তব হাসি মনোহর॥

কমলের কলি জিনি পীন পয়োধর ;
অতি নিরমল প্রেমময় কলেবর ॥
দুঃখেতে বিদীর্ণ প্রাণ হয়েছে আমার ;
হেন অঙ্গ সঙ্গ প্রিয়ে না হবে কি আর ॥
তবে আর কিবা কাজ এ পাপ জীবনে ;
এখনি ত্যজিব প্রাণ জলধি জীবনে ॥
এত বলি হরমুজ করেন রোদন।
প্রেয়সীর প্রেমার্ণবে হইয়ে মগন ॥

হোরমুজের আক্ষেপ শ্রবণ পূর্ব্বক উদ্দেশে
গোলবাহুর প্রতি উক্তি।

নবীন নীরদ হল উদয় গগণে।
ময়ূর নাচিছে ওই প্রেয়সীর সনে ॥
ডালে বসি পিককুল করিতেছে গান।
গুন গুন রবে ভৃঙ্গ করে মধু পান ॥
সুধাকর স্নিগ্ধ কর করে বরিষণ।
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন ॥
কঠিন হৃদয় আমি পাষাণ যেমন।
তাই এ সকল মম হতেছে সহন ॥
অতি সুকুমারী তুমি প্রেয়সী আমার।
কোমল শরীরে একি সহিছে তোমার ॥

গোল-ইরজ্জ।

হায় হায় প্রিয়ে তব পেলে দরশন।
মিলন সলিলে তবে যুড়াই জীবন॥
নীল ইন্দীবর ভ্রমে নয়ন যুগল।
প্রফুল্ল কমল ভ্রমে বদন কমল॥
পয়োধর জ্ঞান করি কুসুমের কলি।
মধু আশে নিপীড়ন করে যদি অলি॥
অতিশয় শোভাকর মধুর অধর।
সুধা আশে আসে যদি চকোরী চকোর॥
বল দেখি বিধুমুখি কি হবে তখন।
কেমনে এদের তুমি করিবে বারণ॥
সে ভূপতি রতিপতি নিদারুণ অতি।
যার ফুলবাণে টলে যোগিদের মতি॥
যার বাণে ধৈর্য্য হীন দেব ত্রিপুরারি।
বিধাতা হলেন মুগ্ধ দেখিয়ে কুমারী॥
অব্যর্থ সন্ধান যার এ তিন ভুবনে।
তাহার আয়ুধ ধনী সহিছ কেমনে॥
কঠিন কেমন আমি পাষাণ হৃদয়।
তাই হে তোমারে আমি হয়েছি নিদয়॥
হায় বিধুমুখি তব পেয়ে দরশন।
নিবারি মনোজ বাণ করিয়ে মিলন॥

হোরমুজের বিরহোন্মত্তা ।

এইরূপে রসরাজ অভাবে প্রহার ।
নিরাধারা দুনয়নে বহে নীরধার ॥
বলে আহা প্রেয়সি হে তোমার বিরহে ।
জর জর হল তনু যাতনা না সহে ॥
রহিলাম বিপাকেতে দৈত্যের ভবনে ।
ক্রমে দেহ ক্ষীণ হল বিরহ বেদনে ॥
হায় হায় বিধুমুখি রহিলে কোথায় ।
তব অদর্শন বাণে মরি প্রাণ যায় ॥
যে প্রেম অমৃত বলি করিলাম পান ।
হেন প্রেম গেল কেন না গেল পরাণ ॥
আর কি তোমার দেখা পাইব হে প্রিয়ে ।
জুড়াও তাপিত প্রাণ দরশন দিয়ে ॥
হায় হায় কি কঠিন জীবন আমার ।
এখন দেহেতে আছে বিরহে তোমার ॥
আহা শশিমুখি আসি দেখ একবার ।
কি দশা হইল প্রাণপ্রিয়ের তোমার ॥
সুধাংশু বদনি তব সুধাংশু বদন ।
নীল ইন্দীবর সম যুগল নয়ন ॥
পক্ব বিম্ব জিনি ওষ্ঠ অতি মনোহর ।
শশি জ্ঞানে আসে কত চকরী চকর ॥

প্রফুল্ল কমল সম পীনপয়োধর ।
নাভিগর্ত্ত মনোলোভা অতি মনোহর ॥
প্রেমময় কলেবর অতি সুশোভন ।
অতি স্নিগ্ধকর তব প্রেম রতন ॥
অতি স্নিগ্ধকর তব মধুর বচন ।
প্রাণ স্নিগ্ধ কর তব প্রেম আলিঙ্গনে ॥
সমুদয় স্নিগ্ধ কর প্রেয়সি তোমার ।
কিন্তু এ বিরহ যেন বজ্রের আকার ॥

গোলবাহার বিরহ বিকার ।

দেখ প্রাণনাথ বিনে ধনী অহরহ ।
অন্তরে করেন সহ্য দারুণ বিরহ ॥
কহে ওহে নাথ দেখা দেহ একবার ।
আর না সহিতে পারি বিরহ তোমার ॥
তাহাতে আবার আসি ইরান রাজন ।
বাক্যবাণে দগ্ধ মোরে করে অনুক্ষণ ॥
এই ভয় রসময় হতেছে আমার ।
দুরন্ত নৃপতি পাছে করে বলাৎকার ॥
তাহলেই জীবনেতে ত্যজিব জীবন ।
আর না দেখিতে পাব ও বিধু বদন ॥

এত বলি বিনোদিনী করেন রোদন।
কুরঙ্গ নয়ন নীরে ভিজিল বসন॥
অলঙ্কার পরিহার করিয়ে সুন্দরী।
বসিল ভূমিতে বিধবার বেশ ধরি॥
প্রাণেশের ভাব মনে ভাবিতে ভাবিতে।
অচেতনে ঢলিয়ে পড়িল অবনীতে॥
দেখি সখীগণ সব নিকটে আসিয়ে।
সকাতরে ডাকে কর্ণমূলে মুখ দিয়ে॥
ওগো সখি প্রেমময়ি চাহ একবার।
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছে প্রাণেশ তোমার॥
তোমার এ ভাব বঁধু করি নিরীক্ষণ।
কত না অসুখে কাল করিছে যাপন॥
প্রাণেশের নাম শুনি মেলিয়ে নয়ন।
বলে সই কই মোর প্রাণের রতন॥
প্রাণনাথ বিনে আর কি কাজ জীবনে।
বাঁচেনা জীবন মম সে জন বিহনে।

গোলবাহুর অবস্থা বর্ণন।

এইরূপে বিনোদিনী, নিরন্তর বিষাদিনী,
শান্ত নহে কান্তের কারণ।
ত্যজে বেশ আভরণ, দিবানিশি অশ্রুজল
নীরধারে ভাসে দুনয়ন॥

ম্লান মুখ শতদল, কলেবরে নাহি বল,
বিবর্ণ হইল সুবরণ।
প্রসারিয়ে দুই বাহু, আসিয়ে বিরহ রাহু,
গরাসিল সে চন্দ্র বদন॥
আহা মরি হায় হায়, প্রেমদায় এ কি দায়,
পিরীতের মহিমা কেমন।
রসময়ী রাজ-কন্যা, রূপে গুণে ধরাধন্যা,
বুঝি যায় শমন সদন॥
পিরীতের গুণ যত, তাহা আমি কব কত,
যে বুঝেছে প্রেমিক সে জন।
করি পিরীতের আশ, অবলার সর্ব্বনাশ,
হায় হায় এ কি অলক্ষণ॥
বিরহে বিরহে আর, জীবন কি রহে তার,
সে ধনী অবলা বৈত নয়।
ঘটায়ে বিরহ জ্বালা, বধিলে অবলা বালা,
বিধির কি বিধি নিরদয়॥
শুকাইল বিধুমুখ, বিরহে বিদরে বুক,
যে অসুখ কহিব তা কত।
বিনে প্রাণ গুণাধার, যে দশা সে প্রেমদার,
লেখনী লিখিতে নারে তত॥

দৈত্যের এক পালিতা পুত্রী সহ হোরমুজের
কথোপকথন।

এরূপে যুবতী থাকি ইরান নগরে।
দারুণ বিরহ সহ্য করেন অন্তরে॥
এখানে হোর্ম্মুজে লয়ে শুন বিবরণ।
দৈত্য গৃহে যুবরাজ রহে অনুক্ষণ॥
সর্ব্বদা ভাবনা কিসে হইব উদ্ধার।
কবে বা দেখিব মুখ সে প্রাণ প্রিয়ার॥
সর্ব্বদা বিরস ছিল আধ সুখী নয়।
এইরূপে কিছুকাল বঞ্চে গুণময়॥
সে দৈত্যের ছিল এক পালিতা নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরী যেন কামের কামিনী॥
শরদের শশী যিনি সুচারু বদন।
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি নয়ন রঞ্জন॥
কে বলে সুন্দর বড় স্মর শরাসন।
সে ধনীর ভুরু ধনু স্মর বিমোহন॥
পৃষ্ঠেতে বিনোদ বেণী দোলে মনোহর।
ধরা হতে ধাইতেছে যেন বিষধর॥
কমল কলিকা সম যুগ্ম পয়োধর।
তদুপরি হারাবলি শোভে মনোহর॥
লাবণ্য ললিত অতি সুকোমল অঙ্গ।
রতি ছাড়ি রতিপতি বাঞ্ছে তার সঙ্গ॥

দৈবাৎ সে ধনী হেরি হোর্মুজের রূপ।
উথলিয়ে উঠিল অনঙ্গ রসকূপ ॥
অস্থির হইল প্রাণ না মানে বারণ।
সাবাস সাবাস তোরে সাবাস মদন ॥
লাজ ভয় পরিহরি মদন জ্বালায়।
আইল সুন্দরী যথা বসি রসরায় ॥
আঁখি ঠারি মৃদু ভাষে হোর্মুজের প্রতি
পিরীতি প্রসঙ্গে হাসি কহে রসবতী ॥
শুন ওহে যুবরাজ বচন আমার।
অতনু তাড়না সহ্য নাহি সহে আর ॥
যদুবংশ অবতংশ কামদেব ধীর।
যাহার বাণেতে সুরাসুর নহে স্থির ॥
এ তিন ভুবনে যার অব্যর্থ সন্ধান।
তার বাণে অবলার বাঁচে কি পরাণ ॥
অব্যর্থ সে ব্রহ্ম অস্ত্র মেরেছে আমায়।
মিলন বরুণ বাণে রক্ষ রসরায় ॥
তব রূপ রসকূপ করি নিরীক্ষণ।
ফিরিয়ে যাইতে গৃহে চলে না চরণ।
তব রূপে প্রাণ মন করিল হরণ।
ত্যজ না ত্যজ না অধীনীরে প্রিয়জন ॥

আমার এ দেহ রাজ্যে নরপতি মন।
পয়োধর আদি করি প্রজা যত গণ॥
সারধন মন যদি চাইল হরণ।
কি লইয়ে গৃহে তবে করিব গমন॥
মনো ভূপে ত্যজি যদি যাই বনময়।
দুর্দ্দান্ত হইবে দেহ রাজ্যে প্রজাচয়।
অরাজক হলে রাজ্য হবে ছার খার
রাখিতে কি সাধ্য হবে অবলা বালার॥
অতএব গুণমণি কি কহিব আর।
বিবেচনা করি এর কর প্রতিকার॥
শুনিয়ে কুমার কন সে কিবনোদিনি।
পরের ললনা তুমি তোমারে না চিনি॥
ছি ছি লাজে মরি ধনি কেমনে কহিলে।
এ পাপে নিস্তার নাই মনে না ভাবিলে॥
ধৈর্য্য ধর ধনি রাখ পতিব্রতা ধর্ম্ম।
জেনে শুনে কি কারণে কারবে অধর্ম্ম।
পতি ত্যজি ধনি যদি পরে প্রাণ দিবে।
অসার সংসার সিন্ধু কেমনে তরিবে॥
পতি-পদে রাখ মন সেবা কর তাঁর।
ইহা বিনে রমণীর ধর্ম্ম কিবা আর॥
যদি তুমি সার কর পতি প্রেম ধন।
তা হলে অনাসে পাবে নিত্য প্রেমধন॥

হোরমুজের প্রতি দৈত্য কুমারীর উক্তি

শুনিয়ে সুন্দরী কয়, শুন গুণ বদনায়,
দারুণ মনোজ বাণে মনঃ প্রাণ দহে হে।
বিনে প্রাণপ্রিয় কান্ত, কেমনে হইব শান্ত,
বালার সরল প্রাণে বল কত সহে হে।
দুষ্টমতি রতিপতি, অবলা বালার প্রতি,
অনুকূল নাহি হয় সর্ব্বদা নিদয় হে।
কৃপণতা পরিহরি, বালারে বিবাহ করি,
যদি নাশ দুঃখ রাশি তবে প্রাণ রয় হে।
শুন ওহে গুণধামি, অনূঢ়া বালিকা আমি,
তবে কেন করিবে হে অধর্ম্মের ভয় হে।
যৌবন সহিত মন, করিলাম সমর্পণ,
বিভা করি দুঃখ রাশি নাশ রসময় হে॥

হোরমুজের নিকট দৈত্য কুমারীর পরিচয় প্রদান।

পূর্ব্বে এই দেশে ছিল গৌহর নৃপতি।
তাঁহার তনয়া আমি শুন মহামতি॥
কোথা হতে আসি নিশাচর দুরাচার।
সবংশে করিল ধ্বংস জনকে আমার॥

শুক্ক মোরে রাখিয়াছে নাহি মারে প্রাণে।
তাহার মনের ভাব সেই মাত্র জানে॥
পরেছে যৌবন কাল হইল উদয়।
দারুণ মনোজ বাণ দিবা নিশি দয়॥
কি করিব বসে বসে ভাবি নিশি দিন।
মদন জ্বালায় ক্রমে তনু হল ক্ষীণ॥
ভাবিতাম গুণমণি মনে অনুক্ষণ।
বৃথায় হইল নষ্ট যৌবন সকল॥
অবলার দুঃখ দেখি মনোদুঃখে বিধি।
আনি মিলাইল মোরে তোমা হেন নিধি॥
অতএব বলি তোরে আর করনা ছলনা।
অনুকূল হয়ে মম পূরাও বাসনা॥

দৈত্য কুমারীর প্রতি হোরমুজের উক্তি ও হোরমুজ কর্ত্তৃক নিশাচর বধ।

আমার বচন শুন হে নব ললনা।
কেমনে পূরিবে তব মনের বাসনা॥
যদ্যপি বিবাহ আমি করি হে তোমায়।
হইলে দৈত্যের ক্রোধ কি হবে উপায়॥
শস্ত্র অস্ত্র নাহি মম আছি হে বন্ধনে।
নিশাচর পরাজয় রণে করিব কেমনে॥

যদি শরাসন দেহ আমারে আনিয়া।
নারকী বাসনা তব দৈত্যেরে বধিয়ে॥
শুনি বাণী বিনোদিনী হরিষ অন্তরে।
যুবরাজে ধনুর্ব্বাণ দিলেন আদরে॥
করে ধরি ধনুঃশর নবীন রাজন।
নিশাচর সন্নিধানে করিল গমন॥
রণবেশে রাজপুত্রে দর্শন করিয়ে।
মহা দস্যু নিশাচর উঠিল গর্জ্জিয়ে॥
দেখি হস্তে শরাসন লইয়ে কুমার।
তীক্ষ্ণ বাণ নিশাচরে করেন প্রহার॥
বাণেতে ব্যথিত অতি হয়ে নিশাচর।
ক্রোধে উপাড়িল এক দীর্ঘ তরুবর॥
নিষ্পত্র করিয়ে বৃক্ষ ঘুরায়ে মারিল।
অর্দ্ধ পথে যুব-রাজ কাটিয়ে ফেলিল॥
পুনর্ব্বার ক্রোধ ভরে দুষ্ট নিশাচর।
লইয়ে ভীষণ গদা ধাইল সত্বর॥
যুবরাজ ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়ে সন্ধান।
রাক্ষসের গদা কাটি করে খান খান॥
গদা কাটা গেল যদি লয়ে শরাসন।
কুমার উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দৈত্যের যতেক অস্ত্র হোমুর্জ সুজন।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শীঘ্র তাহা করেন ছেদন॥

আকর্ণ পুরিয়ে গুল হানে পঞ্চবাণ।
অর্দ্ধ পথে নিশাচর করে খান খান॥
দোঁহে দোহাকারে অস্ত্র ফিক্কে প্রাণপণে।
কেহ কারে নাহি পারে সমান দুজনে॥
বজ্রের প্রহারে যেন পড়ে ঝনঝনা।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র বৃষ্টি না যায় গণনা॥
ঘন ঘন করে দোঁহে হুহুঙ্কার শব্দ।
ভয়েতে কাননবাসী হইল নিস্তব্ধ॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করে নিবারণ।
জলধরগণে যেন উড়ায় পবন॥
এইরূপে দোঁহে যুদ্ধ হয় বহুক্ষণ।
পূর্ব্বে দেবাসুরে যেন করেছিল রণ॥
তবে ক্রোধে বীরবর হোমক্ক নন্দন।
ব্রহ্ম অস্ত্র শরাসনে করিল যোজন॥
আকর্ণ পুরিয়ে বাণ সরাসর ছাড়িল।
রাক্ষসের মাথা কাটি ভূমেতে পাড়িল॥
দৈত্যের নিধন দেখি রসবতী ধনী।
আনন্দ সাগর নীরে ডুবিল অমনি॥
ধরি সাগরের কর কুমারী তখন।
উদ্যানে প্রবেশ করে বিশ্রাম কারণ॥
ক্লান্ত ছিল রসরাজ রাক্ষসের রণে।
ক্রমেতে হইল শান্ত সমীর সেবনে॥

হোরমুজের সহিত কুমারীর সাক্ষাৎ
বিলাস।

দিবাকর অস্তাচলে করিল গমন।
উদয় হইল আসি রজনী-রমণ॥
প্রণয়িনী প্রিয়তমা যামিনীর সনে।
বার দিয়ে বসিলেন সুখদ গগনে॥
হেন কালে রসময় নবীন রাজন।
কামিনীর সহ করে উদ্যানে ভ্রমণ॥
প্রণয়ের গলে দিতে কুসুমের মালা।
নানা জাতি পুষ্প তোলে ভূপতির বালা॥
একে মধুমাস তাহে নবীন যৌবন।
তাতে সুধাকর করে কর বরিষণ॥
বৃক্ষে বসি পিক-কুল করিতেছে গান।
গুণ গুণ রবে ভৃঙ্গ করে মধুপান॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন।
রতি-সহ রতিপতি করিছে ভ্রমণ॥
ফুল-ধনু ফুল-বাণ করিছে সন্ধান।
সে বাণেতে বিরহীর বাঁচে কি পরাণ॥
এরূপ কানন তাহে যুবকের সঙ্গ॥
ব্যাকুল হইল বালা মাতিল অনঙ্গ॥
অবশ হইল অঙ্গ না চলে চরণ।
বিশেষ ব্যাকুল হল মিলন কারণ॥

অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ প্রবোধ না মানে।
কটাক্ষে সুমুখী মন চাহে বঁধু পানে॥
যুবতীর মন বুঝি অমনি ত্বরায়।
গান্ধর্ব বিধানে বিভা করে রসরায়॥

কুমারীর সহিত হোরমুজের বিহারোৎকণ্ঠা ও হোরমুজের প্রতি কুমারীর উক্তি।

কান্তি সাজ রসরাজ রমণীরে লইয়ে
বসিলেন শয্যাপরে শ্রীবদন চুম্বিয়ে॥
যুববর সুনাগর কটিবাস ধরিয়ে।
রতি-রণ করে মন ধীরে মৃদু মন্দ হাসিয়ে॥
প্রাণধন কর-পদ্ম কর পদ্মে ধরিয়ে।
কহিতে লাগিল ধনী সবিনয় করিয়ে॥
ক্ষমা কর রসরাজ অধীনীরে চাহিয়ে।
আজি নহে কালি হবে বাধা নাই বহিয়ে

কুমারীর প্রতি হোরমুজের উক্তি।

বিধুমুখি হেন কথা কেমনেতে কহিলে।
অনঙ্গে দহিছে অঙ্গ মনে নাহি ভাবিলে॥

এই যে বিহার হেতু সঙ্কেত তো করিলে
তবে কেন রূপসি হে লাজে পুন ডুবিছ

হোরমুজের প্রতি কুমারীর পুনোরুক্তি।

নবীনা রমণী আমি তাহে কুলবতী।
কভু নাহি জানি আমি কারে বলে রতি।
বিশেষত নবীন যৌবন প্রাণপতি।
কোমল কমল সম কমনীয় অতি॥
বল করা বিধি নয় হে রসনিধান।
প্রফুল্ল কমলে মধু কর মধুপান॥

কুমারীর সহিত হোরমুজের বিহার।

সুন্দরীর বাণী শুনি নাগর তখন।
প্রেমরস সাগরেতে হইল মগন॥
রূপসীর মুখ শশী করিতে চুম্বন।
সলজ্জায় বিধুমুখী ঢাকিল বদন॥
প্রেমাবেশে যুবরাজ চুম্বিয়ে বদনে।
করে পয়োধর ধরি মাতিল মদনে॥
মাতিল রূপসী ধনী আর নাহি লাজ।
সখারে লইয়ে সাধে গোপনীয় কাজ॥

সাঙ্গ হল রতি রঙ্গ বসিল উঠিয়ে।
রতিসহ রতিপতি যায় পলাইয়ে॥
রতান্তে পালঙ্কে বসি রমণী রমণ।
প্রেমাবেশে করে দোঁহে প্রেম আলাপন॥
এইরূপে গুণমণি লইয়ে কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া দিবস যামিনী॥
পাইয়ে মনের মত প্রাণ প্রিয়পতি।
সুখের পয়োধি নীরে ভাসিল যুবতী॥
তিল আধ নাহি ছাড়ে যুবকের সঙ্গ।
মনোসাধে বিধুমুখী নিবারে অনঙ্গ॥
এইরূপে ক্রমে বৎসরেক গত হয়।
গোলবানু হেতু বড় ক্ষুণ্ণ রসময়॥
হেমন্ত হইল অন্ত দেখিয়ে বসন্ত।
আইল অবনী পরে সহিত সামন্ত॥

বসন্ত বর্ণন।

আইল সুখের বসন্ত কাল।
বিরহীর পক্ষে হইয়ে কাল॥
মলয় অনিল বহিছে যত।
বিরহিণীগণে কাঁপিছে তত॥
হানিছে মদন কুসুম বাণ।
বিরহীর ভার বাঁচান প্রাণ॥

ডাকিছে কোকিল মধুর রবে।
কাঁদিছে বিরহী কত বা সবে॥
নিরখি গগনে নির্ম্মল ইন্দু।
উথলি উঠিছে প্রেমের সিন্ধু॥
বঁধু নাহি ঘরে হেরিয়ে আকুল।
নয়নের নীরে ভাসে দুকুল॥
উড়ু উড়ু সদা করিছে মন।
খসিয়ে পড়িছে কটি বসন॥
নবীন নীরদ ডাকে গগনে।
আতঙ্কে কাঁপিছে বিরহী গণে॥
ফুটিল কাননে বিবিধ ফুল।
সৌরভেতে প্রাণ করে আকুল॥
ফুটিল কমল ভানুর প্রিয়ে।
মধুলোভে অলি জুটিল গিয়ে॥
ভুবন পূরিল নবীন ভাবে।
সংযোগী মোহিল বিয়োগী ভাবে॥
সেনাগণ সব করিয়ে সাথ।
উদয় হইল রতির নাথ॥
সংযোগীর দাস সে রতিকান্ত।
বিয়োগীর প্রতি যেন কৃতান্ত॥
কুসুমের শর প্রহারি স্মর।
আদায় করিছে পূর্ব্বের কর॥

কোকিল ভ্রমর সহায় তার।
ফাঁকি দিতে সাধ্য নাহিক কার॥

বসন্তে ইরান নগরে সখীর প্রতি গোল
বান্নুর খেদোক্তি।

ওগো প্রাণ সহচরি, বল কিসে ধৈর্য্য ধরি,
বসন্তে মাতিল মন কিসে প্রাণ ধরিব।
নিকটে নাহিক কান্ত, কে করিবে প্রাণ শান্ত,
কামের কুসুম বাণে, কেমনে বা তরিব॥
কি করি উপায় বল, প্রবল বিরহানল,
বন্ধন দশায় আর কত কাল রহিব।
হায় খেদে প্রাণ যায়, কোথা গেল রসরায়,
যৌবনে মন্মথ জ্বালা কত আর সহিব।
উথলি উঠিছে মধু, নিকটে নাহিক বঁধু,
কে করিবে মধুপান দুঃখ কারে কহিব।
মদন হানিছে বাণ, আতঙ্কে কাঁপিছে প্রাণ,
এ সুখ বসন্তে সখি কার মুখ চাহিব।

গোলবান্নুর প্রতি সখীর উক্তি।

ধৈর্য্যধর ধনি আর করনা রোদন।
অতি শীঘ্র দুঃখ তব হইবে মোচন॥

দেখি তব ম্লান মুখ ফেটে যায় বুক
ত্বরায় বিনাশ হবে তব মনোদুখ।
প্রাণনাথ সমাচার পেয়েছে তোমার।
অতি শীঘ্র আসি তব করিবে উদ্ধার।
তোমার বিহনে সে কি সুখে আছে নাকি
কি করিবে বিধি বাম হইয়াছে আকি।
দৈবের এ কর্ম্ম সখি কেবে সব ধরে।
ধৈর্য্য ধর থাকি প্রেমপদে প্রাণেশ্বরে॥

সখার প্রতি গোলবাগের পুনরুক্তি।

না কাঁদলে সহচরি সকলি প্রমাণ।
কিন্তু প্রাণনাথ বিনে নাহি রহে প্রাণ॥
বলেতে লইতে চাহে ইরান ভূপতি।
হায় হায় কোথায় রহিল প্রাণপতি।
কোথা গেল মাতা পিতা ত্যজিয়ে আমারে।
হেন কেহ নাহি মম তত্ত্ব করিবারে॥
কি করি উপায় সখি বল না আমায়।
বিষম বিরহ আর সহা নাহি যায়॥
এত বলি বিধুমুখী করেন রোদন।
ভাসিল নয়ন নীরে অঙ্গের বসন॥

বসন্তে প্রেয়সী বিরহে হোরমুজের বিলাপ।

দৈত্য কুমারীর সঙ্গ হোর্ম্মুজ সুজন
প্রেমের সাগরে সদা ভাসে অনুক্ষণ॥
মদন বসন্তোদয় ভুবনে হেরিয়ে।
বিশেষ ব্যাকুল হল প্রেয়সী লাগিয়ে।
বলে হায় প্রেয়সীরে কেমনে পাইব।
বিষম বিরহানল কিসে নিবারিব॥
হায় হায় কি যন্ত্রণা প্রেয়সি আমার।
দেহে প্রাণ নাহি রহে বিরহে তোমার॥
এইরূপে রসরাজ করেন রোদন॥
দেখিয়ে কুমারী অতি বিষাদিত মন।
বিনয়ে কান্তের কর ধরি কহে ধনী।
কি হেতু রোদন কর ওহে গুণমণি॥
কি কারণে বিধুমুখ হইল মলিন।
কেন কেন শ্রীঅঙ্গের প্রভা হল হীন॥

হোরমুজের প্রতি কুমারীর উক্তি।

কি কহিব গুণবতী মনের বেদন।
উদয় হইল মনে প্রেয়সী বদন॥

বিশেষ বসন্তোদয় হেরিয়ে ভুবনে।
হয়েছি ব্যাকুল অতি। প্রেয়সী বিহনে॥
শুন দ্বিজরাজ-মুখি আমার বচন।
ইরান নগরে আমি করিব গমন॥
অতএব প্রেয়সি হে দেহ না বিদায়।
অতি শীঘ্র পুনরায় আসিব হেথায়॥

হোরমুজের প্রতি কুমারীর উক্তি।

হায় মরি কেমনে কহিলে রসরায়।
জীবন থাকিতে নারি দিতে হে বিদায়॥
তোমার অধীনী আমি ওহে প্রাণপতি।
একান্ত ও পাদপদ্মে সঁপিয়াছি রতি॥
তোমা বিনে অন্য নাহি জানি প্রাণধন।
সঁপিয়াছি শ্রীপদেতে জীবন যৌবন॥
ওহে কান্ত অধীনীরে ত্যজিয়ে এখন।
কি হেতু ইরানে যাবে বলনা কারণ॥

কুমারীর প্রতি হোরমুজের উক্তি।

রূপসীর শিরোমণি খুজান নন্দিনী।
আমার বিহনে ধনী সদা বিষাদিনী॥

ইরানাধিপতি তারে করিয়ে হরণ।
লুকায়ে রেখেছে লয়ে আপন ভবন॥
সে অবলা রমণীরে উদ্ধার কারণ।
ইরান নগরে আমি করিব গমন॥
অতএব সুধামুখি প্রফুল্ল বয়ানে।
অনুমতি দেহ মোরে যাইতে ইরানে॥

হরমুজের প্রতি কুমারীর
পুনরুক্তি।

কেমনে কহিলে সখা দারুণ বচন।
তোমারে বিদায় দিলে রবে কি জীবন॥
আমি ফণী তুমি মণি ওহে রসরায়।
মর্ম্ম জানে মম মম কি কব কথায়॥
হায় হায় প্রাণসখা কি কহিব আর।
তোমার অভাবে প্রাণ রবে না আমার॥
ভাবিয়ে ছিলাম নাথ সুজনের সহ।
প্রেম করি মনোসুখে রব অহরহ॥
সে সাধে বিবাদ মম ঘটাইল বিধি।
তাই বুঝি হারাই তোমা হেন গুণনিধি।
এত বলি নাগরের ধরিয়ে চরণ।
মনোদুঃখে বিনোদিনী করেন রোদন॥

কুমারীর প্রতি হোরমুজের পুনরুক্তি।

প্রেয়সীরে নিকেতনে, করি দরশন।
বিনয়েতে রসরাজ কহেন তখন ॥
ধৈর্য্য ধর ধনি রাখ মিনতি আমার।
অতি শীঘ্র এখানে আসিব পুনর্ব্বার ॥
অতিশয় নিরুদ্বেগে [illegible]।
ত্বরে করিব [illegible] ॥

হোরমুজের প্রতি কুমারীর পুনরুক্তি।

কি কথা কহিলে নাথ মনোদুঃখে মরি।
একান্ত কি অধীনীরে যাবে পরিহরি।
ভাল এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমায়।
এই কি প্রেমের ধর্ম্ম ওহে রসরায় ॥
রুপিয়াছ প্রেম বীজ না হতে অঙ্কুর।
কোথা যাবে রসরাজ হইয়ে নিষ্ঠুর ॥
একাকিনী কামিনীরে রাখিয়ে কাননে।
বল বল প্রাণনাথ যাইবে কেমনে ॥
নির্জ্জন প্রদেশ এই নিবিড় কানন।
সর্ব্বদা উন্মত্ত ভাবে ভ্রমে দৈত্যগণ ॥

কেমনে থাকিব আমি একাকি যুবতী।
দয়া মায়া তোমার কি নাহি প্রাণপতি ॥
মনঃপ্রাণ করিলাম [illegible] সমর্পণ।
যার করে সঁপিলাম এ নব যৌবন ॥
বন্ধ হইলাম যার প্রণয়ের ডোরে।
তার কি উচিত যেতে ত্যাগ করি মোরে ॥
অতএব প্রাণনাথ কি কহিব আর।
যাও না থাক বা নাথ, মনন তোমার ॥
পুনঃ পুনঃ করুণ বাণী করিয়ে শ্রবণ।
[illegible] হইয়ে [illegible] ॥

দৈত্যের ভবনে হোরমুজের সহিত
মন্ত্রীর মিলন।

এখানেতে মন্ত্রিবর হোর্ম্মুজে বিহনে।
কাননে কাননে খোজে লয়ে সৈন্যগণে ॥
কোন খানে হোর্ম্মুজের তত্ত্ব নাহি পায়।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে পাগলের প্রায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন্ত্রী নিবিড় কাননে।
সৈন্য সহ উপনীত দৈত্যের ভবনে ॥
নিরখিয়ে হোর্ম্মুজেরে সচিব তখন।
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগণ ॥

যতনে লইয়ে নাড়ে হোরমুজ সুজন
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে।
কহ যুবরাজ গিয়ে মৃগ অন্বেষণে।
এত দিন কোথা ছিলে কাহার ভবনে॥
হইয়ে তোমারে হারা হয়ে সৈন্যগণ।
তোমারে খুজিয়ে ফিরি কাননে কানন॥
[illegible] আজি মিলাইল তোমা হেন ধনে।
কহ যুবরাজ এত দিন ছিলে কেমনে॥
শুনিয়ে মন্ত্রীর বাণী নবীন রাজন।
পূর্ব্বাপর কহিলেন সব বিবরণ॥
নিরখিয়ে হোরমুজের বদন কমল।
ডুবিল সুখের নীরে সামন্ত সকল॥
সেনাগণ প্রেমানন্দে জয় ধ্বনি করে।
নানা বর্ণে বাদ্য বাজে সুমধুর স্বরে॥

গোলবান্থর প্রতি ইরান পতির সাধ্যসাধন।
ওহে দ্বিজরাজ-মুখি তুলিয়ে বদন।
একবার এ অধীনে কর দরশন॥
তব প্রণয়ের পথে আমার এ মন।
উন্মত্ত বারণ সম করিছে ভ্রমণ॥
মিলন অঙ্কুশাঘাত করি শীঘ্রগতি।
বারণ সদৃশ মনে শান্ত কর সতি॥

কেন হে রূপসি মনোতুঃখেতে মজিয়ে।
স্বর্ণ বর্ণ কর কালি ভাবিয়ে ভাবিয়ে॥
তাই বলি ধনি মোরে করিয়ে বরণ।
রাজ-রাণী হয়ে সুখে রহ অনুক্ষণ॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে পাবে জগণন আলি।
সকলের উপরে করিবে ঠাকুরালি॥
প্রধানা মহিষী যত আছে হে আমার।
দাসী ভাবে শ্রীচরণ সেবিবে তোমার॥
এ দাস রহিবে ক্রীত ও রাঙ্গা চরণে।
সুতাপ্ত তাপিত প্রাণ প্রেম আলিঙ্গনে॥
ধন জন বিভব এ রাজ্য অধিকার।
ওহে দ্বিজরাজমুখি সকলি তোমার॥

ইরান পতির প্রতি গোলবাহুর উক্তি।

কি কহিলে মহারাজ, শুনিয়ে হতেছে লাজ,
অন্যের রমণী আমি অন্য জনে বরিব।
যাঁহারে সঁপেছি মন, সেই মম প্রিয়জন,
তোমারে বরিতে হলে বিষপানে মরিব॥
হেথা হতে দূর হও, নহে স্থির ভাবে রও,
কুলটা নহি যে তব বাক্যে আমি ভুলিব।
নাহি চাহি রাজ্য ধন, যাঁহারে সঁপেছি মন,
পাইলে তাঁহার দেখা শান্ত তবে হইব॥

বিনে সেই প্রিয়জন, কে জানিবে মম মন,
আমার দুঃখের কথা কারে আর কহিব।
বিধি যদি দয়া করে, মিলায় সে প্রাণেশ্বরে,
তবেই হইব সুখী নহে প্রাণ ত্যজিব।

গোলবানুর প্রতি ইরান পতির
পুনরুক্তি।

প্রাণপ্রিয়ে আমি তব ধরি শ্রীচরণ।
নিবার মদনানল করিয়ে মিলন॥
এমন সাধের ধন যৌবন রতন।
বিফলেতে নষ্ট কেন কর অকারণ॥
পাইয়াছ সুধামুখি যৌবনের ভার।
যুবক বিহীন হলে সকলি অসার॥
কাণ্ডারী বিহনে যেন তুফানে তরণী।
সেরূপ যুবক বিনে যুবতী রমণী॥
অতএব বিধুমুখি সহাস্য বয়ানে।
একবার চেয়ে দেখ এ দিনের পানে॥

ইরান পতির প্রতি গোলবানুর
পুনরুক্তি।

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোমারে রাজন।
এখন দাঁড়ায়ে আছ আমার সদন॥

ভেবেছ কি হব আমি তোমার রমণী।
সে আশায় ছাই দাও ওহে নৃপমণি॥
সঁপিয়াছি যার করে জীবন যৌবন।
প্রেম ভরে যাঁহারে দিয়াছি আলিঙ্গন॥
সেই মম প্রাণপতি জগত সংসারে।
সে জন বিহনে আর নাহি চাই কারে॥
রাজ্যলোভ কিবা তুমি দেখাও আমায়
বারাঙ্গনা নহি আমি শুন নররায়॥
মম আশা ত্যাগ করি করহ গমন।
শৃগালে খেতে কি পারে সিংহের ভোজন॥
এ আশা তোমার ভূপ — মনের প্রায়।
তারে দেহ রাজ্য ধন যে তোমারে চায়॥
অতএব হেথা হতে করহ গমন।
পারনারী নহি আমি শুনহ রাজন॥

গোলবানুর বাক্যে ইরান পতির
মনোদুঃখ।

শুনি প্রমদার বাণী ইরান ভূপতি।
চলিলেন নিজালয়ে মনোদুঃখে অতি॥
আসি আপনার বাসে ইরান রাজন।
রূপসীর রূপ মনে করেন চিন্তন॥

নিদ্রাহার পরিত্যাগ করি নররায়।
রূপসীর রূপ ভাবি করে হায় হায়॥
রূপসীর রূপে মন হইল মগন।
কোন মতে আর তাহা না মানে বারণ॥
বলে হায় কামিনীরে কেমনে পাইব।
দারুণ মদনানল কিসে নিবারিব॥
কামিনী কঠিন অতি না চায় আমারে।
কেমনে বাঁচিব তবে বিরহ বিকারে॥
শুনেছি নারীর মন অত্যন্ত সরল।
সে কথা কথার কথা হইল কেবল॥
রূপের গৌরব মম গেল একেবারে।
নারিলাম বশীভূত করিতে বালারে॥
হায় হায় প্রাণ যায় মদন বিকারে।
কে করিবে পরিত্রাণ কহিব কাহারে॥
এত ভাবি মনোদুঃখে সেই নররায়।
দূতী এক পাঠাইল বুঝাতে বালায়॥

ইরান পতি কর্ত্তৃক গোলবানুর নিকটে দূতী প্রেরণ।

দূতী আসি হাসি হাসি যুবতীর পাশে।
সুমধুর স্বরে তারে বিনয়েতে ভাষে॥

কি কর বসিয়ে ধনি একাকি নির্জ্জনে।
নয়ন কমল কেন ভাসিছে জীবনে॥
আহা মরি শশী সম শ্রীমুখ তোমার।
কেন ধনি হইয়াছে মলিন আকার॥
কি অসুখে মনোদুখে হে নব ললনে।
রোদনে হরিছ কাল স্বরূপ বলনা॥
হে চন্দ্রবদনি ধনি মিনতি আমার।
বল বল মনে কি হয়েছে দুঃখ ভার॥
মলিন হয়েছে তব সোণার বরণ।
কেঁদে কেঁদে রক্তবর্ণ হয়েছে নয়ন॥
কি হেতু এমন হলে বলনা আমায়।
অবশ্য করিব আমি তাহার উপায়॥

দূতীর প্রতি গোলবানুর উক্তি।

কি কহিব ওগো দূতী মরম বেদন।
দুঃখিনী আমার সম নাহি কোন জন॥
বিরহে ভাসায়ে মোরে প্রাণেশ আমার।
রুমদেশে গেল ফিরে নাহি এল আর॥
তদবধি বন্দি আমি আছি গো এখানে।
এ সব সংবাদ প্রাণনাথ নাহি জানে॥
নাথের বিরহে সদা অন্তর জ্বলিছে।
তাহে ফুলবাণ ফুল বাণেতে দহিছে॥

দূতীর প্রতি গোলবানুর উত্তর।

ভজিব ইরাণ রাজে ত্যজি প্রাণকান্তে।
হায় হায় প্রাণ কেন না দহ কৃতান্তে॥
সেই মম প্রাণপতি জানি গো একান্তে।
সঁপিয়াছি প্রাণ মন তাঁর পদ প্রান্তে॥
আসিয়াছ বুঝি দূতি মম মন জান্তে।
সে বিনে অন্যেরে মন নাহি যায় ভ্রান্তে॥
কি কথা কহিলা দূতি দহে দিলে মর্ম্মে।
অন্য পতি রত হলে সহিবে কি ধর্ম্মে॥
যে ধর্ম্মে রমণী কুল মান্য ত্রিসংসারে।
সে ধর্ম্মে বঞ্চিত হতে বলহ আমারে॥
শাস্ত্রের বচন হেন শুনেছি শ্রবণে।
প্রাণপতি ত্যজি যদি ভজে অন্য জনে।
ইহ লোকে অপযশ ঘোষে অনিবার।
পরলোকে এই পাপে নাহিক নিস্তার॥
অতএব শুন দূতি আমার বচন।
সে আশার আশা ত্যজি করহ গমন॥
ভজিব ইরাণ রাজে ভেবেছ কি তাই।
দূর হও হেথা হতে তোর মুখে ছাই॥
পুনর্ব্বার হেন কথা যদি বল মোরে।
এখনি উচিত শাস্তি দিব আমি তোরে॥

দূতী মুখে গোলবানুর অসম্মতি শ্রবণে

ইরাণ পতির আক্ষেপ।

শুনিয়ে বালার বাণী দূতী মনোদুঃখে।
উপনীত হল নরপতির সম্মুখে॥
বিনয়ে ভূপের প্রতি করে নিবেদন।
যুবতী তোমারে নাহি চায় হে রাজন॥
বিনয় করিয়ে কত কহিলাম তায়।
তথাপি সে রসবতী না চায় তোমায়॥
করেছে সে বিধুমুখী ধনুর্ভঙ্গ পণ।
পণপতি বিনা নাহি চাহে অন্য জন॥
শুনিয়ে দূতীর মুখে এরূপ বচন।
বিমর্ষ হইল অতি ইরাণ রাজন॥
বলে দূতি কি কহিলে হায় হায় হায়।
সুধামুখী সে যুবতী না চাহে আমায়॥
কি করি উপায় দূতি বলনা এখন।
কেমনে তাহার সহ হইবে মিলন॥
দারুণ অনঙ্গে অঙ্গ করিছে দহন।
বিনে সে মিলন বারি নহে নিবারণ॥
ধিক্ ধিক্ রূপে আর গৌরবে আমার।
ভুলাতে নারিনু মন অবলা বালার॥
দূতী কহে মহারাজ কি কহিব আর।
তব লাগি লাভ মম হল তিরস্কার॥

কত কহিলাম আমি বুঝাইয়ে তায়।
শুনি কত কটূক্তি কহিল আমায়॥
অতএব তার আশা ছাড়ি নরবর।
ধৈর্য্য ধরি মনে [illegible] কর॥

দূতীর বচন, করিয়ে শ্রবণ,
ইরান রাজন, কাতরে কহে।
হায় হায় হায়, করি কি উপায়,
দারুণ বিরহ প্রাণে না সহে॥
কি ক্ষণে নয়ন, সে বিধু বদন,
হেরিল [illegible], আপনি মরি।
তদবধি মন, হল উচাটন,
নহে নিবারণ, বল কি করি॥
ও দূতি ললনা, করি কি ছলনা,
সে প্রাণ ললনা, হবে আমার।
সে ধনীর সনে, প্রেম আলাপনে,
বিরহ সাগরে হব কি পার॥
নিদয় যুবতী, হল মম প্রতি,
বিনা প্রাণপতি, না চায় কারে।
তবে কি করিয়ে, ধৈরয ধরিয়ে,
বাঁচিব বলনা মার বিকারে॥

হোরমুজের রণবেশে দৈত্যের ভবন
হইতে ইরান নগরে আগমন।
এখানেতে গুণময় হোর্মুজ সুধীর।
সবিনয়ে কহে কর ধরি প্রেয়সীর॥
সুধামুখি হাস্য মুখে করহ বিদায়।
সত্বরে আসিব পুন লইয়ে প্রিয়ায়॥
তোমার রক্ষার হেতু প্রাণাধিকে প্রিয়ে।
যাই আমি মন্ত্রিবরে এখানে রাখিয়ে॥
অতি শীঘ্র এখানে করিয়ে আগমন।
মিলন সলিলে তব স্নিগ্ধ সজীবন॥
শুনিয়ে পতির বাণী মনোদুঃখে ধনী।
সবিনয়ে কহে তাঁরে শুন গুণমণি॥
একান্ত হে কান্ত যদি করিবে গমন।
দাসী বলে মনে রেখ এই নিবেদন॥
পূরিল না সখা মম যৌবনের সুখ।
ফিরে এস যৌবন থাকিতে বিধুমুখ॥
শুনিয়ে বালার বাণী হোর্মুজ তখন।
প্রিয় ভাষে প্রেয়সীরে সবিনয়ে কন॥
ধৈর্য্য ধর প্রিয়ে আর কর না রোদন।
অতি শীঘ্র আসি পুন করিব মিলন॥
এত বলি প্রবোধিয়ে প্রেয়সী রতনে।
মন্ত্রিবরে রাখিলেন তাহার রক্ষণে॥

পর দিন প্রভাতে উঠিয়ে নরপতি।
সেনাগণে সাজিবারে দিল অনুমতি॥
পেয়ে যত বীরগণ ভূপের আদেশ।
মহোল্লাসে করে সবে সংগ্রামের বেশ॥
সাজিল অসংখ্য সৈন্য কে করে গণন।
দুই লক্ষ রথী সাজে হাতে শরাসন॥
চারি লক্ষ পদাতিক সেনা শূল ধরি।
দুই লক্ষ তুরঙ্গম তিন লক্ষ করি॥
অগ্রেতে পতাকাধারী করিছে গমন।
পাছেতে সমরে চলে কুরু সৈন্যগণ॥
নানা বর্ণে বাদ্য বাজে অতি মনোহর।
জগঝম্প কাড়া ঢোল বাজিছে বিস্তর॥
রণ শিঙ্গা রণ ঢোল বাজিছে সমরে।
যার শব্দে বীরগণ মহা দম্ভ করে॥
এইরূপে সাজিলেক সেনাগণ সব।
প্রলয় কালেতে যেন উথলে অর্ণব॥
অগ্রে রথোপরি যায় হোর্মুজ সুজন।
সেনাপতি গণ করে পশ্চাতে গমন॥
কত দিনে ইরান নগরে উত্তরিয়ে।
রহিল হোর্মুজ তথা শিবির করিয়ে॥

হোরমুজের পত্র প্রাপ্তি মাত্র ইরান পতির রণ সজ্জা।

এইরূপে পত্র লিখি হোর্মুজ সুজন।
করিলেন দূত দিয়ে সত্বরে প্রেরণ॥
দূত আনি শীঘ্রগতি নৃপতি গোচরে।
পত্র সমর্পণ করে অতি সমাদরে॥
নরপতি পত্র পড়ি ক্রোধে হুতাশন।
গর্জ্জিয়ে উঠিল করে লয়ে শরাসন॥
সাজ সাজ বলি ভূপ করিল আদেশ।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য ধরি রণ বেশ॥
আগুদলে সেনাপতি চলে অগণন।
পশ্চাতে ইরান পতি সহ মন্ত্রীগণ॥
হয় হস্তী পদাতিক গণনা না যায়।
চলিল ইরান সৈন্য সমুদ্রের প্রায়॥
অগ্রেতে পতাকাধারী করিছে গমন।
শ্বেত রক্ত নীল নানা বর্ণে সুশোভন॥
এইরূপে সৈন্য লয়ে ইরান রাজন।
হোর্মুজের সৈন্য মধ্যে দিল দরশন॥

উভয় দলের যুদ্ধারম্ভ ।

মহা ব্যূহ করি তবে হোরমুজ বীর ।
আসিল সমরে অতি নির্ভয় শরীর ।।
নিরখিয়ে হোরমুজে ইরাণ রাজন ।
আইলেন ক্রোধভরে আগে পারসেন ।।
দেখাদেখি দুই জনে হইল সংগ্রাম
যুদ্ধে যেন লঙ্কাপুরে রাবণ শ্রীরাম ।।
ঘন ঘন সিংহনাদ করে দুই জন ।
ক্রোধ ভরে করে দোঁহে বাণ বরিষণ ।।
হইল তুমুল যুদ্ধ না যায় বর্ণন ।
উভয়ের বহু সৈন্য হইল নিধন ।।
রণসিংহনাদ আর কামানের শব্দ ।
ভয়েতে নগর বাসী হইল নিস্তব্ধ ।।
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে নদী বহে ।
দেখি হোর্মুজের মন ক্রোধানলে দহে ।।
রথ হতে লম্ফ দিয়ে পড়ি মহা বীর ।
ধাইল লইয়ে গদা নির্ভয় শরীর ।।
মারিল অনেক সৈন্য হোর্মুজ রাজন ।
রক্ষা করিবারে নারে সেনাপতি গণ ।।
হোরমুজে দেখি সবে শমন সমান ।
ভয়েতে পলায় শীঘ্র লইয়ে পরাণ ।।

সৈন্য ভঙ্গ দেখি তবে ইরান রাজন।
জ্বলিল ক্রোধ তার আরক্ত নয়ন ।।
সন্ধান পূরিয়ে ভূপ মারে দশ বাণ।
হোর্মুজের বাণ কাটি করে খান খান ।।
গদা শক্তি কাটা গেল ক্রোধে বীরবর।
রথে চড়ি লইলেন করে ধনুঃশর ।।
সন্ধান পূরিয়ে মারে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ।
ইরান ভূপতি তাহা করে খান খান ।।
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে হোর্মুজ রাজন।
কোপে অর্দ্ধ অস্ত্র করে ধনুকে যোজন ।।
এড়িল দুর্জ্জয় বাণ পূরিয়ে সন্ধান।
ভূপতির ধনু কাটি করে খান খান ।।
আর ধনু লয়ে বীর করে মহা রণ।
সে ধনুও কাটিলেন হোর্মুজ রাজন ।।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পুন করিয়ে সন্ধান।
ভূপতির মাথা কাটি করে দুই খান ।।
পড়িল ইরান ভূপ হোর্মুজের রণে।
দেখি পলাইয়ে যায় যত সৈন্যগণে ।।
হোর্মুজেরে দেখি কাল শমন সমান।
পলাইয়ে যায় সবে লইয়ে পরাণ ।।
রণ জিনি যুবরাজ প্রফুল্ল বদনে।
আসি বসিলেন ইরানের সিংহাসনে ।।

কাঁদিতে কাঁদিতে সতী পাগলের প্রায়
উপনীত হল আসি প্রাণেশ যথায়॥
দেখিলেন রণস্থলে পতিপ্রাণা সতী।
ছিন্ন মুণ্ড পড়ে আছে প্রাণ প্রিয়পতি॥
ধায় গিয়ে পদদ্বয় করিয়ে ধারণ।
কহিতে লাগিল ধনী করিয়ে রোদন॥
ওঠ ওঠ প্রাণনাথ মোর মাথা খাও।
অসময়ে ধরাসনে কেন নিদ্রা যাও॥
একবার কথা কহ তুলে শশিমুখ।
ঘুচে যাক অভাগার অন্তরের দুখ॥
একবার প্রাণনাথ বদন উঠিয়ে।
জুড়াই তাপিত প্রাণ সম্ভাষ করিয়ে॥
একবার দেখ নাথ অবলা বালায়।
ওঠ ওঠ প্রিয়তম কি হেতু ধূলায়॥
কমনীয় কান্তি তব অতি মনোহর।
ধূলার এ নহে যোগ্য ওহে প্রাণেশ্বর॥
একবার দেখ নাথ নয়ন মেলিয়ে।
কাঁদিছে প্রেয়সী তব চরণে ধরিয়ে॥
কেন হে নিদয় হলে না দেহ উত্তর।
অধীনী এত কি তব হইয়াছে পর॥
হায় রে শমন তোর কঠিন হৃদয়।
কেমনে হরিলি নাথে হইয়ে নিদয়॥

কা'র নিধি হলে হায় আমার প্রাণেশে ।
বৈধব্য যন্ত্রণা দিলি তরুণ বয়েসে ॥
এইরূপে শোকে সতী করেন রোদন ।
বিবর্ণ হইল ক্রমে অঙ্গের বরণ ॥
শুকাইয়ে বিধুমুখ হইল মলিন ।
[illegible] কামিনী যেন বারি হীন মীন ॥
মর মর [illegible] দহে শোক জ্বলে ।
অবশ হইল ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল ॥
নিশ্বাস রহিল স্থির রুধিল পবন ।
পড়িল ধরণী পরি মুদিয়ে নয়ন ॥
মায়াময় কলেবর পড়িয়ে রহিল ।
দেহ ছেড়ে প্রাণ পাখী উড়িয়ে চলিল ॥
পতি শোকে গুণবতী ত্যজিয়ে জীবন ।
স্বর্গপুরে প্রিয় সহ করিল মিলন ॥
পুরবাসিগণ সব শোকেতে মজিল ।
উভয়ের শোকে সবে কাঁদিতে লাগিল ॥
এখানেতে গোলবানু করিল শ্রবণ ।
হয়েছে ইরানপতি সংগ্রামে নিধন ॥
বসিয়াছে প্রাণনাথ রত্নসিংহাসনে ।
সখী প্রতি কহে ধনী প্রফুল্ল বদনে ॥

আজি কি সুখের দিন আমার সজনি ।
আসিবেন মোর কাছে কান্ত গুণমণি ॥
বহু দিন পরে আজি পাব প্রাণধনে ।
হইবে দোঁহার দেহ একাকারে মিলন ॥
প্রাণনাথ বিনে সই করিল মদন ।
সর্ব্ব জানে যেরূপ করেছে জ্বালাতন ॥
পাইয়াছি যত ক্লেশ অদর্শনে তাঁহার ।
সহন করেছি যত বিচ্ছেদের ভার ॥
আজি প্রাণনাথ সহ করিয়ে মিলন ।
করিব এ [illegible] ক্লেশ নিবারণ ॥
অতএব সহচরি মম বাক্য ধর ।
মন্দিরে বাসর সজ্জা সুসজ্জিত কর ॥
এত বলি বিনোদিনী প্রফুল্ল বদনে ।
আপনার বেশ ভূষা করেন যতনে ॥

গোলবাহুর সজ্জা ।

বিনায়ে বিনোদ বেণী কবরী বাঁধিল ।
বকুলের মালা তাহে জড়াইয়ে দিল ॥
মস্তকে সিন্দূর দিল উজ্জ্বল করিয়ে ॥
তরুণ অরুণ যেন উদয় আসিয়ে ॥
নাসায় রূপসী কিবা বেশর পরিল ।
সমীরণ ভরে তাহা দুলিতে লাগিল ॥

কর্ণেতে পরিল ধনী কুণ্ডল সোণার।
কি কব তাহার শোভা অতি চমৎকার॥
আঁটিয়ে পরিল ধনী অপূর্ব্ব কাঁচলি।
তদুপরি পরিলেন হেম হারাবলি॥
পরিল সোণার টিক হীরকে জড়িত।
মরি কিবা শোভা করে যেমন তড়িৎ॥
সুবর্ণ বলয় ধনী পরিলেন করে।
যাহার উপরে কিবা ফুল শোভা করে॥
কঙ্কণ পরিল তাহে জড়িত হীরায়।
মদনের মন মোহে তাহার শোভায়॥
মনোহর মল ধনী চরণে পরিল।
চলিতে মধুর স্বরে বাজিতে লাগিল॥
অঙ্গেতে নীলাম্বর পরিল কামিনী।
জলধর কোলে যেন খেলায় দামিনী॥
সাজিল রূপসী ধনী মনোহর সাজে।
জিনিবে যুবতী বুঝি আজি স্মররাজে॥

সখী কর্ত্তৃক বাসক সজ্জা ও গোলে-বানুর উৎকণ্ঠা।

সহচরী সুন্দরীর তুষিবারে মন।
সাজায় যতন করি বাসক ভবন॥

কুসুম কানন হতে কুসুম তুলিয়ে।
বিনি সুতে মালা গাঁথে বিরলে বসিয়ে ॥
ফুলের করিল শয্যা ফুলের ব্যজন।
ফুলের মশারি করে ফুলের ভূষণ ॥
ফুল দিয়ে সাজাইল বাসক ভবন।
হেরিলে হরয়ে চিত মোহে মুনি মন ॥
হেরি বাসরের শোভা সুন্দরী মোহিল।
সেই ছলে রতিপতি বাণ প্রহারিল ॥
অস্থির হইয়ে ধনী মদনের শরে।
কহিতে লাগিল তবে অতি ক্রোধ ভরে ॥
আরে রে মদন তোরে আর কিবা ভয়।
আজি হবে হৃদে কান্ত চাঁদের উদয় ॥
আর কি তোমারে ভয় করি রতিকান্ত।
প্রণয় ব্রতের আজি হবে দক্ষিণান্ত ॥
ক্ষণকাল স্থির হও ওহে পঞ্চশর।
করে করে দিব আজি রসরঙ্গ কর ॥
এত বলি বাহিরে আসিয়ে রসবতী।
দেখিল গগণে আছে নলিনীর পতি ॥
পুনর্ব্বার সুবদনী প্রেবেশিয়ে ঘরে।
বসিল বিষণ্ণ মনে ধরণী উপরে ॥
পুনর্ব্বার বিনোদিনী বাহিরে আসিয়ে।
দিনমণি প্রতি কহে বিনয় করিয়ে ॥

আজি শীঘ্র অস্তে যাও নলিনীর বন্ধু।
মনোসাধে পান করিব রে প্রেম মধু॥
বহু দিন তৃষ্ণাতুর আছে মম প্রাণ।
আজি সুখে করিব মিলন সুধাপান॥
শীঘ্র আসি সমুদিত হক নিশাকর।
নিবাই বিরহানল লয়ে প্রাণেশ্বর॥
বহু দিন নাহি হেরি কান্তের বদন।
দেখিয়ে যুড়াব আজি তাপিত নয়ন॥
অতএব দিনপতি মম নিবেদন।
পশ্চিম অচলে শীঘ্র করহ গমন॥

গোলবানু ও হোরমুজের পরস্পর মিলন।

অস্তাচলে দিননাথ করিল গমন।
জীবনে নলিনী সতী মুদিল নয়ন॥
উদয় হইল আসি রজনীর পতি।
ভাসিল সুখের নীরে কুমুদিনী সতী॥
প্রাণকান্তে একান্তে করিয়ে দরশন।
ভাসিল সলিল পরে মেলিয়ে নয়ন॥
তপ্ত ছিল ভূমণ্ডল দিনকর করে।
সুধাকর স্নিগ্ধ করে সুশীতল করে॥

হেন কালে রমণীমোহন রসময়।
হইলেন ভাবিনীর ভবনে উদয়॥
নিরখিয়ে প্রাণনাথে রসবতী ধনী।
সুখের পয়োধিনীরে ভাসিল অমনি॥
বিনয়ে কান্তের প্রতি বিনোদিনী কয়।
এস এস সখা আজি কি ভাগ্য উদয়॥
পাইব তোমার দেখা ছিল নাকো মনে।
বিধি আজি মিলাইল তোমা হেন ধনে॥
অধীনীর দশা সখা কর দরশন।
কেবল তোমার আশে আছে হে জীবন॥
অস্থি চর্ম্ম অবশেষ বিরহে তোমার।
কণ্ঠায় রয়েছে প্রাণ কি কহিব আর॥
সতত অনঙ্গ ফণী করেছে দংশন।
তোমা বিনে সে জ্বালা কে করে নিবারণ॥
হেরিয়ে শরদ শশী ওহে প্রাণধন।
সর্ব্বদা পড়িত মনে ও বিধু বদন॥
অমনি ভাসিত দেহ নয়ন জীবনে।
সহজে অবলা ধৈর্য্য ধরি হে কেমনে॥
যখন লাগিত অঙ্গে মলয় পবন।
গরল সহসা বোধ হইত তখন॥
কোকিলের কুহুরবে প্রাণে বাঁচা ভার।
অবলা সরলা নারী বল কত সবে॥

নিদয় নিষ্ঠুর অতি পুরুষের মন।
এইরূপে অবলারে করে জ্বালাতন।
করে শশধর দেয় প্রথম মিলনে।
পরেতে সে ভাব আর নাহি থাকে মনে।
রমণীর সার ধন যৌবন লুটিয়ে।
পিরীতি ভাঙ্গিয়ে শেষে যায় পলাইয়ে॥
ছি ছি ছি ছি প্রেম করি এ পুরুষ সনে।
বল দেখি সখা সুখী কে আছে ভুবনে॥
দেখ রঘুবর বীর রজক বচনে।
গর্ভবতী প্রেয়সীরে দিলেন কাননে।
আর দেখ বংশীধারী শ্রীনন্দ নন্দন।
গোপিকার প্রাণপতি শ্রীরাধারমণ॥
তাঁহার চরিত্র শুনে থাকিবে শ্রবণে।
কত দুঃখ দিয়ে ছিল ব্রজ গোপীগণে॥
ধিক্ ধিক্ প্রাণ সখা নারীর জীবনে।
জানিয়ে শুনিয়ে তবু মজে হেন জনে॥
শুনিয়ে প্রিয়ার বাণী কহে রসরায়।
অনর্থক কেন দোষী করহ আমায়॥
আমার বচন শুন হে নব ললনা।
পাইয়াছি তব লাগি অনেক যন্ত্রণা॥
হয়েছি কাতর অতি বিরহে তোমার।
মিলন সলিলে প্রাণ যুড়াও আমার॥

শুনিয়ে নাথের বাণী হরিষে সুন্দরী।
মিলন করিল প্রাণনাথ গলে ধরি॥
প্রিয়বর গলে রামা ধরিয়ে যতনে।
নিবায় বিরহানল সুখদ মিলনে॥
প্রেমাবেশে দেখে দোঁহে দোঁহার বদন।
ভিজিল নয়ন নীরে অঙ্গের বসন॥
পরে বিনোদিনী ধরি সুকান্তের করে।
প্রেমাবেশে বসিলেন পালঙ্ক উপরে॥
সখীরে যোগায় আনি নানা উপহার।
কৌতুকে দম্পতি করে সুখেতে আহার॥
ভোজনান্তে উভয়েতে হয়ে হৃষ্ট মন।
নানা রঙ্গে ভঙ্গে করে প্রেম আলাপন॥
দুজনে মদনে মত্ত দেখি সখীগণ।
পলাইল গৃহ ত্যজি ঢাকিয়ে বদন॥

বিহার।

প্রেয়সীরে নির্জ্জনে পাইয়ে রসরায়।
করে ধরি কুমারীরে যতনে বসায়॥
প্রমদার মুখ শশী করিতে চুম্বন।
শীহরিল কলেবর মাতিল মদন॥
বামা কর ধরে ধীর বিহার কারণে।
কহিতে লাগিল ধনী সহাস্য বদনে॥

ও কি কর নটবর কর ছেড়ে দাও।
পূরায়েছ যার আশ তার কাছে যাও ॥
কি সুখ পাইবে নাথ মম আলিঙ্গনে।
অধিক হইবে সুখী তাহার মিলনে ॥
এত দিন যার প্রেমে মজাইলে মন।
তার কাছে যাও নাথ যুড়াতে জীবন ॥
রূপবতী সুরসিকা সে নারী রতন।
প্রেম রসে প্রিয় তব তুষিবে হে মন ॥
এত বলি বিনোদিনী মৌনেতে রহিল।
বিনয়েতে রসরাজ কহিতে লাগিল ॥
লাজে মরি প্রেয়সি হে কহিলে কেমনে।
তব প্রেমে মুগ্ধ আমি জাগ্রত সুপনে ॥
তোমার প্রেমের দায় ওরে প্রাণধন।
সুবংশে ইরান পতি হইল নিধন ॥
তোমার বিরহ বিষে হয়ে জ্বালাতন।
ভ্রমিয়াছি কত দেশ পর্ব্বত কানন ॥
কত কষ্টে ইরানেরে করিয়ে নিধন।
আসিয়াছি প্রিয়ে আজি যুড়াতে জীবন ॥
রোষ বশ যদি আজি হলে বরাননে।
পুনর্ব্বার যাই তবে নিবিড় কাননে ॥
প্রিয়ের বচনে ধনী মোহিত হইল।
মনোজের রসে মন নিতান্ত মজিল ॥

প্রেমাবেশে বিনোদিনী লইয়ে নাগরে।
মনোসাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে ॥
বিরহ অনল ছিল হইয়ে প্রবল।
মিলন সুখের নীরে করিল শীতল ॥
বিহার করয়ে দোঁহে অপূর্ব্ব পালঙ্কে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে ॥
প্রভাত হইল যদি সুখের যামিনী।
অসুখ সাগরে ডোবে কুমার কামিনী ॥
কুমুদী দুখিনী অতি নাগর বিহনে।
পঙ্কজিনী সুখে ভাসে সরসী জীবনে ॥
এমন সময়ে তবে রসিক নাগর।
রাজকার্য্যে চলিলেন দুঃখিত অন্তর ॥
এইরূপে কিছুকাল হোর্ম্মুজ তথায়।
বিহার করেন সুখে লইয়ে প্রিয়ায় ॥

রুম দেশে হোরম্মজ বিরহে মহিষীর আক্ষেপ।

এখানেতে রুম-দেশে হোর্ম্মুজ জননী।
হোর্ম্মুজ বিহনে কাঁদে দিবস রজনী ॥
কাঁদিয়ে কহেন বিধি এ কেমন বিধি।
হাতে দিয়ে পুন হরে নিলি হেন নিধি ॥

হায় হায় প্রেমাধার প্রাণের রতন।
জননীরে ত্যজি কোথা করিলে গমন॥
দুখিনীরে দেখা দেহ ওরে বাপ ধন।
সহিতে না পারি তোর বিয়োগ বেদন॥
আহা মরি গুণাধার তনয় আমার।
জননি বলিয়ে ডাকে হেন নাহি আর॥
ওরে বাছা একবার করি আগমন।
জনানি বলিয়ে ডাক যুড়াক জীবন॥
ওহে মহারাজ তুমি বলনা কেমনে।
নিশ্চিন্ত রয়েছ প্রাণ তনয় বিহনে॥
সংসারের সার ধন বিনে সে নন্দন।
কি সুখ হইবে আর রাখিয়ে জীবন॥
বহু দিন হল সুতে হইয়াছি হারা।
কেঁদে কেঁদে স্থির হল নয়নের তারা॥
কোথা গেল প্রাণধন তনয় আমার।
তাহার বিহনে প্রাণ রাখা হল ভার॥
কি করি উপায় নাথ বলনা আমায়।
আর কি সে প্রাণ ধনে পাব পুনরায়॥
আর কি হইবে মম সৌভাগ্য এমন।
তনয়েরে কোলে করি যুড়াব জীবন॥
আর কি হইব সুখী সে মুখ চুম্বিয়ে।
আর কি ডাকিবে মোরে জননী বলিয়ে॥

আর কি স্নেহেতে তারে করাব ভোজন।
হায় হায় কোথা গেল প্রাণের নন্দন।
এইরূপে কাঁদে সদা হোর্মুজ জননী।
সাপিনী ব্যাকুল যেন হারাইয়ে মণি॥
কবি কহে ধৈর্য্য ধর সম্বর রোদন।
বধূ সহ শীঘ্র পাবে প্রাণের নন্দন॥

হোরমুজ বিরহে দৈত্য নন্দিনীর বিলাপ।

এখানে কানন মধ্যে দৈত্যের নন্দিনী
মণিহারা ফণি প্রায় সদা বিষাদিনী॥
কপালে কঙ্কণ হানি করেন রোদন।
অধীরা হইল ধীরা নাথের কারণ॥
একেত নবীনা তাহে নূতন প্রণয়।
হুহু করে প্রাণ মন বিনে রসময়॥
না জানে রূপসী ধনী বিরহ বেদন।
পুরুষের সহ এই প্রথম মিলন॥
নব রসে রূপসীর রসেছে অন্তর।
কেমনে ধরিবে ধৈর্য্য বিহনে নাগর॥
একাকিনী গুণবতী থাকিয়ে কাননে।
দারুণ বিরহ সহ্য করেন জীবনে॥

বলে হায় আমার হইল একি দায়।
প্রিয়তম প্রাণপতি রহিল কোথায়॥
ত্বরায় আসিব বলি প্রাণেশ আমার।
বহু দিন গেল ফিরে নাহি এল আর॥
আগেতে কি জানি আমি প্রণয় এমন।
তা হলে কি করি প্রেম বীজের রোপণ॥
আগে জানিতাম এই অমূল্য প্রণয়।
করিলে না জানি কত হয় সুখোদয়॥
পাইলাম ভাল ফল করিয়ে প্রণয়।
সুখের কপালে ছাই জীবন সংশয়॥
হায় হায় কি কঠিন পুরুষের মন।
অনায়াসে অবলার বিনাশে জীবন॥
আসি বলে আশা দিয়ে গেল রসরায়।
ভুলিয়ে রহিল তথা পাইয়ে তাহায়॥
বুঝি তার প্রেম রসে হয়েছে মগন।
নতুবা বিলম্ব এত কিসের কারণ॥
বুঝি সেই রসবতী পাইয়ে একান্তে।
ভুলাইয়ে রাখিয়াছে মম প্রাণকান্তে॥
উহু উহু মরি মরি সরস বসন্তে।
জর জর করে প্রাণ মদন সামন্তে॥
সহিতে না পারি আর দুঃসহ বিরহ

তাঁহে স্মর শরে প্রাণ দহে অহরহ ॥
এ নব যৌবন আমি সঁপিলাম যায়।
হায় হায় সেই জন রহিল কোথায় ॥
যারে না হেরিলে হয় পলকে প্রলয়।
তাহার বিরহ বাণ কেমনেতে সয় ॥
আহা মরি প্রাণনাথ গেলে হে কোথায়।
দগ্ধ হল প্রাণ মন বিরহ জ্বালায় ॥
অবলারে দরশন দেহ একবার।
সহিতে না পারি আর বিরহ তোমার ॥

দৈত্য কুমারীর বিলাপ।

এইরূপে সুবদনী, যেন মণি হারা ফণী,
করে সদা বিরলে রোদন।
ধৈরয নাহিক মানে, ব্যাকুল বিরহ বাণে,
বিবর্ণ হইল সুবরণ।
শুকাইল বিধুমুখ, বিষাদে বিদীর্ণ বুক,
কালীময় হল কলেবর।
দারুণ বিরহ বিষে, অবলা বাঁচিবে কিসে,
বুঝি যায় শমন নগর ॥
কাতরে কহেন সতী, কোথা গেলে প্রাণপতি,
অধীনারে পরিত্যাগ করি।

তোমার বিরহানল, করিয়ে বিষম বল,
দহিতেছে প্রাণ মরি মরি ॥
অবলা রমণী আমি, দেখা দেহ চিতগামি,
সহিবারে নাহি পারি আর।
কোথায় রহিলে প্রাণ, হানিয়ে বিচ্ছেদ বাণ,
দহে প্রাণ নিদারুণ মার ॥
কি হেতু হে প্রাণপতি, নিদয় আমার প্রতি,
বুঝিবারে নাহি পারি আমি।
করেছি কি অপরাধ, সাধিলে এমন বাদ,
বল বল ওহে চিতগামি ॥
তোমার বিরহ অসি, শরীরের মাঝে পশি,
নিরন্তর করিছে ছেদন।
আহা মরি হায় হায়, একবার রসরায়,
অধীনীরে দেহ দরশন ॥

হোরমুজের বিরহে দৈত্য-কুমারীর
প্রাণ ত্যাগ।

এইরূপে সুবদনী বিষম বিরহে।
ধরিতে না পারে প্রাণ কান্ত ধ্যানে রহে ॥
বিষম বিরহানল প্রবল হইল।
বালার সরল প্রাণ দহিতে লাগিল ॥

কোথা প্রাণনাথ এই কথাটি বলিয়ে।
অচেতনে ধরাতলে পড়িল ঢলিয়ে॥
কতক্ষণে প্রেমময়ী পাইয়ে চেতন।
হা নাথ হা নাথ বলি করেন রোদন॥
ভাসিল নয়ন নীরে অঙ্গের দুকূল।
বিষম বিরহে বালা হল স্থূলে ভুল॥
আমরি কি প্রণয়ের গুণ চমৎকার।
প্রেমদায় প্রাণ যায় বুঝি অবলার॥
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ধনী করি হাহাকার।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় বিরহ বিকার॥
শরীর অবশ হল শুকাল বদন।
ক্রমে মসীময় হল সোণার বরণ॥
নীরজ নয়নে নীর অনিবার বহে।
দুঃসহ বিরহ জ্বালা কত আর সহে॥
বিষম বিরহে ধনী অস্থির হইয়ে।
নিবিড় কাননে চলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥
বনে গিয়ে বসিল করিয়ে যোগাসন।
কান্তরূপ ভাবে ধনী মুদিয়ে নয়ন॥
হৃদ-পদ্মে প্রাণনাথে যতনে রাখিয়ে।
ভাবেন মোহন রূপ একান্তে বসিয়ে॥
ভাবিতে ভাবিতে আসি বিরহ অনল।
প্রজ্বলিত হইল দ্বিগুণ করি বল॥

বিষম জ্বালায় সতী অস্থির হইয়ে।
অবশ হইয়ে শেষে পড়িল ঢলিয়ে॥
কাননের শোভা তাহে বাড়িল বিস্তর
খসিয়ে পড়িল যেন পূর্ণ শশধর॥
নিঃশ্বাস হইল স্থির রুধিল পবন।
দেহ ছেড়ে প্রাণপাখী করিল গমন॥
পড়িয়ে রহিল মায়াময় কলেবর।
প্রাণ ত্যজি গেল সতী অমর নগর॥
আহা মরি প্রেমের ব্যাপার কেমন।
প্রেম করি অনায়াসে সঁপে জীবন॥
শ্রবণ করিয়ে নজ্মা নারীর নিধন।
অসুখ সাগরে মগ্ন হইল তখন॥
সমুরে আসিয়া মন্ত্রী করে দরশন।
ভূমি তলে আছে লৈলা করিয়ে শয়ন।
উজ্জ্বল বরণ কিন্তু ছাড়িয়াছে প্রাণ।
দেখিয়ে হারায় জ্ঞান সচিব প্রধান॥
বলে আহা প্রেমময়ি রূপসি যুবতি।
প্রেম করি হল তব এতেক দুর্গতি॥
আহা মরি গুণবতি প্রেমের কারণে।
বঞ্চিত হইলে তুমি অমূল্য জীবনে॥
সবে কয় প্রেমধন অতি সুখকর। ১
আমি বলি প্রেম শুদ্ধ দুঃখের আকর॥

ধন্য ধন্য ধরাতলে তুমি সুলোচনা।
ধন্য ধন্য করেছিলে প্রেমের সাধন।।
এত বলি মন্ত্রিবর বিষণ্ণ বদনে।
যুবতীর গতি ক্রিয়া করিল যতনে।।

হোরমুজের নিকটে গোলবান্নুর
মনোদুঃখ প্রকাশ।

এখানে ইরান দেশে হোর্মুজ সুজন।
প্রেয়সীর সহ সুখে রহে অনুক্ষণ।।
চির দিন পরে রায় পেয়ে প্রেয়সীরে।
ডুবিয়ে থাকেন সুখ পয়োধির নীরে॥
চির দিন পরে হলে সুখদ মিলন।
যে রূপ উপজে সুখ জানে সর্ব্বজন।
কুমার কুমারী দোঁহে প্রেম আলাপনে।
সুখের সাগরে ভাসে আনন্দিত মনে।।
এক দিন কহে ধনী কান্ত করে ধরি।
শুন হৃদয়েশ কিছু নিবেদন করি।।
কহিতে সে সব কথা বুক ফেটে যায়।
এমন যন্ত্রণা যেন নারী নাহি পায়।।
ওহে প্রাণ প্রিয়পতি তোমার বিহনে।
জ্বালায়েছে যত মোরে দারুণ মদনে।।

যে দুঃখ দিয়েছে মোরে সেই ফুল বাণ।
কহিতে সে সব কথা কেঁদে ওঠে প্রাণ॥
মদনের সহচর কোকিল ভ্রমর।
এক এক জন যেন যমের কিঙ্কর॥
সুধাকর স্নিগ্ধ কর করি বরিষণ।
সর্ব্বদা আমার দেহ করিত দহন॥
নবীন নীরদ হেরি সতত গগনে।
তোমা বিনে সলিল না রহিত নয়নে॥
সরস শরদ শশী করি নিরীক্ষণ।
সর্ব্বদা পড়িত মনে ও বিধুবদন॥
কুসুমের মালা আর অগুরু চন্দন।
তুষানল সম দেহ করিত দহন॥
ক্রটিত কণ্টক সম স্বর্ণ আভরণ।
বিষ সম বোধ হত এ পীত বসন॥
যখন লাগিত অঙ্গে মলয় পবন।
দাবানল বোধ মম হইত তখন॥
এত দুঃখ সহিয়াছি তোমার বিহনে।
বল প্রাণনাথ তুমি ছিলে হে কেমনে॥

গোলবান্থর নিকটে হোরমুজের মনোছুঃখ প্রকাশ।

মরম বেদনা কহিব কত।
তোমা বিনে দুখ পেয়েছি যত॥
যদি হে হইত সহস্র মুখ।
বর্ণন করিয়ে ঘুচিত দুখ॥
কি কহিব ধনী এক বয়ান।
তবু কিছু কহি শুন লো প্রাণ॥
প্রেয়সি তোমার বিরহ বাণে।
সতত যে দুখ পেয়েছি প্রাণে॥
কহিতে সে কথা বিদরে বুক।
মনেতে রয়েছে মনের দুখ॥
তোমার বিরহে কেঁদেছি যত।
বর্ণেতে বর্ণন না হয় তত॥
রাজ্য ভার পেয়ে হই কি সুখী।
তোমার বিরহে সতত দুখী॥
সহিতে না পেরে বিরহ বাণ।
কেঁদে কেঁদে সদা উঠিত প্রাণ॥
তব মুখশশী মনে পড়িলে।
ভাসিত নয়ন প্রেম সলিলে॥
একেতে বিরহে দহিত তনু।
আরো তাহে জ্বালা দিত অতনু॥

মোহন মূরতি তোমার প্রিয়ে।
ভাবিতাম সদা হৃদে রাখিয়ে॥
প্রেয়সি কপাল মোর কেমন।
তথাপি বিরহে দহিত মন॥

হোরমুজের রুম-দেশে গমনোদ্যোগ।

প্রাণেশের বাণী শুনি সুন্দরীর মন।
আনন্দ সাগর-নীরে হইল মগন॥
পরে বিনোদিনী ধরি প্রাণনাথ করে।
প্রেমাবেশে বসিলেন পালঙ্ক উপরে॥
পাইয়ে প্রিয়ার স্পর্শ নাগর সুজন।
মরমে পরম হর্ষ মাতিল মদন॥
নাগরী পাইয়ে পাশে সাধের নাগরে।
ভাসিল মনের সুখে রসের সাগরে॥
এইরূপে গুণবতী প্রেম আলাপনে।
বঞ্চিল সুখের নিশি রতি জাগরণে॥
যামিনী প্রভাত হেরি নাগর সুজন।
প্রিয় সম্বোধন করি প্রেয়সীরে কন॥
আসিয়াছি বহু দিন ত্যজি বাপ মায়।
এখানে থাকিতে আর মন নাহি যায়॥
অতএব প্রেয়সি হে হয়েছে মনন।
চল আজি রুমদেশে করিব গমন॥

আমার বিহনে তথা ও চন্দ্র বদনি।
না জানি কেমন আছে জনক জননী ॥
অতএব বিনোদিনি হও সুসজ্জিত।
অদ্য আমি রুমদেশে যাইব নিশ্চিত ॥
শুনিয়ে নাথের বাণী হরিষে নাগরী।
সুসজ্জিত হইলেন বেশ ভূষা করি ॥
এখানে বাহিরে আসি হোর্ম্মুজ সুমতি।
অনুমতি করিলেন সৈন্যগণ প্রতি ॥
সাজ সাজ সৈন্যগণ আমার আদেশ।
করিব গমন আমি আজি রুমদেশ ॥
ভূপের আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ।
সুসজ্জ হইল শুনি স্বদেশে গমন ॥
অতঃপর যুববর হোর্ম্মুজ সুজন।
মন্ত্রিবরে রাজকার্য্য করিল অর্পণ ॥

হোরমুজের দৈত্য ভবনে গমন।

যুবরাজ নিজ সাজ যতনে করিয়ে।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীরে সঙ্গেতে লইয়ে ॥
সসৈন্যেতে যুবরাজ করেন গমন।
দুঃখনীরে মগ্ন হল যত প্রজাগণ ॥
নানা দেশ নদ নদী ছাড়ায়ে কানন।
উপনীত অবশেষ দৈত্যের ভবন ॥

সুসংবাদ পাইয়ে তবে সচিব প্রধান।
রাজ ব্যবহারে বহু করিল সম্মান॥
বসাইল যুবরাজে রত্ন সিংহাসনে।
নানা উপহারে তোষে যত সৈন্যগণে॥
তুষ্ট হয়ে যুবরাজ সচিবের প্রতি।
মধুর বচনে তাঁরে কহেন ভারতী॥
বল বল মন্ত্রিবর শুনি বিবরণ।
কেমন আছেন মম প্রেয়সী রতন॥
নীরব হইলে কেন বল না বল না।
প্রাণে কি আছেন বেঁচে সে নব ললনা॥
শরদের শশী জিনি শ্রীবদন যার।
বল বল মন্ত্রিবর সুমঙ্গল তার॥
কমল সদৃশ যার নয়ন যুগল।
মনোহর পয়োধর জিনি শতদল॥
জিনিয়ে হরিদ্রা চাঁপা অঙ্গের বরণ।
বল বল কোথা সেই প্রেয়সী রতন॥
নীরবে রহিলে কেন বল বিবরণ।
সুমঙ্গল শুনি তার যুড়াক জীবন॥

মন্ত্রি কর্ত্তৃক দৈত্য-কুমারীর বিবরণ বর্ণন।

কি কব রাজন সে সব দুখ।
কহিতে বিদরে আমার বুক॥
নবীনা ললনা সে বিধুমুখী।
তোমার বিরহে হইয়ে দুখী॥
দিবানিশি ধনী বিরলে বসি।
ভাবিত তোমার ও মুখ শশী॥
রোদনে যামিনী হইত গত।
কহিতে না পারি যাতনা যত।
সর্ব্বদা কহিত কোথা হে কান্ত।
অবলার বুঝি হয় প্রাণান্ত॥
আর যে যাতনা সহিতে নারি।
সহজে অবলা সরলা নারী॥
বিরহ সহিতে নারি সুমুখী।
পশিল কাননে হইয়ে দুখী॥
যোগাসনে বসি নিবিড় বনে।
তব মুখ শশী ভাবিত মনে॥
এ সুখ সম্পদ ভাবিয়ে ছার।
তোমা বিনে বন করিল সার॥
বিরহে কাতর হইয়ে সতী।
অমর নগরে করিল গতি॥

তোমা ধনে ধনী হৃদয়ে রাখি।
দেখিতে দেখিতে মুদিল আঁখি॥

প্রিয়তমার মৃত্যু শ্রবণে হোরমুজের বিলাপ।

আহা মন্ত্রি কি কহিলে, মম সেই চারুশীলে,
তনু ত্যজি সুরপুরে, করেছে গমন হে।
আহা মরি হায় হায়, প্রাণাধিকা সে প্রিয়ায়,
আর না দেখিতে পাবে আমার নয়ন হে॥
কি কহিলে মন্ত্রিবর, হৃদি হল জর জর,
কেমনে ধরিব প্রাণ, বিনে সে রতন হে।
কি কহিব হায় হায়, খেদে বুক ফেটে যায়,
প্রাণাধিকা প্রেয়সীর শুনিয়ে মরণ হে॥
আহা মরি সে নবীনা, না জানিত আমা বিনা,
বিনা দোষে করিলাম প্রিয়ারে নিধন হে।
আহা প্রিয়ে গুণবতি, ত্যজি প্রাণ প্রিয়পতি,
একা তুমি সুরপুরে করিলে গমন হে॥
হায় হায় হরি হরি, মোরে লহ সঙ্গে করি,
তবেত আমার দুঃখ হয় নিবারণ হে।
নতুবা হে প্রাণপ্রিয়ে, তোমার বিরহে হিয়ে,
দহন হইবে মম যাবত্ জীবন হে॥
কোথা গেলে বিধুমুখি, করিয়ে বিষম দুখী,
গুণবতি একবার দেহ দরশন হে।

তব বিরহের ভার, সহিতে না পারি আর,
বুঝি যায় এ জীবন শমন সদন হে ॥

প্রেয়সী বিয়োগে হোরমুজের
মনোদুঃখ।

এইরূপে প্রিয়া বিনে হোর্ম্মুজ সুধীর।
ঝর ঝর দুনয়নে বহে শোক নীর ॥
বলে আহা প্রেয়সি হে করিয়ে কেমন।
একা তুমি সুরপুরে করিলে গমন ॥
বাঁচিয়ে রহিল তব প্রাণাধিক পতি।
উচিত লইতে সঙ্গে ওহে গুণবতি ॥
হায় রে প্রাণের প্রাণ ত্যজিয়ে জীবন।
করিলে দুঃখের নীরে আমারে মগন ॥
হায় হায় গুণবতি প্রেয়সি আমার।
আর না দেখিব আমি বদন তোমার ॥
কমলনয়না তব হাস্য মনোহর।
আর না যুড়াবে মম তাপিত অন্তর ॥
আর না গাঁথিবে মালা আমার কারণে।
হায় হায় হারালাম প্রাণের রতনে ॥
কোথা গেলে গুণবতি ত্যজিয়ে আমায়।
দগ্ধ হল প্রাণ মন বিষম জ্বালায় ॥

শশীমুখি দরশন দেহ একবার।
আর না সহিতে পারি বিচ্ছেদ তোমার ॥
ইরানে কি যাত্রা করেছিলাম কুক্ষণে।
তাই হারালাম প্রাণ প্রেয়সী রতনে ॥
হায় হায় হরি হরি করি কি উপায়।
কোথা গেলে পাব আমি সে প্রাণ প্রিয়ার ॥
এই খেদ মনে মনে রহিল আমার।
প্রিয়ার সহিত দেখা নাহি হল আর ॥
তবে আর কিবা কাজ রাখি এ জীবনে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ পশিয়ে জীবনে ॥
এইরূপে যুবরাজ করেন রোদন।
প্রেয়সীর প্রেমরসে হইয়ে মগন ॥

পতি প্রতি গোলবাস্থর প্রবোধ প্রদান।

কেন হে পতি হে কর রোদন।
ভাসিছে জলেতে দুটি নয়ন ॥
শশাঙ্ক জিনিয়ে যে মুখ শশী।
দেখিতে দেখিতে হইল মসি ॥
কি হেতু নাগর হলে এমন।
কার তরে এত কর রোদন ॥
কে তব প্রেয়সী হে রসরায়।
স্বরূপ বচনে বল আমায় ॥

না জানি সে ধনী কেমন ধনী।
বল বল মোরে হে গুণমণি॥
দেখিয়ে তোমার বিরস মুখ।
বিদীর্ণ হতেছে আমার বুক॥
ভাসিছে নয়ন শোকে একান্ত।
বিশেষ করিয়ে বল হে কান্ত॥
শুনিয়ে নাগর কহে অমনি।
শুন শুন ওহে রমণী মণি॥
যে দুখেতে আমি করি রোদন।
এক মুখে নাহি হয় বর্ণন॥

গোলবান্নর নিকটে হোরমুজের পূর্ব্ব
বৃত্তান্ত বর্ণন।

যাইতে যাইতে ধনী ইরান নগরে।
উপনীত হই এক কানন ভিতরে।
নিরখিয়ে রমণীয় নিবিড় কানন।
মৃগয়া করিতে মম হইল মনন॥
কতিপয় সৈন্য লয়ে প্রবেশি কাননে।
হইলাম শ্রান্ত অতি মৃগ অন্বেষণে॥
মনোহর মৃগ এক দরশন করি।
হইল মানস মম তারে শীঘ্র ধরি॥

আমারে দেখিয়ে মৃগ করিল পয়ান।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
বহু কষ্টে নারিলাম ধরিতে কুরঙ্গ।
পলাইল দূর বনে করি নানা রঙ্গ ॥
তথাপি না হই ক্ষান্ত মৃগ অন্বেষণে।
ক্রমে ক্রমে চলিলাম নিবিড় কাননে ॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে শুকাল বদন।
পিপাসায় ছাতি ফাটে না পেয়ে জীবন।
দূরে হতে দেখিলাম এক সরোবর ।
নানা বর্ণে বৃক্ষ শোভে দেখিতে সুন্দর ॥
ধীরে ধীরে তথায় করিয়ে আগমন।
প্রাণ পাইলাম পান করিয়ে জীবন ॥
এক বৃক্ষে তুরঙ্গেরে করিয়ে বন্ধন।
বৃক্ষতলে বসে করি সমীর সেবন ॥
অপূর্ব্ব কানন শোভা মনোহর অতি।
বিরাজিত তথা সদা রতি রতিপতি ॥
প্রস্ফুটিত নানা ফুল দেখিতে সুন্দর।
মধুলোভে ভ্রমিতেছে ভ্রমরী ভ্রমর ॥
সরোবরে প্রস্ফুটিত কত শতদল।
হেরিয়ে মানস অতি হইল চঞ্চল ॥
তোমার বিরহ মনে উদয় হইল।
বল করি মনঃপ্রাণ দহিতে লাগিল ॥

ভাবিতে ভাবিতে তব ও বিধু বদন।
নিদ্রা আসি নেত্র সহ করিল মিলন॥
অচেতনে ধরা তলে পড়ি হে ঢলিয়ে।
আনন্দেতে নিদ্রা যাই ধরায় পড়িয়ে॥
ক্রমে নিশি সুগভীর হইল যখন।
এক দৈত্য আসি মোরে করিল হরণ॥
কারাগারে রাখে মোরে বন্ধন করিয়ে।
নিদ্রা ভঙ্গে ভেবে মরি বন্ধন দেখিয়ে॥
এইরূপে কিছু কাল বন্ধন দশায়।
মহা কষ্টে বঞ্চিলাম প্রেয়সি তথায়॥
দৈত্যের আছিল এক পালিতা নন্দিনী।
অনূঢ়া সে রসবতী যেমন পদ্মিনী॥
হেরিয়ে আমার রূপ মোহিত হইয়ে।
বিনয়ে কহিল ধনী নিকটে আসিয়ে॥
তব প্রেমার্ণবে মন হইল মগন।
নিবার মনোজ-জ্বালা করিয়ে মিলন॥
আমি কহিলাম তুমি কাহার নন্দিনী।
কেমনে ভজিব আমি তোমারে না চিনি॥
রূপসী যুবতী তুমি পরের ললনা।
কেমনে মিলন হবে স্বরূপ বলনা॥
শুনি বিনোদিনী কহে শুন রসময়।
আজন্ম অনূঢ়া আমি বিবাহ না হয়॥

গৌহর নামেতে হেথা ছিল নরবর।
তাঁহার নন্দিনী আমি শুন গুণাকর॥
এই দুরাচার দৈত্য করি আগমন।
সবংশেতে জনকেরে করিল নিধন॥
দয়া করি রাখিয়াছে আমার জীবন।
তনয়ার মত করে লালন পালন॥
অতএব সন্দেহ কর না গুণমণি।
বিবাহিতা নহি আমি অনূঢ়া রমণী॥
তব পদে রসরাজ মিনতি আমার।
মিলন করিয়ে প্রাণ বাঁচাও বালার॥
দহিতেছে মনঃপ্রাণ নিদারুণ মার।
কুসুম আয়ুধে বাণ করিয়ে প্রহার॥
প্রেমানন্দ মিলন বারি করি বরিষণ।
যুবরাজ অবলার জুড়াও জীবন॥
এইরূপে ধনী বহু বিনয় করিল।
মধুর বচনে মম মানস মোহিল॥
কহিলাম আমি তারে মধুর বচনে।
দেখ না রূপসি আমি আছি হে বন্ধনে॥
যদি মোরে ধনুর্ব্বাণ দাও হে আনিয়ে।
জুড়াই তোমার প্রাণ দৈত্যেরে নাশিয়ে॥
শুনি ধনী মুক্ত করি আমার বন্ধন।
ধনুর্ব্বাণ আনি মোরে করিল অর্পণ॥

ধনুর্ব্বাণ পেয়ে আমি আনন্দিত মনে।
বধিলাম নিশাচরে প্রবেশিয়ে রণে॥
দৈত্যের নিধন দেখি সুন্দরী তখন।
আনন্দ সাগর নীরে হইল মগন॥
তদন্তরে গাঁথি সাধে কুসুমের মালা।
আমার গলেতে দিল নৃপতির বালা॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে তারে করি পরিণয়।
বিধিমতে করিলেক স্মরে পরাজয়॥
পরেতে বসন্ত কাল আইল ভুবনে।
ফুটিল কুসুম যত কুসুম কাননে॥
নয়নে নিরখি তার শোভা চমৎকার।
জাগিয়ে উঠিল মনে বিরহ তোমার॥
পরে এই মন্ত্রিবরে রাখিয়ে এখানে।
তোমার উদ্ধার হেতু গেলাম ইরানে।
বহু কষ্টে সে রাজনে করিয়ে নিধন।
এখানে আসিয়ে দেখি প্রিয়ার মরণ।
শুনিয়ে নাথের বাণী রূপসী তখন।
অসুখ সাগরে নীরে হইল মগন॥
কান্তের রোদন দেখি রসবতী ধনী।
প্রবোধ বচনে কয় শুন গুণমণি॥

গোলবাহু কর্ত্তৃক হোরমুজের প্রতি
প্রবোধ প্রদান।

কর না রোদন হে প্রাণপতি।
সতী সাধ্বী অতি সেই যুবতী॥
সহিতে না পারি বিরহ বাণ।
অমর নগরে করে পয়ান॥
মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে হে প্রাণপতি।
বেচে থাকা নাথ আশ্চর্য্য অতি॥
কেঁদে কি করিবে ওহে প্রাণেশ।
পরমায়ু তার হইল শেষ॥
স্বরপুরে প্রাণ গেল চলিয়ে।
কার সাধ্য তারে রাখে ধরিয়ে॥
সংসারের এই রীতি হে কান্ত।
সময় হইলে লয় কৃতান্ত॥
এতে শোক নাথ আর করনা।
কি কব তোমারে তুমি জাননা॥
ধৈর্য্যধর নাথ মম বচনে।
ফেটে যায় বুক তব রোদনে॥
আমি তব দাসী হে প্রাণপতি।
রাখ রাখ নাথ মম মিনতি॥
প্রাণে বেঁচে যদি থাক হে পতি।
পাইবে অমন কত যুবতী॥

হোরমুজের স্বদেশ গমন।

প্রিয়ার বচনে মন কিছু হল শান্ত।
হইলেন যুবরাজ রোদনেতে ক্ষান্ত॥
কিছু দিন মনোসুখে নাগর সুজন।
করিলেন প্রিয়াসহ তথায় বঞ্চন॥
প্রতিদিন নব ভাবে মজাইয়ে মন।
প্রাণের প্রিয়ারে দেন প্রেম আলিঙ্গন॥
সুন্দরী প্রফুল্ল অতি পাইয়ে নাগরে।
মনোসাধ পূরে ভাসে সুখের সাগরে॥
এইরূপে কতেক অয়ন গত হয়।
যাইতে আপন দেশে ব্যস্ত রসময়॥
এক দিন কহে রায় প্রাণের প্রিয়ায়।
এখানে থাকিতে আর মন নাহি যায়॥
আসিয়াছি বহু দিন ত্যাজ বাপ মায়।
অতএব স্বদেশেতে যাইব ত্বরায়॥
এখানে থাকিয়ে আর কিবা প্রয়োজন।
চল কালি প্রত্যূষেতে করিব গমন॥
শুনিয়ে নাথের বাণী কহে সুবদনী।
তোমার অধীনী আমি ওহে গুণমণি॥
যথায় যাইবে আমি যাইব তথায়।
ইহাতে অন্যথা মম নাহি রসরায়॥
শুনিয়ে প্রিয়ার বাণী নবীন রাজন।

সৈন্যগণে সাজিবারে কহেন তখন ॥
ভূপতির অনুমতি পেয়ে সেনাগণ।
হরিষে সাজিল জানি সুদেশ গমন ॥
সৈন্য সুসজ্জিত দেখি হরিষ অন্তরে।
আপনার বেশ করে হর্মুজ সত্বরে ॥
বেশ ভূষা করে রায় আনন্দিত মনে।
যাত্রা করে রুমদেশে প্রেয়সীর সনে ॥
কত দেশ নদ নদী ছাড়ায়ে ত্বরিত।
অবশেষে রুমদেশে হন উপনীত ॥
প্রেমানন্দে যুবরাজ লইয়ে প্রিয়ায়।
প্রণাম করিল আসি মা বাপের পায় ॥
রাজরাণী সুখার্ণবে হইল মগন।
দরিদ্র পাইল যেন মহা রত্ন ধন ॥
অন্তরের দুখ যত লাঘব হইল।
প্রেমানন্দে পুত্র পুত্রবধূ ঘরে নিল ॥
পুনর্ব্বার যুবরাজ বসি সিংহাসনে।
প্রজার পালন করে আনন্দিত মনে ॥
অবকাশ পেয়ে তবে কৌছর রাজন।
রাজ্ঞীগণ সহ করে অরণ্যে গমন ॥
নিরঞ্জনে এক মনে আরাধনা করি।
অমর নগরে গেল দেহ পরিহরি ॥

সম্পূর্ণ।

গোলস্কুরমুজ ।

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় যদুনাথ জগতজীবন ।
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ শ্রীরাধার ধন ॥
জয় জয় অর্জ্জুনের সখা নারায়ণ ।
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ॥
জয় জয় বিপিনবিহারি গুণাধার ।
জয় জয় শ্রীরাধার প্রাণের আধার ॥
জয় জয় বংশিধারি যশোদানন্দন ।
জয় জয় গোপিকার [illegible] জন ॥
জয় জয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ।
জয় জয় কংসাদি দানব বিঘাতন ॥
জয় জয় রাধানাথ গোবর্দ্ধনধারি ।
জয় জয় [illegible] ব্রহ্মাণ্ড বিহারি ॥

গ্রন্থ সূচনা।

রুম নগরের শোভা অতি চমৎকার।
অভিমানে স্বর্গ মনে মানে পরিহার॥
রাজপুরি চমৎকার সুচারু গঠন।
নানাবিধ মণিমাণিক্যেতে বিরচন॥
বারদ্বারী পুরিখানি রতনে মণ্ডিত।
বুঝি বিধাতার নিজ হস্তের রচিত॥
সিপাই দাঁড়ায়ে দ্বারে কাতারে কাতার।
জল্লাদ রয়েছে হাতে খোলা তলয়ার॥
রাজপুরি পুরোভাগে রত্নসিংহাসন।
তদুপরি আছে বসি কৌছর রাজন॥
ভৃত্য বর্গ চারি পাশে চামর ঢুলায়।
নকিব ফুকারে আর জেলাদ জানায়॥
পণ্ডিত মণ্ডিত সভামধ্যে দণ্ডধর।
বার দিয়ে বসিয়াছে যেন পুরন্দর॥
সভার কি কব শোভা তুলনা না হয়।
যদি সে সহস্র মুখ সব মুখে কয়।
তথাপি বর্ণন তার হয় কি না হয়॥
পরম ধার্ম্মিক ধীর প্রভুপরায়ণ।
সর্ব্বদা করেন চিন্তা ঈশ্বর চরণ॥

দুই নারী ভূপতির নাহিক নন্দন।
সর্ব্বদা বিরস মন পুত্রের কারণ॥
কনিষ্ঠা রমণী তাঁর অতি রূপবতী।
রূপ হেরি লাজে মরে রতি রতিপতি॥
সুবর্ণ বরণ জিনি সুলাবণ্য তার।
তারাপতি লাজে মরে কি কহিব আর॥
পুত্র আশে সর্ব্বদা ঈশ্বর পূজা করে।
পূজা সমর্পিয়ে স্তব করে যোড় করে॥
জয় জয় জগদীশ জগত আধার।
জগজন প্রাণ ধন সকলের সার॥
জয় জয় জগন্নাথ জগত জীবন।
শিষ্টের পালনকর্ত্তা দুষ্টের দমন॥
জয় জয় জগত্দুর্ল্লভ জগন্ময়।
তোমা হতে জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়॥
তোমার অসাধ্য কিবা তুমি জগত্পতি।
কি জানি মহিমা তব আমি মূঢ়মতি॥

ভূপতির পুত্রবর প্রাপ্তি।

এক দিন সভায় বসিয়ে নরপতি।
মন্ত্রিবর প্রতি কন বিষাদিত মতি॥

শুন শুন মন্ত্রিবর বচন আমার।
তনয় রতন বিনে বৃথা এ সংসার॥
এসুখ সম্পত্তি সার তনয় রতন।
সে ধন অভাব হলে বৃথায় জীবন॥
শাস্ত্রের বচন আমি করেছি শ্রবণ।
পুন্নাম নরকে যায় পুত্রহীন জন॥
কি ছার মিছার এই অসার সংসার।
তনয় রতন বিনে সব অন্ধকার॥
শুনিয়ে ভূপের বাণী কহে মন্ত্রিবর।
বৃথায় কাতর কেন হও দণ্ডধর॥
এদেশের অন্তঃপাতি আছে এক বন।
তথায় তপস্যা করে এক মহাজন॥
যদি কৃপাকণা তিনি করে বিতরণ।
তা হইলে হবে মনোব্যথা নিবারণ॥
শুনি ধীমানের বাণী হরিষ রাজন।
মন্ত্রিসহ তাঁর কাছে করিল গমন॥
কাতরে ঋষির পদ করিয়ে ধারণ।
মনোগত ভাব ভূপ করে নিবেদন॥
শুনিয়ে তাপস কন শুন হে রাজন।
এক মন্ত্র তোমাকে করিব সমর্পণ॥
শুচি হয়ে নিশাযোগে বসিয়ে আসনে।
নির্বিঘ্নে সে মন্ত্র জপ কর এক মনে॥

এক মনে সেই মন্ত্র করিলে সাধন ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিবে দরশন ॥
ভক্তি ভাবে তাঁহাদের করিলে সাধন ।
অনায়াসে পূর্ণ হবে তোমার মনস্ক ॥
সেই ফলে রাজরাণী হবে পুত্রবতী ।
হরমুজ বলি নাম রেখ নরপতি ॥
এত বলি ঋষিবর ভুপে মন্ত্র দিল ।
পরম হরিষে নৃপ আবাসে চলিল ॥
শুচি হয়ে নরপতি যামিনী যোগেতে ।
সেই মন্ত্র জপ করে বসি বিরলেতে ॥
বিরিঞ্চি কেশব আর দেব ত্রিলোচন ।
মন্ত্রের প্রভাবে আসি উপনীত হন ॥
নিরখি অমরগণে রুমের ঈশ্বর ।
করযোড়ে স্তব করিলেন বহুতর ॥
স্তবেতে হইয়ে তুষ্ট ত্রিদেব তখন ।
পুত্রবর দিয়ে ভুপে করিলা গমন ॥
কত দিনে ভূপতির কনিষ্ঠা যুবতী ।
ঈশ্বর কৃপায় হইলেন গর্ভবতী ॥
দুই তিন মাস গত যখন হইল ।
ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত গর্ভ সকলে জানিল ॥
ভূপতির প্রিয়তমা প্রধানা রমণী ।
রূপসীর শিরোমণি প্রবীণা সে ধনী ॥

গর্ভবতী সপত্নী শুনিয়ে সমাচার।
জন্মিল অত্যন্ত দ্বেষ অন্তরে তাহার ॥
ডাকি নিজ সহচরী বিরস বদনে।
পরামর্শ করে দোঁহে বসিয়ে গোপনে ॥
কি করি উপায় বল ও প্রাণসজনি।
গর্ভবতী ভূপতির কনিষ্ঠা রমণী ॥
গর্ভ নষ্ট কর তার করিয়ে উপায়।
বহুধন দানে আমি তুষিব তোমায় ॥
শুনি বাণী বিনয়ে কহিল সহচরী।
অসাধ্য সাধিতে পারি শুন লো সুন্দরি ॥
এ কোন জ্ঞান কথা, বলিলে আমারে।
আই কি শুনাব কথা কহিব কাহারে ॥
ওলো ধনি যদি পাতি ভূমিতলে ফাঁদ।
[illegible] ধরিতে পারি গগনের চাঁদ ॥
অতএব বিনোদিনি থাক ধৈর্য্য ধরি।
সাধিব তোমার কর্ম্ম প্রাণপণ করি ॥
এত বলি সহচরি সহাস্য বদনে।
উপনীত হইলেন কনিষ্ঠা সদনে ॥
সপত্নীর সহচরী হেরি রসবতী।
মৃদু মৃদু বাক্যে কহে সমাদরে অতি ॥
এস এস সহচরি আজি সুপ্রভাত।
যেহেতুক তব সঙ্গে হইল সাক্ষাত।

দুই তিন মাস হইয়াছি গর্ভবতী।
মম প্রতি কটাক্ষে না চান নরপতি ॥
কি করি গো প্রিয় সখি বল না উপায়।
হেন কেহ নাহি যে আমার মুখ চায় ॥
স্বপত্নী যে জ্যেষ্ঠা রাণী আছেন আমার।
ভুলে আঁখি মেলি নাহি চাহে একবার ॥
ওগো প্রিয় সহচরি ভরসা তোমার।
তোমা বিনা অধিনীর কেবা আছে আর ॥
তুমি মাতা তুমি পিতা ভ্রাতাদি সজন।
এত বলি ধনী তার ধরয়ে চরণ ॥
নিরখি বালার ভাব ভাবে সখী মনে।
এজনের অপকার করিব কেমনে ॥
একপ সুশীলা নারী কভু না নেহারি।
এত ভাবি সঙ্গিনীর চক্ষে বহে বারি ॥
দেখি ধনী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসে তাহারে।
কেন সখি কাঁদিতেছ কহ না আমারে ॥
শুনিয়ে সঙ্গিনী কহে প্রবঞ্চনা করি।
মনোদুঃখে কাঁদিতেছি শুন লো সুন্দরি ॥
ধনী কয় ঠাট ছাড় কর না ছলন।
পায়ে ধরি ও সজনি স্বরূপ বল না ॥
শুনি সখী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিল।
ভয়ে ভীতা হয়ে ধনী মূর্চ্ছিতা হইল ॥

চৈতন্য পাইয়ে ধনী করেন রোদন।
বলে আলি রক্ষা কর দাসীর জীবন॥
নিরখি বালার ভাব কহে সহচরী।
কি জন্যে রোদন কর বল না সুন্দরি॥
আমি যদি করিব গো তব অপকার।
তবে তব কাছে কেন করিব প্রচার॥
জান না কি বিনোদিনি জগত্নিধান।
কৌশলে করেন রক্ষা ভক্তের পরাণ॥
ব্যক্ত আছে ইহা ধনী ভারত পুরাণে।
উত্তরার গর্ভে গুরুপুত্র বাণ হানে॥
আছিলেন নারায়ণ পাণ্ডব সহায়।
কৌশলেতে রক্ষা করিলেন উত্তরায়॥
অতএব শুন এক গল্প পুরাতন।
শুনিলে আনন্দ যুক্ত হবে তব মন॥

সখী কর্ত্তৃক গল্পছলে রাজ্ঞিকে প্রবোধ প্রদান।

আরব নগর ধাম, আছিল এমানি নাম,
এক জন দ্বিজবর সাধু।
তাঁর তুল্য সাধু আর, ত্রিভুবনে মেলা ভার,
তিনি সর্ব্বমতে অতি সাধু॥

ছিল এক প্রিয়া তাঁর, রূপ অতি চমৎকার,
হেরি শোভা সুধাংশু লজ্জিত।
তাই অতি ত্বরা করি, উঠিল গগনোপরি,
চির দিন হয়ে কলঙ্কিত॥
হেরি ভ্রূ সে অতনু, ত্যজি ফুলময় ধনু,
মনোদুঃখে ত্যজেছে জীবন।
বদন সরসীদল, নিরখি সরসীদল,
খেদে সার করেছে জীবন॥
জিনি কুরঙ্গ খঞ্জন, নয়ন অতি রঞ্জন,
বিরাজিত তাহে পঞ্চবাণ।
কটাক্ষে নেহারে যায়, অমনি মারেন তায়,
অমিলনে রাখা ভার প্রাণ॥
পীনোন্নত পয়োধর, অতিশয় মনোহর,
বক্ষোপরি কিবা শোভা পায়।
তদুপরি দোলে হার, মরি কিবা শোভা তার,
বুঝি মার রতি সহ তায়॥
সুবর্ণবরণা বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
পতি প্রেমে মগ্ন সদা থাকে।
ততধিক তার পতি, তারে ভালবাসে অতি,
চক্ষু আড়ে কভু নাহি রাখে॥
প্রিয়া বিনে মনে তার, কিছু নাহি লাগে আর,

এইরূপে কিছুকাল, সদাগর কাটে কাল,
পরে শুন আশ্চর্য্য কথন॥

শ্রেষ্টিপত্নীর উপপতি

সম্ভোগ।

এক দিন সুবদনী সখীগণ সঙ্গে।
বাটীর প্রাসাদোপরি আছিলেন রঙ্গে॥
সরস বসন্ত কাল কিবা মধুমাস।
মন্দ মন্দ সুগন্ধ মলয়া সুপ্রকাশ॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে সাধুর রমণী।
রাজপথ নিরীক্ষণ করে সুবদনী॥
দৈবে এক যুবরাজ রাজপথে যায়।
বিনোদিনী দরশন করিল তাহায়॥
পরস্পর শুভদৃষ্টি হইল মিলন।
উভয়েতে কাম ভাবে করে নিরীক্ষণ॥
নয়ন কিরায়ে ঘরে যাওয়া হল ভার।
বুঝ লোক কামের কেমন ব্যবহার॥
হেন কালে অস্তাচলে চলে দিনকর।
সমুদিত নিশাকর প্রসারিয়ে কর॥
রজনী যোগেতে আর না হয় দর্শন।

প্রবল হইয়ে দেহে বিরহ আগুন।
দহিতে লাগিল বল করিয়ে দিগুণ॥
সে আগুন নিবাইতে কাহার শকতি।
বিনে সেই যুবরাজ আর সে যুবতী॥
যুবরাজে না হেরিয়ে সাধুর বনিতা।
ঢলিয়ে পড়িল ধরা হইয়ে মূর্চ্ছিতা॥
দেখি সখীগণে তারে তুলি লয়ে কোলে।
সুশীতল জল দেয় বদন কমলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি বিনোদিনী মেলিয়ে নয়ন।
বলে সই কোথা গেল প্রাণের রতন॥
সে জন বিহনে প্রাণ কেমনেতে ধরি।
বল দেখি প্রিয় সখি উপায় কি করি॥
[illegible] সহচরি মোরে মিলাইয়ে তায়।
নতুবা এ পাপ প্রাণ রাখা নাহি যায়॥
দেখিয়ে বালার ভাব কহে সহচরী।
স্থির হও মনে ধৈর্য্য ধর লো সুন্দরি॥
গৃহে আছে প্রিয়পতি রসিকের শেষ।
তবে কেন কর উপপতির উদ্দেশ॥
সে তোমারে ভালবাসে প্রাণের সমানে।
তুমি তারে ত্যজিবারে চাহ কোন্ প্রাণে॥
বিশেষত পতি ত্যজি পরে যার মন।

তাই বলি বিনোদিনি থাক ধৈর্য্য ধরি।
নির্দ্দোষ জনেরে রক্ষা করেন শ্রীহরি॥

হরমুজের জন্ম বৃত্তান্ত।

এরূপে রাণীরে প্রবোধিল সহচরী।
তথাপি না ধরে ধৈর্য্য পরাণে সুন্দরী॥
সর্ব্বদা ভাবনা ভাবে করি কি উপায়।
এই রূপে কিছু দিন গত হয়ে যায়॥
ক্রমে পূর্ণ দশ মাস হইল যখন।
প্রসবিলা শুভক্ষণে অপূর্ব্ব নন্দন॥
কি কব রূপের কথা না দেখি তেমন।
বুঝি পুনর্ব্বার আসি জন্মিল মদন॥
হেরি নন্দনের মুখ কহেন সুন্দরী।
বল দেখি প্রিয় সখি উপায় কি করি॥
কেমনে নন্দনে আমি করিব পালন।
দারুণ সতিনী দিয়াছেন নিরঞ্জন॥
এর সদুপায় এক শুন সহচরি।
নন্দনে লইয়ে যাও দেশ পরিহরি॥
অন্য কোন দেশেতে পালন কর গিয়ে।
তবেত হইবে রক্ষা দেখিনু ভাবিয়ে॥

বয়স হইলে প্রাপ্ত আনিবে হেথায়।
শীঘ্র যাও সঙ্গিনী বিলম্ব না করায়॥
অতি যত্নে সন্তানেরে করিবে পালন।
বহু ধন দানেতে তুষিব তব মন॥
এত বলি ধনী এক অঙ্গুরী আনিয়ে।
পুত্র সহ সঙ্গিনীরে দিল সমর্পিয়ে॥
হস্তের অঙ্গুরী এই দিলাম নিশান।
হেরি ভূপ চিনিবেন আপন সন্তান॥
শুন শুন সহচরি এ দুখির বচনে।
হরমুজ বলি নাম রাখিও যতনে॥
মহিষী নিকটে এক প্রস্তর আছিল।
সঙ্গিনীর করে দিয়ে কহিতে লাগিল॥
যখন কাঁদিবে শিশু দুগ্ধের কারণে।
এ প্রস্তর দিও সখি শিশুর বদনে॥
এত বলি বিদায় করিয়ে সহচরী।
পাষাণেতে হৃদয় বাঁধিল সে সুন্দরী॥
সহচরী কোলে লয়ে যায় শিশুবরে।
কত দিনে উত্তরিল খুজান নগরে॥
একাকিনী সহচরী ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সম্মুখে আবাস এক পাইল দেখিতে॥
আতপে তাপিত অতি হয়ে সহচরী।
[illegible] ॥

প্রবেশিয়ে পুরি মাঝে ক্লান্ত হয়ে অতি।
মূর্চ্ছিতা হইয়ে ভূমে পড়িল যুবতী ॥
খুজানের ভুপতির মালীর ভবন।
তথায় রহিল ধনী হয়ে অচেতন ॥
বাহিরে আসিয়ে মালী করে নিরীক্ষণ।
পুত্র কোলে এক নারী করিয়ে শয়ন ॥
সুশীতল জল মুখে করিতে অর্পণ।
মূর্চ্ছা ত্যজি সহচরী মেলিল নয়ন ॥
সচেতন রমণীরে করি নিরীক্ষণ।
বিস্ময় হইয়ে মালী জিজ্ঞাসে কারণ ॥
কে তুমি আইলে কোথা কাহার ললনা।
ক্রোড়েতে কাহার শিশু স্বরূপ বল না ॥
শুনিয়ে তাহার বাণী রমণী তখন।
পূর্ব্বাপর মালীরে জানায় বিবরণ ॥
শুনেছ কৈছর নামে রুম অধিপতি।
তাঁহার তনয় এই শুন মহামতি ॥
দিলাম তোমারে আমি এ পুত্র রতন।
যতনে ইহারে তুমি করহ পালন ॥
কিন্তু স্থিরচিত্তে শুন বচন আমার।
হরমুজ বলি নাম রাখিবে ইহার ॥
এই লহ রুমের পতির নিদর্শন।
এত বলি অঙ্গুরী করিল সমর্পণ ॥

কুমার সদৃশ পুত্রে পেয়ে হরষিতে।
অতি যত্নে মালী তারে লাগিল পালিতে॥
কিছু দিন তথায় থাকিয়ে সহচরী।
দেহ পরিহরি গেল অমর নগরী॥
মালীর ভবনে শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
গগণেতে শুক্লপক্ষ সুধাংশুর প্রায়॥
এই রূপে বাল্য কাল ক্রমে গত হয়।
ক্রমে ক্রমে কুমারের যৌবন উদয়॥
কুমার বয়স প্রাপ্ত করি নিরীক্ষণ।
বিদ্যা হেতু পাঠশালে করিল প্রেরণ॥
ভূপালপতির সুত সখাগণ সনে।
সেই বিদ্যালয়ে এল পাঠের কারণে॥
পরস্পর শুভাদৃষ্টে হইল মিলন।
এক স্থানে দোঁহে পাঠ পড়ে অনুক্ষণ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ হইয়ে দুজনে।
পরে ধনু বিদ্যা শিক্ষা করেন যতনে॥
হরমুজ সহ রাজপুত্রের পিরীত।
হেরি তার সখাগণ হইল দুঃখিত॥
সকলেতে একত্রেতে করি আগমন।
ভূপতির নিকটে করিল নিবেদন॥
মহারাজ তব পুত্র মালিসুত সহ।

আমাদের ত্যাগ করি তোমার তনয়।
মালীরতনয় সহ করেছে প্রণয় ॥
শুনিয়ে ভূপতি অতি হয়ে [illegible] মন।
স্বীয় নন্দনেরে ডাকি করিল বারণ ॥
এসব সংবাদ যাঁর শুনিয়ে শ্রবণে।
প্রবেশিল নব দুঃখ হরমুজের মনে ॥
মনোদুঃখে গুণাধার ত্যজি নিজ [illegible]
ভূপের উদ্যানে গিয়ে করিলেন বাস ॥
রাজবাটী অন্তঃপাতি উদ্যান সুন্দর।
সে উদ্যানে নিরন্তর [illegible]

উদ্যান বর্ণন।

[illegible] অতিশয় মনোলোভা,
বর্ণে তাহা না হয় বর্ণন।
কত ফুল বিকশিত, সুশোভিত সুবাসিত,
হেরিলে যুড়ায় প্রাণ মন ॥
তরুপরি শুক শারী, বসি সব সারি সারি,
মধুস্বরে করে নানা গান।
হেন মনে অনুমানি, বুঝি সে উদ্যান খানি,
মনোজের বিরামের স্থান ॥

বৃক্ষোপরি পিককুল, হয়ে প্রেমরসাকুল,
নানা রাগে নানা গান করে।
ভ্রমর ভ্রমরাগণ, মধু করি অন্বেষণ,
ভ্রমিয়ে বেড়ায় গুঞ্জ স্বরে॥
মধ্য স্থলে সরোবর, শোভা অতি মনোহর,
নীর তাহে করে ঢল ঢল।
বধুঁর উদয় হেরি, তাহে উর্দ্ধ মুখ করি,
রহিয়াছে কত শতদল॥
মধুলোভে মধুকর, বসিয়ে কমলোপর,
পিয়ে মধু আনন্দিত মনে।
মরি কিবা শোভা তার, যেন ব্রজেন্দ্রকুমার,
বিরাজিত ব্রজে রাধা সনে॥
সারস সারসীগণ, হইয়ে সরস মন,
আনন্দেতে খেলিয়ে বেড়ায়।
তার পার্শ্বে পুষ্পবন, মুকুলিত পুষ্পগণ,
হেরিলে মনের তাপ যায়॥
বধিতে কামিনীকুল, ফুটেছে কামিনী ফল,
মরি মরি কি শোভা তাহার।
ফুটেছে অশোক ফুল, শুদ্ধ বিরহীর শূল,
কে দিল অশোক নাম তার॥

গোলবানুর রূপ বর্ণন ।

সুজানপতির এক আছিল নন্দিনী ।
গোলবানু নাম তার যেন সৌদামিনী ॥
সুচারু চিকুর মেঘ করি নিরীক্ষণ ।
মনোদুঃখে বৃষ্টি ছলে করয়ে ক্রন্দন ॥
হেরি মুখ শোভা তার অতি দুঃখ মনে ।
গগনে উঠিল চাঁদ পঙ্কজ জীবনে ॥
গগনের শক্র ধনু তার ভুরু দেখে ।
গুরু মানিবারে দেখা দেয় থেকে থেকে ॥
শিখিতে মধুর স্বর [illegible] ।
কোকিল [illegible] এসে মহাবেশে ॥
নয়নের ভঙ্গি তার দেখিয়ে নয়নে ।
লজ্জা খেদে মৃগকুল বাস করে বনে ॥
শুক চঞ্চু তুলনা না নাসাতে হইল ।
দুষ্ট বুদ্ধি শুকে আনি পিঞ্জরে পূরিল ॥
আগে মনে বিধাতা গড়েছিল কুন্দফুল ।
কুমারীর দশনে দিতে সমতুল ॥
তুলনা হলো না তার দেখিয়ে বিধাতা ।
উদ্যানে লুকায়ে রাখে মনে পেয়ে ব্যথা ॥
কুমারীর কটিদেশ করি নিরীক্ষণ ।
করিঅরি বন মাঝে রহে অনুক্ষণ ॥

শিখিতে চলন তার রাজহংসগণ।
কুমারীর সহ সদা করয়ে ভ্রমণ॥
সুন্দরীর সুগঠন নিতম্ব দেখিয়ে।
পৃথিবী হইল মাটী ভাবিয়ে ভাবিয়ে॥

বুঝি বিধি মনে মনে করি অনুমান।
ত্রিলোকের রূপসীর গর্ব্ব ভঙ্গ স্থান।
নির্জ্জনে বসিয়ে যারে করেছে নির্ম্মাণ॥

বিদ্যুতে বিদ্রুপ করে রূপের গরবে।
নতুবা চপলা কেন সে চপলা হবে॥

হরমুজের রূপ দর্শনে গোলবানুর মূর্চ্ছা।

ও সঙ্গীদিগের নিকট ভাব প্রকাশ।

একদা কামিনী, সহিত সঙ্গিনী,
স্নান করিবার ছলে।
রাজার উদ্যানে, আনন্দিত মনে,
আসি নামিলেন জলে॥
তথায় সুন্দরী, হরমুজে হেরি,
আহত মদন শরে।
উঠিতে উপরে, পড়িল সত্বরে,
মূর্চ্ছা হয়ে ভুমি পরে॥

দাসদাসীগণ, করিয়ে ধারণ,
তাড়াতাড়ি কোলে লয়ে।
সকলে তখন, করিল গমন,
তথা হতে নিজালয়ে॥
শীতল জীবন, করিতে অর্পণ,
বালার হল চেতন।
তখন সুন্দরী, উঠি ত্বরা করি,
মেলিল দুটি নয়ন॥
বালারে চেতন, করি নিরীক্ষণ,
কহে যত সহচরী।
[illegible],
হয়েছিলে গো সুন্দরি॥
শুনিয়ে রমণী, কহেন অমনি,
কি কহিব সহচরি।
কুসুম কাননে, হেরিনু নয়নে,
কিবা রূপ আহা মরি॥
সে জনে যখন, করিনু দর্শন,
তখন দারুণ মার।
লয়ে পঞ্চশর, হানিল সত্বর,
বধিতে প্রাণ আমার॥
তাহাতে মূর্চ্ছিত, হইনু নিশ্চিত,

ত্বরায় তাহারে, দেখাও আমারে
নতুবা প্রাণেতে মরি ॥

গোলবানুর খেদ।

সঙ্গিনীর কর রামা করিয়ে ধারণ।
কহিতে লাগিল ধনী সজল নয়ন ॥
ওগো সহচরি শুন আমার বচন।
সেই রূপ-মাধুরী দেখাও এখন ॥
শরদের শশি জিনি রূপ চারু বয়ান।
কিবা নয়নের ঠার কেড়ে লয় প্রাণ ॥
[illegible] চল পুনর্ব্বার সেই উপবনে।
[illegible] জলে॥
[illegible] বিলম্ব সহে না।
তার অদর্শনে আর পরাণ রহে না॥
জ্বলিতেছে প্রাণ সখি স্মর শরানলে।
তারে হেরিবারে শীঘ্র চল যাই জলে॥
বলিতে বলিতে ধনী মনের বিষাদে।
ছুটিয়ে উঠিল গিয়ে বাটীর প্রাসাদে॥
তথা হতে হরমুজে করি নিরীক্ষণ।
দ্বিগুণ প্রবল হল বিরহ বেদন ॥

মূর্চ্ছিতা হইয়ে তথা পড়িল কুমারী।
তাড়াতাড়ি সখীগণ মুখে দেয় বারি॥
মূর্চ্ছা ত্যজি বিনোদিনী মেলিয়ে নয়ন।
দ্রুতগতি যায় পুন করিতে দর্শন॥
হরমুজে হেরি ধনী প্রফুল্ল অন্তরে।
সখীগণে সুধামুখী দেখায় নাগরে॥
ওই দেখ সহচরি পুরুষ রতন।
কোটি মার নিন্দি [illegible] ভুবনমোহন॥
দেহ ওরে সহচরি মিলায়ে আমায়।
দহিতেছে প্রাণ মন বিরহ [illegible]॥
নিরখি বাক্য [illegible] কহে সখীগণ।
স্থির হও মনে ধৈর্য্য কর গো ধারণ॥
অনূঢ়া বালিকা তুমি প্রথম যৌবন।
ছি ছি ধনি লাজে মরি একি অলক্ষণ॥
ক্ষমা দাও বিনোদিনি [illegible] পায়ে বলি।
পিতৃ মাতৃ কুলে কেন দাও জলাঞ্জলি॥
তাতে কি প্রবোধ মানে তাহার পরাণে
অঙ্গ যার দহিতেছে অনঙ্গের বাণে॥
কহে [illegible] সজনি ধরি তোর পায়।
দ্রুতগতি [illegible] মিলাইয়ে তায়॥
শুনিয়ে বালার [illegible] সখী এক জন।

এখানেতে প্রেমময় একাকী কাননে।
বসিয়ে আছেন অতি বিরস বদনে॥
হেনকালে সখী তথা করি আগমন।
সুমধুর স্বরে তাঁরে করে নিবেদন॥

হোরমুজের প্রতি সখীর উক্তি।

শুন শুন যুববর, রসময় সুনাগর,
নৃপতি নন্দিনী তব সুলাবণ্য হেরিয়ে।
কি কব হে গুণমণি, তব প্রেমধনে ধনী,
হতে চায় তোমা ধনে পতিরূপে বরিয়ে॥
সুবর্ণবরণী বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা
তব লাগি আছে ধনী মরমেতে মরিয়ে।
শুন ওহে গুণাকর, তাবে সুশীতল কর,
মহাসুখে অনুরাগে পরিণয় করিয়ে॥

সখীর প্রতি হোরমুজের উক্তি।

ওরে পাপীয়সি শুন বচন আমার।
এমন বচন মোরে না বলিহ আর॥
একবার জুপস্থত সহপ্রেম করি।
একাকী উদ্যানে আছি গৃহপরিহরি॥
দূর হও হেথা হতে এখনি ত্বরায়।

হসরী হোরমুজের নিকট হইতে আসিয়া
গোলবানুকে কহিতেছে।

যারে দেখে বিনোদিনি হারায়েছ জ্ঞান।
যাহারে মোহন মুর্ত্তি করিতেছ ধ্যান॥
যার লাগি হইয়াছ পাগলিনী প্রায়।
কি কব সে যুবরাজ না চায় তোমায়॥
তোমার বিনয় কত কহিলাম তায়।
কটূক্তি করি মোরে করিল বিদায়॥

সহচরীর প্রতি গোলবানুর উক্তি।

না চায় তোমায় এই কঠিন বচনে।
শত বজ্রাঘাত যেন হল সেইক্ষণে॥
কহে ধনী সখী প্রতি হইয়ে কাতর।
আমারে না চায় সখী সেই গুণাকর॥
তবে বল সজনি গো কি করি উপায়।
আমার নির্ব্বোধ মন সদা তারে চায়॥
কি ক্ষণে হেরিল তারে আমার নয়ন।
ভুলিবারে নাহি চায় একি অলক্ষণ॥
যাচিয়ে যৌবন দিতে চাহিলাম যারে।
হায় হায় আজে মরি সে জন না চায়॥
নারীরে অধীন এত করিলেন হরি।

নাহক তাহক শুন আমার বচন।
প্রবোধ নাহিক মানে এ অবোধ মন॥
যে কোন প্রকারে হক মিলাও তাহারে।
ওগো প্রাণ সহচরি ধরি তব পায়॥

গোলবানুর প্রতি সহচরীর উক্তি।

লাজে মরি ধনী তব শুনিয়ে বচন।
রমণী যাচিকা হয় একি অলক্ষণ॥
পূর্ব্বাপর এই রূপ শুনেছি শ্রবণে।
পুরুষ যাচক হয় রমণী সদনে॥
তোমার যেমন ভাব তার তাহা নয়।
তবে বল ধনী কিসে হইবে প্রণয়॥
পিরীতি পরম ধন সামান্য না হয়।
প্রেমিকে বুঝিতে পারে অপ্রেমিকে নয়॥
তুমি তার প্রেমে ধনি মজাইলে মন।
তোমারে না চায় সেই প্রেমিক কেমন॥
হায় বিধি ছেলে খেলা শুনে মরি লাজে
এক হাতে হাত তালি কভু নাহি বাজে॥

গোলবান্দুর সহচরীর প্রতি পুনরুক্তি ও হোরমুজের সহিত শুভ দর্শন ।

শুনি সঙ্গিনীর মুখে রাজার কুমারী ।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে চক্ষে বহে বারি ॥
অঙ্গ যার দহিতেছে নিদারুণ মার ।
এ লজ্জায় লজ্জা বোধ হয় কি তাহার ॥
বিঁধিল কামের বাণ হৃদয়ে আমার ।
ভুলিল নয়ন মন রূপেতে তাহার ॥
রমণীর সার ধন লজ্জা ভয় ছিল ।
আমা হতে সে সকল অন্তর হইল ॥
কেমন নির্লজ্জ মম মন সহচরি ।
ধৈরজ ধরিতে নারে বলনা কি করি ॥
কোন রূপে মিলাইয়ে দেহ গো আমায় ।
নতুবা এ পাপ প্রাণ রাখা নাহি যায় ॥
এত বলি তথা হতে রূপসী সত্বরে ।
বাটীর প্রসাদে ওঠে হেরিতে নাগরে ॥
তথা হতে বিনোদেরে করি দরশন ।
প্রেমানন্দ নীরে বালা হইল গমন ॥
অপরূপ রূপবান দেখিয়ে নাগরে ।
রূপে তনু টল টল [illegible]

হেন গুণমণি সেই হোরমুজ সুজন।
অকস্মাৎ রমণীরে করিল দর্শন॥
শরবিন্দু বিনিন্দিত সুচারু বদন।
কুরঙ্গ খঞ্জন জিনি কমল নয়ন॥
শত সৌদামিনী জিনি অঙ্গের বরণ।
পীনোন্নত পয়োধর অতি সুশোভন॥
ওষ্ঠপার বক্রবাঁকি শোভে মনোহর।
যেন সরোরুহ দলে উদিত ভ্রমর॥
এরূপ নারীর রূপ করি নিরীক্ষণ।
মনোজের শরে হল আকুল জীবন॥
স্মর শরানলে প্রাণ হয়ে জ্বালাতন।
মূর্চ্ছিত হইয়ে ভূমে করিল শয়ন॥
হেনকালে অস্তাচলে চলে দিনমণি।
তিমির বসন পরি আইল রজনী॥
কতক্ষণ পরে ধরা পাইয়া চেতন।
রূপসীরে চায় পুন করিতে দর্শন॥
তমোময় দিকদশ হয়েছে তখন।
রূপসীরে না হেরিয়ে বিরস বদন॥

গোলবানুর অদর্শনে হোরমেজের খেদ

এই যে আমারে প্রিয়ে দিয়ে দরশন হে ।
চপলার ন্যায় কোথা করিলে গমন হে ॥
এই দেখিলাম তব কুরঙ্গ নয়ন হে ।
এক দৃষ্টে মম প্রতি করিলে বীক্ষণ হে ॥
এই যে ছিলে হে তুমি চাতকী যেমন হে ।
চপলার ন্যায় কোথা করিলে গমন হে ॥
এই দেখিলাম তব সুন্দর বদন হে ।
এই যে কটাক্ষে মন করিলে হরণ হে ॥
এই যে দেখায়ে মোরে প্রেমের লক্ষণ হে ।
চপলার ন্যায় কোথা করিলে গমন হে ॥

হোরমুজের বিরহ ।

এই রূপে গুণমণি হোরমুজ সুজন ।
রূপসীর রূপ ভাবি করেন রোদন ॥
বলে অয়ি বিধুমুখি দরশন দিয়ে ।
পুনর্ব্বার কোথা তুমি গেলে পলাইয়ে ॥
বিধুর উদয়ে সুখী হয় সর্ব্বজন ।
মম পক্ষে হল তাহা গরল যেমন ॥
যতক্ষণ গগনেতে ছিল দিনকর ।
দেখিতে ছিলাম তব রূপ মনোহর ॥

রবি গেল শশী আসি উদয় হইল।
তব মুখ শশী ধনী কোথা লুকাইল॥
হারে নিদারুণ শশী কহনা কেমনে।
বিচ্ছেদ করালি সেই প্রেয়সীর সনে॥
সবে কয় শশী তোরে জগত্ রঞ্জন।
সে কথা কথার কথা বুঝিনু এখন॥
সংযোগীর করে থাক মানস রঞ্জন।
বিয়োগীর পক্ষে কর বিষ বরিষণ॥
জানিলাম শশী তুই যেমন সুজন।
এখনি করিব তোর উচিত শাসন॥
এত বলি ক্রোধে ধীর হইয়ে অধর।
যুড়িলেন শরাসনে তীক্ষ্ণ দুইশর॥
হেনকালে শশধর মেঘে আচ্ছাদিল।
দেখি যুবরাজ ধনু ভুমেতে ফেলিল॥
ভাষিয়ে নয়ন জলে কহে গুণাধার।
না জানি কেমন মন কঠিন আমার॥
যবে সহচরী এল লইতে আমারে।
আহা কত কটু আমি কয়েছি তাহারে॥
করিয়াছি অপমান আগে না ভাবিয়ে।

গোলবানুর স্বপ্নে নাগরের সহিত বিহার।

এখানেতে রাজার নন্দিনী।
আসি আপনার বাসে, নয়ন নীরেতে ভাসে,
বিষম বিরহে বিষাদিনী॥
যত বাড়ে বিভাবরী, তত দহে সে সুন্দরী,
দারুণ বিরহ হুতাশনে।
নাহি মানে নিবারণ, বিরহে দহে মন,
কুলবালা সহিবে কেমনে॥
ষোড়শী যুবতীসতী, তাহাতে নূতনব্রতী,
নাহি জানে বিরহ কেমন।
বিরহের কি আবেশ, অদ্ভূত ঘটিল শেষ,
ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন॥
অচেতন হয়ে ধনী, স্বপনে নাগরমণি,
নয়নেতে দেখিবারে পায়।
যেন নাগরের সঙ্গে, মজিয়ে রসতরঙ্গে,
প্রেমালাপে যামিনী পোহায়॥
প্রবল বিরহানল, মিলনেতে সুশীতল,
[illegible] ধনী হরষিত মনে।

করিয়া তিমির নাশ, দিবাকর সুপ্রকাশ,
প্রাতে বহে মলয়া সমীর।
চৈতন্য পাইয়ে ধনী, না হেরি নাগরমণি,
শোকে পুন হইল অস্থির॥

হোরমুজের অদর্শনে গোলেবানুর আক্ষেপ।

কহে বিনোদিনী কোথা রমণী রমণ হে।
দেখা দিয়ে কেন পুন হলে অদর্শন হে॥
এই যে করিলে কত প্রেম আলাপন হে।
তবে কেন নাহি হেরি ও বিধুবদন হে॥
এই করিলাম তব শ্রীমুখ চুম্বন হে।
এই যে দিলাম প্রেমাবেশে আলিঙ্গন হে॥
এই যে কহিলে কত মধুর বচন হে।
তবে কেন নাহি হেরি ও বিধুবদন হে॥
এই মম শিরে কর করি সমর্পণ হে।
কহিলে তোমারে নাহি ত্যজিব কখন হে॥
এই যে লুটিলে মম যৌবন রতন হে।
তবে কেন নাহি হেরি ও বিধুবদন হে॥
এই যে অধর মম করিয়ে ধারণ হে।
কহিলে কতেক কথা না যায় বর্ণন হে॥
এই যে করিলে আশা [illegible]

বুঝিলাম ছলে মন করিতে হরণ হে।
তাই হয়েছিল নাথ তব আগমন হে॥
আগে যদি জানিতাম কঠিন এমন হে।
তা হলে কি মন প্রাণ করি সমর্পণ হে॥

গোলবান্নুর বিরহ।

এরূপে কামিনী, যেন পাগলিনী,
নাগরে না হেরে ভাবিছে কত।
বিহনে নাগর, যেরূপ কাতর,
লেখনী লিখিতে না পারে তত॥
কহেন সুন্দরী, ওগো সহচরী,
বল না কি করি এর উপায়।
বিরহ জ্বালায়, তনুজলে যায়,
মিলাইয়ে তায় দেহ ত্বরায়॥
শুন গো সজনি, যেরূপে রজনী,
কাটায়েছি আজি বলিতে নারি।
শশীর কিরণ, গরল যেমন,
সহিতে না পারি সহজে নারী॥
কি কহিব আর, মালতীর হার,
জ্বালায়েছে যত সখী আমায়॥
সমস্ত রজনী, জেগে কাটায়েছি ধনী,

ওলো সুলোচনা, তাজিয়ে ছলনা,
কেমনে বলনা পাইব তারে।
ওগো সহচরি, বুঝি প্রাণে মরি,
অতি ঘোরতর মার বিকারে॥

গোলবানুর প্রতি সহচরীর উক্তি।

প্রমদার মুখে শুনি, বিষম বিষাদ গুণি,
বলে ধনী হেন কথা কহিলে কেমনে গো
অনূঢ়া বালিকা যেই, মুদিত হয় যে সেই,
ছিছি ধনী লাজে মরি এমন বচনে গো॥
অজ্ঞাত যৌবন তব, কিছু নহে অনুভব,
নাহি জানি কি করিবে বিজ্ঞত যৌবনে গো।
মিছা খেদ কর কত, হও গুপ্তা নারী মত,
কুলশীল সব রবে সেভাব ধারণে গো॥
জান না কি মহীপাল, সে যে কালান্তের কাল,
জানিলে কি বিনোদিনি রহিবে জীবনে গো।
মহিষী বাঘিনী প্রায়, যদ্যপি সে টের পায়,
তিলেতে করিবে তাল ভাবিছ না মনে গো॥
ছিছি ধনি লাজে মরি পরকীয় আশা করি,
নৃপতির কুলমান খোয়াবে কেমনে গো।

সহচরীর প্রতি গোলবানুর উক্তি।

শুনি সঙ্গিনীর মুখে, কুমারী কহেন দুখে,
কে অন্যথা করিবে গো তুমি যাহা কহিবে।
কিন্তু এবিরহ বিষে, পরাণ বাঁচিবে কিসে,
অবলা বালার প্রাণে বল কত সহিবে॥
হেরি সে চন্দ্রবদন, হল প্রেম উদ্দীপন,
না পাইলে সেই জনে প্রাণ নাহি রহিবে।
বুঝেছি তোমার ভাবে, মোর প্রাণ যায় যাবে,
যে ক্ষতি সে ক্ষতি মোর তোমার কি বহিবে॥
ওগো প্রাণ সহচরি, বল কিসে ধৈর্য্য ধরি,
বিনে সে নাগর মণি, আমারে না পাইবে।
মজেছে সে রূপে মন, কিসে করি নিবারণ,
বিনে সেই প্রিয়জন নিবারণ নহিবে॥

গোলবানু কর্ত্তৃক আপন যৌবনের অবস্থা বর্ণন।

সহচরি পূর্ব্বে বরং আছিলাম ভাল।
কি কাল হইল মম এ যৌবন কাল॥
ফুটিল হৃদয়পদ্ম যুটিল যৌবন।
ভ্রমর অভাবে কিসে জুড়াই জীবন॥
প্রণয় পরম রস হইল সঞ্চার।

বাল্য কাল সহচরি ছিল গো যখন।
শিশুসঙ্গ খেলা করিতাম অনুক্ষণ॥
তখন কি জানি আমি প্রণয় এমন।
এখন দেখি যে সখি নিকট মরণ॥
হৃদি সরোবরে সরোজিনী প্রকাশিল।
মনোজের রস ক্রমে আসিয়ে যুটিল॥
পূর্ব্বে সুধাকরে হেরে যুড়াত জীবন।
এখন সে সুধাকর গরল যেমন॥
পূর্ব্বে সুখে শুনিতাম কোকিলের স্বর।
এখন শ্রবণে যেন বিন্ধে তীক্ষ্ন শর॥
পূর্ব্বে করিতাম সুখে সমীর সেবন।
এখন সে সাপে থেকো অনল যেমন॥
পূর্ব্বে অনুরাগে পরিতাম নানা ফুল।
এখন শরীরে যেন ফোটে তীক্ষ্ন শূল॥
পূর্ব্বে লেপিতাম অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন।
এখন মাখিলে তাহা সংশয় জীবন॥
পূর্ব্বে বেণী প্রিয় অতি ছিল গো সজনী।
এখন দংশন করে যেন কালফণী॥
পূর্ব্বে প্রেমাবেশে পরিতাম নীলাম্বর।
এখন পরিলে হয় ব্যাকুল অন্তর॥
কি কাল হইল সখি [illegible]

গোলবানুর প্রতি সহচরীর উক্তি।

শুন কহিলে বলি তোমায়, ত্যজনা কুল প্রেমের দায়,
যাবে লো মান রবে না আর, রবে না আর।
বালিকা তুমি না জান ধনি, মজনা প্রেমে রমণীমণি,
এছার প্রেমে দুখ অপার, দুখ অপার॥
সাধনা কর সে নিত্য প্রেম, হবে যুবতি তবে হে ক্ষেম.
যে প্রেম সাধে যোগীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ.
ত্যজ অনিত্য নিত্য ভাবনা, রবে না ধনি ভবযাতনা,
রূপসি যদি পাও সে ধন, পাও সে ধন॥

সহচরীর প্রতি গোলবানুর উক্তি।

হাসিয়ে হাসিয়ে তবে কহেন সুন্দরী।
লাজে মরি কেমনে কহিলে সহচরি॥
প্রবীণা না হই আমি নবীন বয়েস।
ইন্দ্রিয় অবশ নহে নাহি পাকে কেশ॥
ইন্দ্রিয় শিথিল মম হইবে যখন।
তখন করিব সার নিত্য প্রেমধন॥
বিশেষ সুধীর উক্তি শুনেছি শ্রবণে।
এই প্রেমে পাওয়া যায় সেই প্রেমধনে॥
অতএব ঠাট ছলা পরিত্যাগ করে।

হোরমুজকে আনিতে অনেক সখীর গমন ও উদ্যানে হোরমুজের বিলাপ।

কুমারীর প্রিয়সখী ছিল যত জন।
কুমারীর ভাব হেরি বিষাদিত মন॥
শীঘ্রগতি এক সখী উঠিয়ে সত্বরে।
চলিলেক পুনর্ব্বার কুমার গোচরে॥
এখানে নাগর নাগরীর অদর্শনে।
ঝর ঝর ঝরে জল কমল নয়নে॥
বলে হায় একিদায় কি কর্ম্ম করেছি।
আপনার দোষে সে ধনীরে হারায়েছি॥
না বুঝে সখীরে আমি করেছি ভৎসনা।
আর কি পাইব আমি সে চন্দ্রবদনা॥
আর কি আসিবে সখী লইতে আমারে।
আর কি পাইবে আঁখি দেখিতে তাহারে॥
আর কি এমন ভাগ্য হইবে আমার।
মনোসাধে নিরখিব বিধুমুখ তার॥
এমন আশ্চর্য্য আজি না দেখি কখন।
দেখা দিয়ে প্রাণ মন করিল হরণ॥
না জানি কি আছে সেই বালার নয়নে।

এই রূপে গুণমণি নাগর সুজন।
ভাবি রূপসীর রূপ করেন রোদন॥
হেন কালে সখী তথা করি আগমন।
দেখিলেন নাগরের পিরীতি লক্ষণ॥

সহচরী হোরমুজকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, হোরমুজ উত্তর প্রদান করিতেছে, উভয়ের প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধে এই কবিতা।

সহচরী। কে তুমি হে যুবরাজ একাকী নির্জ্জনে।
হোরমুজ। প্রেমের তপস্বী আমি শুন বরাননে॥
সহচরী। করিতেছ বল কোন প্রেম আরাধন।
হোরমুজ। করিতেছি আরাধন প্রিয়া প্রেমধন॥
সহচরী। কে তব প্রাণের প্রিয়া কহ না আমায়।
হোরমুজ। কি লাভ হইবে মম বলিলে তোমায়॥
সহচরী। ভাল তবু বল বল ওহে গুণধাম।
হোরমুজ। রাজার কন্যা গোলবাম্ব নাম॥

হোরমুজের প্রতি সহচরীর উক্তি।

একি কথা যুবরাজ, শুনিয়ে হতেছে লাজ,
রূপসীর শিরোমণি সে নারী রতন হে।
লভিতে সুন্দরী ধনে, কত রাজপুত্রগণে,

গোল-হরমুজ।

অনুঢ়া সে রসবতী, জানে না কে[illegible],
প্রেয়সী বলিলে তারে করিয়ে কেমন [illegible]।
একি কথা সর্ব্বনাশ, ত্যাগ কর হেন আ[illegible]
চাঁদেরে ধরিতে চাও হইয়ে বামন [illegible]।

সহচরীর প্রতি হোরমুজের উক্তি

রূপসী যুবতী তুমি নবীনা কামিনী
নির্জ্জন প্রদেশে কেন এলে একাকিনী
কি আশায় হেথা আশা কি তব মানস।
হঠাৎ কহিলে কেন নিষ্ঠুর বচন।

হোরমুজের প্রতি সহচরীর উক্তি।

আমাদের ঠাকুরাণী নবীনা যুবতী।
সে রূপের কাছে রতি নহে এক রতি॥
রূপসী যুবতী ধনী সমীর সেবনে।
সখীসনে এসেছিল এই উপবনে॥
করিছেন প্রেমানন্দে উদ্যানে ভ্রমণ।
অকস্মাৎ মন তাঁর হইল হরণ॥
কে হরিল মন ধন তত্ত্ব জানিবারে।
ঠাকুরাণী পাঠাইল এখানে [illegible]॥

কি ক্ষণেতে দেখিলাম সে বিধুবদন ।
উন্মত্ত হইল মন না মানে বারণ ॥
চপলা চপলা সদা যে রূপ দেখিয়ে ।
লাজে শশী ক্ষীণ হয় ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
ততোধিক সুরূপসী সে নারী রতন ।
আমি কোন ছার মজে যোগিজন মন ॥
অতএব বিনোদিনি কি কহিব আর ।
করুণা করিয়ে প্রাণ রাখহ আমার ॥

হোরমুজের প্রতি সহচরীর উক্তি ।

তব কথা শুনে লাজে মরি রসরাগ ।
এবে দেখি তব আশা বামনের প্রায় ॥
বারাঙ্গনা নহে সে যুবতী কুলবতী ।
নবোঢ়া সে সুরূপসী নাহি জানে রতি ॥
কালান্ত কালের প্রায় খুজান রাজন ।
ঘৃণাগ্রে জানিলে মোর যাইবে জীবন ॥
কার ঘাড়ে দুটা মাতা একর্ম্ম করিবে ।
ক্ষমা দাও ধীর আমা হতে না হইবে ॥

সহচরী সঙ্গে হোরমুজের গোলবানু

নিকটেই গমন ।

বাঁচাও গো সহচরি মিলাইয়ে তায়।
নতুবা দেহেতে প্রাণ রাখা নাহি যায়॥
উন্মত্ত বারণ মন না মানে বারণ।
তার রূপ বনে সদা করিছে ভ্রমণ॥
দেহ সহচরি মোরে করিয়ে মিলন।
এত বলি ধরে গিয়ে সখীর চরণ॥
নিরখি যুবার কাজে কহে সহচরী।
ছি ছি ছাড় ছাড় পদ সরমেতে মরি॥
যুবরাজ একি কাজ দেখে হাসি পায়।
ধরিলে নারীর পায় রমণীর দায়॥
ধৈর্য ধর পদ ছাড় ছি ছি মরি লাজে।
শুদ্ধ মম আগমন তোমাদের কাজে॥
রসরাজ কর সাজ আনন্দিত মনে।
চল আজি মিলাইব প্রমদার সনে॥
সঙ্গিনীর মুখে শুনি এরূপ বচন।
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল গগন॥
প্রেমাবেশে যুবরাজ বেশভূষা করি।
চলিলেন প্রেমানন্দে সহ সহচরী॥
কুমারী আছিল হেথা পথ নিরখিয়ে।
হেনকালে দিল সখী নাগরে আনিয়ে॥

হোরমুজের সহিত গোলবান্থুর গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

নাগরে পাঠায়ে তবে হরিষে নাগরী।
সমাদরে বসাইল সিংহাসনোপরি॥
হেরি রূপ রসকূপ নাগরী তখন।
লাজে বস্ত্রে বিধুমুখী ঢাকিল বদন॥
রসিকরাজন বসু বসি সিংহাসনে।
চাতুরী করিয়ে কহে সখী সম্বোধনে।
কিবা অপরূপ আজি হেরিনু নয়নে।
তড়িত প্রকাশে চন্দ্র পিঙ্গল বসনে॥
তোমার ঠাকুরাণির মহিমা কেমন।
করেছে জলন্তানল বসনে বন্ধন॥
বল সখি প্রকাশিতে ও বিধুবদন।
হেরিয়ে যুড়াক মম তাপিত নয়ন॥
শুনি সখীগণ কয় ও বিধুবদনি।
ইহার উত্তর কেন কর না আপনি॥
ধনী কয় একি কথা কহ সখীগণ।
চোরের সহিত কেবা করে আলাপন॥
শুনি [illegible]

তোমার সমান চোর না দেখি কখন।
দেখা দিয়ে প্রাণ মন করেছ হরণ ॥
পৃথিবীর উপমান জনের হরিয়ে।
নিজ অঙ্গে যতনে রেখেছ লুকাইয়ে ॥
শশীরে হরেছে তব বদন সুন্দর।
শশী সুধা লইয়াছে তোমার অধর ॥
ইন্দীবরে হরণ করিয়ে গোপনেতে।
রাখিয়াছ বিনোদিনী দুটি নয়নেতে ॥
পঞ্চশর পঞ্চশর করিয়ে হরণ।
পুরুষ মজাতে চক্ষে করেছ ধারণ ॥
অপরাজিতায় ধনি করিয়া হরণ।
করিয়াছ মস্তকেতে চিকুর চিকন ॥
মধ্যক্ষীণা কেশরীর কটিদেশ হরি।
আপনার মধ্যদেশে রেখেছ সুন্দরি ॥
কমল কমলে ধনি করিয়ে হরণ।
করিয়াছ বক্ষঃস্থলে পীনোন্নত স্তন ॥
সুবর্ণের বর্ণ ধনি লইয়ে যতনে।
মিশায়েছ আপনার লাবণ্যের সনে ॥
পঙ্কজিনী মৃণালেরে হরিয়ে লইয়ে।
রাখিয়াছ আপনার ভুজে মিশাইয়ে ॥
চম্পকের কলি ধনি লয়ে গোপনেতে।

তাই বলি সহচরি বিচার না করি।
অবিচারে চোর বল শুনে লাজে মরি॥
শুনি মনে মনে ধনী বাখানে নাগরে।
বিশেষ ব্যাকুলা হল মিলনের তরে॥
উভয়ের মন বুঝি সহচরীগণ।
কার্য্যছলে বাহিরেতে করিল গমন॥
তখন নির্জ্জন বুঝি সুখে যুবরায়।
করে ধরি কামিনীরে নিকটে বসায়॥
বিধুমুখী সমধিক লজ্জা পেয়ে মনে।
ঈষদ শ্রীমুখশশী ঢাকিল বদনে॥
একে মুগ্ধা সে নবীনা তাহে কুলবতী।
পুরুষ পরশে হল সচঞ্চল মতি॥
মন বুঝি গান্ধর্ব্ববিধানে রসময়।
বিভা করি করিলেন কামে পরাজয়॥

যুবক যুবতী দোহে অপূর্ব্ব পালঙ্গে।
নিরন্তর করে ক্রীড়া মাতিয়ে অনঙ্গে॥
প্রেমাবেশে হেসে হেসে রমণী রমণ।
কৌতুকেতে করে দোঁহে যামিনী যাপন॥
তিল অর্দ্ধ কেহ কার সঙ্গ ছাড়া নয়।

বিরহ অনল ছিল হইয়ে প্রবল।
মিলন সলিলে তাহা করিল শীতল॥
মনোমত পতি প্রাপ্ত হইয়ে সুন্দরী।
বিনয় করিয়ে কহে কান্ত করে ধরি॥
তোমার অভাবে নাথ হয়ে পাগলিনী।
ভাবিতাম তব রূপ দিবস যামিনী॥
এবে বিধি মম প্রতি হয়ে অনুকূল।
দুঃখের সাগরে দেখাইয়ে দিল কূল॥
বহুভাগ্যে পাইয়াছি তোমা হেন ধনে।
দেখ নাথ ত্যজ না হে এ অধীন জনে॥
কুমার কহেন প্রিয়ে কি ভয় তাহার।
বিচ্ছেদ হবে কি প্রাণ থাকিতে দোঁহার॥
এইরূপে কিছুকাল কুমার কুমারী।
যে করিল রঙ্গ রস সে কহিতে নারি॥
সর্ব্বদা থাকেন দোঁহে প্রেম আলাপনে।
দিবসে বিচ্ছেদ মাত্র হয় সে দুজনে॥

গোলবানুর প্রকাশ্য বিবাহের উদ্যোগ।

একদিন মহারাজ খাজানাধিপতি।

ইরান নগর হতে দূত এক জন।
পত্র আনি ভূপতিরে করিল অর্পণ॥
পত্র পেয়ে নরপতি পড়িল যতনে।
মর্ম্ম বুঝি প্রেমসিন্ধু উথলিল মনে॥
সভাহতে নরপতি উঠিয়ে তখন।
মহিষীর নিকটেতে করিল গমন॥
গোপনে ডাকিয়ে ভূপ কহেন প্রিয়ারে
ইরানপতিরে চাহ কন্যা সঁপিবারে॥
ধনে মানে রূপে গুণে সর্ব্বাংশে প্রধান।
কন্যা ধনে সেই জনে করিব প্রদান।
বয়স্থা হয়েছে কন্যা রাখা নাহি যায়।
এই দেখ পত্র ভূপ লিখিল আমায়॥
শুনিয়ে নাথের বাণী মহিষী তখন।
অনুমতি দিল ভূপে হয়ে হৃষ্টমন॥
মহিষীর অনুমতি পেয়ে নরপতি।
পত্র লিখি দূতেরে পাঠান শীঘ্রগতি॥
মহানন্দে দূত আসি ইরান নগরে।
পত্র সমর্পণ করে ভূপতির করে॥
পত্র পেয়ে নরপতি যতনে পড়িল।
আশার সুসার জানি আনন্দে মজিল॥
পুনর্ব্বার লিখি পত্র ১—

পত্র পেয়ে নরপতি আনন্দে মজিল।
শীঘ্রগতি মাহষীর মহলে চলিল॥
তনয়ার বিবাহের সম্বাদ কহিল॥

গোলবান্নুর নিকটে মাহিষীর ঘটকী প্রেরণ।

বিবাহের বার্ত্তা রাণী শুনি পতি মুখে।
পুলকে পূরিল কায়, আনন্দ না ধরে গায়,
এয়োগণে ডাকেন কৌতুকে॥
রাজরাণী সুখার্ণবে হইয়ে মগন।
সুতার বিবাহ জন্যে, লয়ে যত কুল কন্যে,
বিবাহের করে আয়োজন॥
ঘটকিনী প্রতি রাণী কহেন তখন।
যাও যাও ঘটকিনী, সাজাতে প্রাণ নন্দিনী
লয়ে নানা বসন ভূষণ॥
মা মোর রূপের রাশি এতিন ভুবনে।
হেরি যার রূপ ছবি, দেখ লাজে শশি রবি,
ধরা ত্যজি ধাইল গগনে॥
এই লও ঘটকিনি বিবিধ ভূষণ।
মনোহর বেণী করি, বাঁধিয়ে দেহ কবরী,
নানাফুলে করি সুশোভন॥

লহ মণিময় হার, গলে দিয়ে দাও তার,
আর যাহা যথা শোভা পায়॥
মহিষীর বাণী ধনী করিয়ে শ্রবণ।
নানা অলঙ্কার লয়ে, মনেতে প্রফুল্ল হয়ে,
উপনীত বালার সদন॥
নিরখিয়ে কুমারীরে কহে ঘটকিনী,
কি কর বসিয়ে সতি, পাবে আজি প্রাণপতি
ত্বরা করি সাজ লো কামিনি॥
ইরানের পতি নাকি অতি তেজোবান।
শুনিনু মহিষী মুখে, তোমা ধনে বাক্য সুখে,
ইরান পতিরে দিবে দান॥
অতএব সুধামুখি করি নিবেদন।
বস্ত্র অলঙ্কার পরি, চল চল ত্বরা করি,
মনোহর বাসর ভবন॥

ঘটকিনীর বাক্য শ্রবণে গোলবানুর খেদ।

এতেক বচন, করিয়ে শ্রবণ,
প্রমদা প্রমাদ গুণি।
বলে হায় হায়, করি কি উপায়,
একি বিপরীত শুনি॥
জীবনের সার, যেজন আমার

তাহারে ত্যজিয়ে, কেমন করিয়ে,
অন্যেরে করি বরণ ॥
সে রূপেতে মন, হয়েছে মগন,
অন্যে নাহি প্রয়োজন।
এ প্রাণ থাকিতে, তাহারে ত্যজিতে,
নারিব গো কদাচন ॥
যে প্রেম রতনে, কতই যতনে,
কত কষ্টে লাভ হয়।
মম মনে যাহা, কে জানিবে তাহা,
শুনে প্রাণ মন দয় ॥
সেই মম ধ্যান, সেই মম জ্ঞান,
সেই সে আমার গতি।
তারে প্রাণ মন, করেছি অর্পণ,
অন্যে নাহি লয় মতি ॥
এ প্রাণ থাকিতে, অন্যেরে ভজিতে,
কদাচ নারিব আমি।
সেই প্রাণ ধন, সেই সে জীবন,
সেই মম চিত্তগামী ॥
সেই রসকূপ, প্রেমময় রূপ,
জাগিছে মম অন্তরে।
তবে কি করিয়ে, তাহারে ত্যজিয়ে,
রহিতে পারি অন্তরে ॥

আমার জীবন, সফরী যেমন,
তিনি নিরমল বন।
কিবা আমি ফণা, তিনি হয় মণি,
ভাবি আমি অনুক্ষণ॥

ঘটকিনীর প্রতি গোলবানুর উক্তি।

ধনী,—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিছে তারে
ঘটকিনি গিয়ে কহনা মারে॥
বিবাহে আমার কি প্রয়োজন।
অমনি রহিব চির জীবন॥
মম মন নাহি চাহে সে জনে।
তবে বল বিভা করি কেমনে॥
শুন শুন ওলো শুন লো ধনি।
আমিতো নহি লো বালা রমনী॥
এই নহে বাস ভূষণ যত।
বিবাহে আমার নাহিক মত॥
এখনি প্রস্থান কর অমনি।
হবে না হবে না হবে না ধনি॥
তোমাদের কথা কভু না রবে।
কোন মতে তাহা সিদ্ধ না হবে॥
মিছা কেন ধনি যাতনা পাও।
সে আশা ত্যজিয়ে চলিয়ে যাও॥

মহিষী ও ঘটকিনী কর্ত্তৃক গোলবানুকে প্রবোধ প্রদান।

শুনিয়ে বান্দার বাণী ঘটকিনী [illegible]।
উপনীত হইলেন মহিষী যথায়॥
বিনয়ে বান্দার বাণী কহে ঘটকিনী।
বিবাহে সম্মত নাহি হয় সে কামিনী॥
না জানি কি বিনোদিনী ভাবিয়াছে মনে
বরিবারে নাহি চায় ইরান রাজনে॥
বসন ভূষণ সব ত্যজি বিনোদিনী।
ভাবার্ণবে ডুবে আছে যেন পাগলিনী॥
বিধুমুখী নাহি চায় করিতে বিবাহ।
না হয় আপনি তথা একবার যাহ॥
ঘটকিনী বাণী শুনি মহিষী তখন।
তনয়ার নিকটেতে করিল গমন॥
মৃদুস্বরে রাণী কহে প্রাণ তনয়ারে।
কেন মাগো নাহি চাহ বিভা করিবারে॥
হয়েছে কি দুখ মনে বল না আমায়।
এখনি করিব আমি তাহার উপায়॥
বিভার সম্বন্ধ করেছেন মহীপাল।
অনূঢ়া হইয়ে আর রবে কত কাল॥

রাজার শাশুড়ী হব আছে বড় সাধ।
সে সাধে আমার বাছা কবনা বিষাদ॥
শুনি জননীর বাণী লাজেতে সুন্দরী।
উত্তর না দেয় রহে মাথা হেঁট করি॥
হেরি তনয়ারে রাণী মনে ব্যথা পায়।
ঘটকিনী প্রতি কহে বুঝাতে বালায়॥
শুনি ঘটকিনী কহে বালারে তখন।
বৃথায় করনা নষ্ট যৌবন রতন॥
পাইয়াছ বিনোদিনী এ নব যৌবন।
যুবক বিহীন হলে সব অকারণ॥
শুন দ্বিজরাজমুখি মনে ধৈর্য্য ধর।
লয়ে পতি গুণবতি সুখে কাল হর॥
ক্ষান্ত হও রসবতি ধরি তব পায়।
ইহা কর যাতে তব পিতা কুল পায়॥
শুনি ঘটকিনী বাণী কহেন কুমারী।
প্রাণান্তে এ মতে মত করিবারে নারি॥
ওলো ধনি দেহে মম পরাণ থাকিতে।
নারিব তাহারে আমি ভজনা করিতে॥
এতে যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।
তবু তারে না বরিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
শুনি কুমারীর বাণী ঘটকিনী দুখে।
আদি অন্ত কহিলেক [illegible]

শুনিয়ে মহিষী মনো দুঃখেতে মজিল।
তনয়ার বিবরণ ভূপেরে কহিল॥

গোলেনাম্বুর বিবাহে অসম্মতি প্রযুক্ত খুজানাধিপতির ইরানাধিপতির প্রতি পত্র প্রেরণ।

মহিষীর বাণী শুনি খুজানাধিপতি।
সভাসদ প্রতি কহে বিষাদিত মতি॥
বল বল মন্ত্রিগণ কার কি উপায়।
ইরান পতিরে কন্যা বরিতে না চায়॥
নাহি জানি কুমারী কি করিয়াছে মনে।
কি জন্যে বরিতে নাহি চায় সেই জনে॥
শুনি মন্ত্রিগণ কয় শুন নরপতি।
তাহার মানস হয় মনোমত পতি॥
বয়স্থা হয়েছে কন্যা শুন হে রাজন।
তুমি কি করিবে তার না হলে মনন॥
যারে তার মন চায় শুন মতিমান।
সেই জনে কন্যাধনে কর সম্প্রদান॥
নরপতি কহে সত্য সকলি বলিলে।
কেমনে পাইব রক্ষা সমর হইলে॥
অতি বলবান সেই ইরান রাজন।
[illegible] তাহারে বাধা দিবে কে আছে এমন॥

তনয়ারে বিভা দিব বলেছি তাহারে
নিষেধ কেমনে করি কহ না আমারে॥
বলিতে বলিতে ভূপ উঠিয়ে তখন।
তনয়ার মহলেতে করিল গমন॥
নেত্র ধারা ফাঁপা প্রায় হইয়ে রাজন।
জিজ্ঞাসেন তনয়ারে বিশেষ কারণ॥
কহ মা গো কি দুঃখেতে হইয়ে দুঃখিতা
বসিয়ে রয়েছ সুখে হইয়ে বঞ্চিতা॥
কেন কেন ঝরিতেছে কমল নয়ন।
কেন নাহি চাহ তারে করিতে বরণ॥
হাসাওনা লোক আর শুন মম বাণী।
বিবাহ করিয়ে বাছা হও রাজরাণী॥
শুনি জনকের বাণী কহেন সুন্দরী।
শুন পিতা কিছু আমি নিবেদন করি॥
ইরান পতিরে মম নাহি চায় মন।
তবে তারে কেমনেতে করিব বরণ॥
বিবাহে আমার আর প্রয়োজন নাই।
অমনি রহিব আমি যা করে গোঁসাই॥
বসন ভূষণে মম নাহি প্রয়োজন।
সন্ন্যাসিনী বেশ আমি করিব ধারণ॥
গোপনেতে আরাধিব ...

শুনিয়ে দারুণ বাণী তনয়ার মুখে।
নরপতি ফিরিয়ে আইল মনোদুখে ॥
মন্ত্রিগণ প্রতি কহে একি হল দায়।
একান্ত সে জনে বাঞ্ছা বরিতে না চায় ॥
মন্ত্রিগণ কহে ভূপ ভাবনা কি তার।
এখনি সে জনে তুমি লিখ সমাচার ॥
সংগ্রাম করিতে যদি হয় তার মনে।
সাহসে আমরা সবে প্রবেশিব রণে ॥
একমনে ধ্যান কর পরম ঈশ্বরে।
অবশ্য হইবে জয় তাহার সমরে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
তার জন্যে চিন্তা এত কিসের কারণ ॥
শুনিয়ে মন্ত্রীর বাণী দুখে নররায়।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে লিপি লিখিয়ে পাঠায় ॥
দূত আসি শিঘ্রগতি ইরান নগরে।
পত্র সমর্পণ করে ভূপে সমাদরে ॥
পেয়ে পাতি নরপতি পড়িল তখন।
মর্ম্ম বুঝি হইলেন ক্রোধে হুতাশন ॥

৬

খুজান পতির কন্যা দানে অসম্মতিতে ইরান পতির রণ সজ্জা।

রক্ত বর্ণ দুনয়ন, করে ধরি শরাসন,
মহাদম্ভে মহীপতি উঠিলেন গর্জ্জিয়ে।
সভাসদ প্রতি কয়, একি কার প্রাণে সয়,
শীঘ্র বল সেনাগণে আসিবারে সাজিয়ে।
খুজান নগরে গিয়ে, রণ ক্ষেত্রে প্রবেশিয়ে,
না রাখিব এক জন ভূপতির বংশেতে।
সমাচার দাও সবে, সমরে যাইতে হবে,
ধৈর্য্য নাহি মানে আর মনে কোন অংশেতে।
বশ করি সে রাজনে, লইব সুন্দরী ধনে,
করেছি প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আপনার অন্তরে।
শুনি মন্ত্রী এই বাণী, নিশ্চয় সমর জানি,
বলিলেন সেনাগণে সাজিবারে সত্বরে॥

ইরান পতির খুজান নগরে গমন।

সাজিল অসংখ্য সৈন্য কে করে গণন।
কেহ ধরি করবাল কেহ শরাসন॥
কেহ ধরি তীক্ষ্ণ শূল চলিল ধাইয়ে।
কেহ ধায় উভরড়ে মষল লইয়ে॥

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ উষ্ট্র পর।
কেহ পদব্রজে যায় দেখিতে সুন্দর ॥
অগ্রেতে পতাকাধারী করিছে গমন।
নীল রক্ত পীত নানা বর্ণে সুশোভন ॥
বাদ্য করে বাদ্যকরে অতি মনোহর।
ঝগঝম্প্ কাড়া ঢোল বাজিছে সুন্দর ॥
রণ শিঙ্গা রণ ঢোল বাজিছে সুস্বরে।
যার বাদ্যে বীরগণ মহা দম্ভ করে ॥
এইরূপে সাজিলেক সৈন্যগণ সব।
প্রলয় কালেতে যেন উথলে অর্ণব ॥
চলিল বিস্তর সৈন্য কে করে গণন।
সবার পশ্চাত্ ভাগে ইরান রাজন ॥
করি পরি আরোহিয়ে ইরান ভূপতি।
চলিলেন মহাক্রোধে আত্মিয় সংহতি ॥
সৈন্য পদরজে দিক হল অন্ধকার।
ঢাকিল রবির কর কি কহিব আর ॥
নানা দেশ দেশান্তর অতিক্রম করে।
উপনীত হল শেষে খুজান নগরে ॥
সমাচার পত্র পেয়ে খুজানাধিপতি।
সৈন্যগণে সাজিবারে দিল অনুমতি ॥

প্রথম দিবসের যুদ্ধ।

মহীপতি, অনুমতি, বীরগণ পাইয়ে।
ধরি বাণ, খরশাণ, ওঠে সবে গর্জ্জিয়ে॥
কোন বীর, ধরি তীর, দম্ভ করি কহিছে।
চল ভাই, শীঘ্র যাই, কে সমর চাহিছে॥
কেটে তারে, তলয়ারে, ভেট দিব ভূপেরে।
কব কায়, হরিপায়, যদি মন থাকেরে॥
আজি রণে, মম সনে, কে জীবনে রহিবে।
কোন জন, মোর রণ, সহিবারে পারিবে॥
কহে কেহ, দেহ দেহ, ধনুঃশর আমারে।
মারি বাণ, লব প্রাণ, ভয় করি কাহারে॥
এত বলি, গেল চলি, সেনাগণ রণেতে।
মার মার, বিনা আর, নাহি শুনি কর্ণেতে॥
রণ স্থলে, দুই দলে, মিশামিশি হইল।
মারে বাণ, নাহি ত্রাণ, কেহ প্রাণ ত্যজিল।
খেয়ে কিল, বুকে খিল, লাগি কেহ পড়িল।
তুলে হাই, বলে ভাই, একি দায় হইল॥
কেহ কয়, নাহি সয়, ধর ধর ভাই রে।
গেল প্রাণ, নাহি ত্রাণ, জল দাও খাই রে।

হোমুজের রণে গমন ।

এই রূপে দুই দলে হল মহারণ ।
হেন কালে দেখা দিল রজনীর গণ ।
নিশা আগমন কালে হয় ঘণ্টাধ্বনি ।
বীরগণ শিবিরেতে চলিল অমনি ॥
এখানে হোমুজ সাজ করি মনোনীত ।
প্রেয়সীর ভবনে হইল উপনীত ॥
নিরখিয়ে প্রাণপতি নৃপতি নন্দিনী ।
সমাদরে পালঙ্কে বসান [illegible]
কাতরে নাথের কর ধরিয়ে [illegible] ।
মৃদুস্বরে কহে ধনী সজল নয়ন ॥
শুন হৃদয়েশ এই দুঃখিনী কারণ ।
ইরান্ পতির সহ হইয়াছে রণ ॥
আমার বিবাহ হেতু জনক আমার ।
করেছিল তাহার নিকটে অঙ্গীকার ॥
মম অসম্মতি হেতু হইয়াছে রণ ।
বল দেখি প্রাণপতি করি কি এখন ॥
শুনিয়ে হোমুর্জ কহে শুনে লাজে মরি ।
ছি ছি কেন হেন কর্ম্ম করিলে সুন্দরি ॥
রূপ গুণে কুলে শীলে সুন্দর সে জন

রাজার মহিষী হয়ে হতে কত সুখি।
কি করিব তব ভাগ্যে নাহি বিধুমুখি ॥
শুনিয়ে সুন্দরী কয় ছাড় ঠাট ছল।
রক্ষা হবে কেমনে উপায় তার বল ॥
শুনিলাম সে রাজন অতি বলবান।
তবে বল তার রণে রবে কার প্রাণ ॥
দুই জনে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করি।
চল পলাইয়ে যাই দেশ পরিহরি ॥
শুনিয়ে কুমার কয় সে কি সুলোচনে।
ভূপেরে ত্যজিয়ে মোরা যাইব কেমনে ॥
কালি আমি বিনোদিনি যাইব সমরে।
দেখিব ইরান পতি কত বল ধরে ॥
মুহুর্ত্তেকে বিনাশিব ইরানের দল।
দেখাইব সকলেরে মম বাহুবল ॥
শুনিয়ে ভয়েতে ধনী মুদিয়ে নয়ন।
বহুমতে প্রাণনাথে করিল বারণ ॥
কি কহিলে প্রাণনাথ কাঁপিতেছে দেহ।
ধরি পায় রসরায় ক্ষমা মোরে দেহ ॥
যাইতে না দিব রণে থাকিতে এ প্রাণ।
শুনেছি ইরান পতি অতি বলবান ॥
শুনি যুবরাজ কহে কেন ভয় কর।

অতএব সুন্দরী বিদায় দেহ মোরে।
কালি রণে রাজনে পাঠাব যম ঘরে॥
শুনি বাণী বিনোদিনী বিনয়েতে কয়।
যাও কিন্তু তব সহ রহিল জীবন॥
বিদায় হইয়ে বীর প্রেয়সী গোচরে।
রণস্থলে যাত্রা করে স্মরিয়ে ঈশ্বরে॥
ভয়ঙ্কর গদা হস্তে করিয়ে ধারণ।
অতিবেগে ধায় বীর পবন যেমন॥
এখানে খুজান পতি হারিয়ে সমরে।
পরামর্শ করিতেছে [illegible]
হেনকালে যুবরাজ গদা লয়ে করে।
উপনীত হইলেন নৃপতি গোচরে॥
হোমুজেরে নিরখিয়ে নৃপতি তখন।
জিজ্ঞাসা করেন তারে তুমি কোন জন॥
হোমুজ কহেন শুন ওগো নরপতি।
হোমুজ আমার নাম এদেশে বসতি॥
শুনিলাম রণেতে হয়েছ পরাজয়।
তাই আইলাম হেথা শুন মহাশয়॥
ত্যাগ কর মহারাজ ইরানের ভয়।
কালি রণে ইরানে পাঠাব যমালয়॥
এই দেখ গদা মম বজ্রের সমান।

শুনিয়ে নৃপতি অতি হরষিত মন।
হস্ত বাড়াইগে যেন পাইল গগন॥
হোমুজে কহেন রায় সজল নয়ন।
রক্ষা কর বাপ ধন সবার জীবন॥
অতিশয় বলবান ইরান ভূপতি।
তার বাহুবলে মম স্থির নহে মতি॥
শুনিয়ে কুমার কহে কি ভয় রাজন।
কালি বিনাশিব ইরানের সেনাগণ॥
এই রূপে আছে সবে কথোপকথনে।
হেন কালে গেল শশী জলধিজীবনে॥

দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধ।

রজনী প্রভাতে সবে করি গাত্রোত্থান।
যুদ্ধ হেতু রণস্থলে করিল প্রস্থান॥
মিশামিশি দুই দলে হয় ঘোর রণ।
পড়িল বিস্তর সৈন্য না যায় গণন॥
মহা বলবান ইরানের সেনাগণ।
খুজানের বহু সৈন্য করিল নিধন॥
রাখিতে না পারি সৈন্য হোর্মুজ তখন।
ক্রোধে কম্পে কলেবর আরক্ত নয়ন॥
ভীষ্মের সদৃশ বীর ––– –

সহস্র সহস্র হস্তী রথে গদা ঘায়।
সহস্র সহস্র সৈন্য যমালয়ে যায়॥
যেই দিকে ক্রোধ ভরে করে নিরীক্ষণ।
সেই দিক ভাঙ্গি সৈন্য করে পলায়ন॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি ইরানের সেনাপতি।
হোমুজ নিকটে আসে অতি ক্রুদ্ধমতি॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়ে মারে দশ বাণ।
হোমুজের গদা কাটি করে খান খান॥
পুন মারে পাঁচ বাণ হোমুজের বুকে।
অচেতন হল বীর রক্ত উঠে মুখে॥
ক্ষণপরে যুবরাজ পাইয়া চেতন।
পুন গদা লয়ে ধায় করিবারে রণ॥
মস্তকে ঘুরায়ে গদা মারিল তাহায়।
এক ঘায়ে যমালয়ে অমনি পাঠায়॥
হাহাকার শব্দ হল ইরানের দলে।
ভয়ে আর কেহ নাহি আসে রণস্থলে॥
আর এক মহাবীর ইরান পতির।
দেবাসুর যার রণে নাহি হয় স্থির॥
সেই মহাবীর রণে করি আগমন।
হোমুর্জের সহিত করিল বহুরণ॥
দুই দণ্ড বেলা আছে এমন সময়।

বেলা অবসান কালে হল ঘণ্টাধ্বনি ।
দুই দলে শিবিরেতে চলিল অমনি ॥
ফিরিয়ে শিবিরে আসি খুজান রাজন ।
সবিনয়ে হোমুর্জ্জেরে কহেন তখন ॥
ধন্য ধন্য বীর তুমি এ মহীমণ্ডলে ।
হইল সংগ্রাম জয়ী তব বাহুবলে ॥
ভাগ্যে হয়েছিল তব সহ দরশন ।
তাই রক্ষা হল বাপু সবার জীবন ॥
এইরূপ কথোপকথনে নিশা শেষ ।
প্রভাতে চলিল বীর ধরি রণবেশ ॥

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ ।

ধনুর্ব্বাণ করে লয়ে হোমুর্জ্জ সুজন ।
চলিল ইরান সহ করিবারে রণ ॥
ইরানের সেনাপতি এক বীরবর ।
হোমুর্জ্জের সহ এল করিতে সমর ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়ে বীর পূরিয়ে সন্ধান ।
নিবারে বরুণ বাণে হোমুর্জ্জ ধীমান ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর ।
বজ্র অস্ত্রে খান খান করে বীরবর ॥
এড়িল পবন অস্ত্র হোমুর্জ্জের প্রতি ।
শৈল অস্ত্রে নিবারে হোমুর্জ্জ মহামতি ॥

লক্ষ লক্ষ বাণ পড়ে দোঁহার উপর।
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর॥
অর্দ্ধচন্দ্র নাগপাশ নানাবিধ বাণ।
উভয়ে উভয়োপরি করয়ে সন্ধান॥
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে করেছিল রণ।
বারিধির পারে যেন শ্রীরাম রাবণ॥
বাণে দিক্ অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয়।
বাণাঘাতে উভয়ের অঙ্গে রক্ত বয়॥
পরে বীর হোরমুজ পূরিয়ে সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার কাটে ধনুখান॥
পুন ধনু লয়ে বীর করে সন্ধান।
সে ধনুও কাটিলেন হোমুজ সুজন॥
ধনু কাটা গেল যদি গদা লয়ে করে।
ঘুরায়ে মারিল হোরমুজের উপরে॥
লম্ফ দিয়ে গদা ধরি হোরমুজ বীর।
সেই গদাঘাতে তার লোটায় শরীর॥
সেনাপতি হল যদি রণেতে নিধন।
ভয়ে সব সেনাগণ করে পলায়ন॥
দিবা হল অবসান হয় ঘণ্টাধ্বনি।
আপন শিবিরে সবে চলিল অমনি॥

চতুর্থ দিবসের যুদ্ধ।

বীর বেশে দাঁড়ায়েছে হোমুজ সুমতি।
সারথি যোগায় রথ আনি শীঘ্রগতি॥
লম্ফ দিয়ে বীর গিয়ে রথেতে উঠিল।
বায়ুবেগে রণস্থলে আসি উত্তরিল॥
হোমুজে দেখিয়ে ইরানের সেনাগণ।
ভয়পেয়ে চারি দিকে করে পলায়ন॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি সেনাপতি এক জন।
হোমুজ নিকটে এল করিবারে রণ॥
নিরখিয়ে মহাবীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ।
মারিল সহস্র শর পূরিয়ে সন্ধান॥
বাণে নিবারিয়ে ইরানের সেনাপতি।
মারিল সহস্র বাণ হোমুজের প্রতি॥
বাণাঘাতে যুবরাজ ব্যথিত অন্তর।
খসিয়ে পড়িল কর হতে ধনুঃশর॥
চৈতন্য পাইয়ে বীর কতক্ষণ পরে।
লম্ফ দিয়ে বেগে ধায় গদা লয়ে করে॥
যেমন নলিনী দলে করি করে বল।
সেই রূপ যায় বীর দলি সৈন্য দল॥
ভীম সম পরাক্রম ধরি মহাবীর।

ভয়ে আর অগ্রসর কেহ নাহি লয়।
যেই আসে সেই জন যায় যমালয়॥
হস্তেতে করিয়ে গদা রণ করে বীর।
অতিশয় বলবান নির্ভয় শরীর॥
মদমত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ।
উন্মত্ত হইয়ে বনে করয়ে ভ্রমণ॥
সেই রূপ মহাবীর নির্ভয় অন্তরে।
লক্ষ লক্ষ সেনা বধে গদা লয়ে করে॥
ইরানের মন্ত্রী ইহা করি নিরীক্ষণ।
বাহিয়ে আইল বীর ধরি শরাসন॥
দেখিয়ে হোমুজ তারে মারে দশ বাণ।
ধনুক কাটিয়ে তার করে খান খান॥
আর ধনু লইলেক চক্ষু পালটিতে।
কাটিলেন সে ধনুও গুণ নাহি দিতে॥
ধনুকের গুণে বীর যুড়ি দিব্য বাণ।
মস্তক কাটিয়ে তার করে দুই খান॥
পড়িয়ে ইরান মন্ত্রী সম্মুখ সমরে।
দেহ পরিহরি গেল অমর নগরে॥
অবশেষ মহীপতি ইরান রাজন।
ভয় পেয়ে রণ ত্যজি করে পলায়ন॥
পলাইয়ে জীবন রাখিল নৃপমণি।
এখানে জজানে পড়ে জয় জয় ধনি॥

হোমুর্জে লইয়ে কোলে ইরান রাজন
স্নেহাবেশে করিলেন বদন চুম্বন
কহে ভূপ শুন বাপু বচন আমার
তব বাহুবলে রক্ষা হইল সবার॥

হোমুর্জের রণযাত্রায় গোল-
বানুর চিন্তা।

এখানে ভবনে সতী, সদা বিষাদিত মতি
প্রাণনাথে পাঠাইয়ে রণে।
ভাবে ধনী মনে মনে, না জানি কি হল রণে,
কিছু নাহি শুনিনু শ্রবণে।
হায় হায় কোথা যাব, কেমনে সম্বাদ পাব,
কাটে বুক না হেরি তাহারে।
হইল রে কি দুর্ম্মতি, পাঠালাম প্রাণপতি,
এবে ধৈর্য্য ধরি কি প্রকারে॥
বলে কি করিব হায়, যদি হরি রাখে পায়,
তবে সে পাইব প্রিয়তমে।
এই রূপে সুবদনী, যেন মণিহারা ফণী,
ধৈর্য্য নাহি মানে কোনক্রমে॥
বলে দেখ ভগবান, প্রাণে মোর রেখ প্রাণ,
নিদারুণ ইরানের রণে।

শুনেছি হরান পতি, বলে মহাবল অতি,
তারে [illegible] চবে কেমনে॥

[illegible] শবান্নুর ভবনে হোরমুজের আগমন।

এখানে হোমুজে লয়ে খুজান রাজন
প্রেমানন্দে করিলেন গৃহে আগমন।
জয় জয় শব্দ হল খুজান নগরে।
প্রেমানন্দে ভূপ নানা ধন দান করে
যুবতী শুনিল জয় করিয়ে সমর
[illegible] কেশ নাগ প্রাণের ঈশ্বর।
সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রমণী তখন
প্রেম সুধার্ণবনীরে হইল মগন।
সঙ্গিনীরে ডাকি তবে কহেন সুন্দরী।
বাসক সুসজ্জা আজি কর ত্বরা করি।
পাইয়ে বালার আজ্ঞা সঙ্গিনী তখন।
সাজাইল সযতনে বাসক ভবন॥
দেখি ধনী বাসকের শোভা মনোহর।
পতির বিরহানলে হইল কাতর॥
এক চক্ষে বিনোদিনী দেখে দিবাকরে।
আর চক্ষে পথ পানে ঘন দৃষ্টি করে॥
দিবাকরে যোড় করে কহে রূপবতী।
[illegible]

গোল-হরমুজ।

বিধুর উদয়ে আজি পাব প্রাণেশ্বরে।
এই নিবেদন তব পদেতে আমার॥
এই রূপে বিনোদিনী ভাবিতেছে বসি।
হেন কালে গগণে উদয় হল শশী॥
প্রণয়িণী নিশি সহ মনোহর সাজে।
চতুর্দ্দিকে তারাগণ কি সুন্দর সাজে॥
হেন কালে গুণের সাগর রসময়।
প্রেয়সীর ভবনেতে হইল উদয়॥
নিরখি নয়নে রামা প্রাণ প্রিয়পতি।
লাজে বস্ত্রে বিধুমুখ আচ্ছাদিল সতী॥
মান ভরে বিনোদিনী মুদিয়ে নয়ন।
শুয়ে পালঙ্ক পরে করিল শয়ন।
নিকটে আসিয়ে [illegible] সাধে।
প্রেয়সীর কর ধরি [illegible]
ওঠ ওঠ প্রাণপ্রিয়ে কি হেতু শয়ন।
সুখের যামিনী ধনী বিফলেতে যায়॥
উত্তর না দেয় ধনী থাকে [illegible]।
মানিনী কামিনী অতি বুঝিল অন্তরে॥
কাতর হইয়ে যত সাধে রসরায়।
মানিনীর মান তত ক্রমে বৃদ্ধি পায়॥

গোলবান্নুর প্রতি হোরমুজের উক্তি

তুমি লো কামিনী রমণীমণি।
মজিয়াছ মানে কেন লো ধনী॥
কর না কর না প্রেমে প্রমাদ।
সেধ না সেধ না সুখেতে বাদ॥
দহিতেছে প্রাণ প্রেমানুরাগে।
দাস তব মান ভিক্ষা যে মাগে॥
তোষ হে নাথেরে ত্যজিয়ে মান।
বাড়িবে তোমার তাহাতে মান॥
একান্ত একান্ত তবানুগত।
এ মানে প্রেমের মানতো হত॥
পরিহর মান ত্যজ ছলনা।
তোমা বিনে নাহি জানি ললনা॥
দিওনা বেদনা মানের ভরে।
আঁখি মেলি চাও এ প্রাণেশ্বরে॥

হোরমুজ কর্তৃক গোলবান্নুর মান ভঙ্গ।

এই রূপে গুণাকর, প্রেয়সীর ধরি কর,
বলে ধনী তেজমান সহে না লো সহে না।
মানে মজে বিধুমুখী, করিলে বিষম দুখী,
এ দারুণ মান কি লো যাবেনা লো যাবেনা।

হয়ে থাকি অপরাধি, চরণে ধরিয়ে সাধি,
তবু কি দীনেরে দয়া হবেনা লো হবেনা।
মানানলে দহে প্রাণ, ত্যজ প্রিয়ে অভিমান,
তোমার বিয়োগ আর সহেনা লো সহেনা॥
দহে মোর কলেবর, দেহ হল জরজর,
একবার মুখ তুলে চাও না লো চাওনা।
প্রকাশিয়ে মুখশশী, হৃদয় আকাশ পাশে
বিধুরূপে সমুদয় হও না গো হওনা॥
হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
দেহেতে জীবন আর রহে না লো রহে না।
মানানলে দহে প্রাণ, ত্যজ প্রিয়ে অভিমান,
তোমার বিয়োগ আর সহেনা লো সহেনা॥
দেখিয়া তোমার মান, ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ,
সুধাকরে রবিজ্ঞান হতেছে লো হতেছে।
মলয়া অনীল তায়, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক প্রায়,
অঙ্গে যেন ফুটাইয়ে দিতেছে লো দিতেছে॥
মুখশশী পরকাশি, কথা কহ হাসি হাসি,
তাহে ধনী তব মান যাবেনা লো যাবেনা।
মানানলে দহে প্রাণ, ত্যজ প্রিয়ে অভিমান,
তোমার বিয়োগ আর সহেনা লো সহেনা॥